গানের বহি।

মিশ্র বাহার। কাওয়ালি।

(জীবনে) আজ কি প্রথম এল বসন্ত!
নবীন বাসনা ভরে
হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবনে হল জীবন্ত।
সুখভরা এ ধরায়
মন বাহিরিতে চায়,
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে!
তাহারে খুঁজিব দিক্-দিগন্ত!
জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত।
যেমন দখিণে বায়ু ছুটেছে!
কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে!

তেমনি আমিও সখি যাব,
না জানি কোথায় দেখা পাব!
কার্ সুধাস্বর মাঝে
জগতের গীত বাজে,
প্রভাত জাগিছে কার্ নয়নে!
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত!
তাহারে খুঁজিব দিক্ দিগন্ত! ১॥

মিশ্র কানাড়া। কাওয়ালি।

আমার পরাণ যাহা চায়,
তুমি তাই, তুমি তাই গো!
তোমা ছাড়া আর এ জগতে
মোর, কেহ নাই কিছু নাই গো!
তুমি সুখ যদি নাহি পাও,
যাও, সুখের সন্ধানে যাও,

আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে
আর কিছু নাহি চাই গো!
আমি, তোমার বিরহে রহিব বিলীন,
তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী
দীর্ঘ বরষ মাস!
যদি আর কারে ভালবাস,
যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে, তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও,
আমি যত দুখ পাই গো! ২॥

কাফি। খেম্‌টা।

কাছে আছে দেখিতে না পাও!
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও!
মনের-মত কারে খুঁজে মর’,

সে কি আছে ভুবনে,
সে যে রয়েছে মনে,
ওগো মনের মত সেই ত হবে
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও !
তোমার আপনার যে জন
দেখিলে না তারে !
তুমি যাবে কার দ্বারে !
যারে চাবে তারে পাবে না,
যে মন তোমার আছে যাবে তাও ! ৩ ।

মিশ্র ভূপালী। একতালা।

সখি, বহে গেল বেলা, শুধু হাসি খেলা,
এ কি আর ভাল লাগে !
আকুল তিয়াষ প্রেমের পিয়াস
প্রাণে কেন নাহি জাগে !

কবে আর হবে থাকিতে জীবন
আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন,
মধুর হুতাশে মধুর দহন
নিত-নব অনুরাগে!
তরল কোমল নয়নের জল
নয়নে উঠিবে ভাসি।
সে বিষাদ-নীরে নিবে যাবে ধীরে
প্রখর চপল হাসি;
উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে
আশা নিরাশায় পরাণ টুটিবে,
মরমের আলো কপোলে ফুটিবে
সরম-অরুণ-রাগে!

খাম্বাজ। একতালা।

ওলো রেখে দে, সখি, রেখে দে,
মিছে কথা ভালবাসা!

সুখের বেদনা সোহাগ যাতনা

বুঝিতে পারি না ভাষা।

ফুলের বাঁধন, সাধের কাঁদন,

পরাণ সঁপিতে প্রাণের সাধন,

"লহ" "লহ" বলে' পরে আরাধন

পরের চরণে আশা।

তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া,

বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া,

পরের মুখের হাসির লাগিয়া

অশ্রু সাগরে ভাসা'।

জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া

জীবনের সুখ নাশা'! ৫

ছায়ানট। ঝাঁপতাল।

যেওনা, যেওনা ফিরে;

দাঁড়াও, বারেক দাঁড়াও হৃদয়-আসনে!

চঞ্চল সমীর সম ফিরিছ কেন
কুসুমে কুসুমে কাননে কাননে !
তোমায় ধরিতে চাহি ধরিতে পারিনে,
তুমি গঠিত যেন স্বপনে,
এসহে, তোমারে বারেক দেখি ভরিয়ে আঁখি
ধরিয়ে রাখি যতনে।
প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাকিব,
ফুলের পাশে বাঁধিয়ে রাখিব,
তুমি দিবস নিশি রহিবে মিশি
কোমল প্রেম শয়নে ! ৬ ॥

বসন্তবাহার। কাওয়ালি।

কে ডাকে ! আমি কভু ফিরে নাহি চাই !
কত ফুল ফুটে উঠে কত ফুল যায় টুটে,
আমি শুধু বহে চলে যাই !

পরশ পুলক-রস-ভরা
রেখে যাই, নাহি দিই ধরা ;
উড়ে আসে ফুলবাস,
লতাপাতা ফেলে শ্বাস,
বনে বনে উঠে হা হুতাশ,
চকিতে শুনিতে শুধু পাই,
চলে যাই।
আমি কভু ফিরে নাহি চাই ! ৭।

পিলু। খেমটা।

এসেছিগো এসেছি, মন দিতে এসেছি,
যারে ভাল বেসেছি !
ফুল দলে ঢাকি
মন যাব রাখি চরণে,
পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে
রেখ রেখ চরণ হৃদিমাঝে,

না হয় দলে' যাবে প্রাণ ব্যথা পাবে,

আমি ত ভেসেছি, অকূলে ভেসেছি! ৮॥

বেহাগ। খেমটা।

ওকে বল, সখি, বল, কেন মিছে করে ছল,

মিছে হাসি কেন, সখি, মিছে আঁখিজল!

জানিনে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা,

কে জানে কোথায় সুধা, কোথা হলাহল!

কাঁদিতে জানেনা এরা কাঁদাইতে জানে কল,

মুখের বচন শুনে মিছে কি হইবে ফল!

প্রেম নিয়ে শুধু খেলা,

প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা,

ফিরে যাই এই বেলা, চল, সখি, চল! ৯॥

ঝিলফ। রূপক।

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,

কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে!

গরব সব হায় কখন্ টুটে যায়
সলিল বহে যায় নয়নে!
এ সুখ-ধরণীতে কেবলি চাহ নিতে
জান না হবে দিতে আপনা,
সুখের ছায়া ফেলি কখন্ যাবে চলি
বরিবে সাধ করি বেদনা!
কখন্ বাজে বাঁশি গরব যায় ভাসি
পরাণ পড়ে আসি বাঁধনে! ১০ ॥

বেলাবলী। ঢিমেতেতালা।

মিছে ঘুরি এ জগতে কিসের পাকে,
মনের বাসনা যত মনেই থাকে।
বুঝিয়াছি এ নিখিলে
চাহিলে কিছু না মিলে,
এরা, চাহিলে আপন মন গোপনে রাখে।
এত লোক আছে কেহ কাছে না ডাকে! ১১

জয়জয়ন্তী। ঝাঁপতাল।

তারে দেখাতে পারিনে কেন প্রাণ! (খুলে গো)
কেন বুঝাতে পারিনে হৃদয় বেদনা!
কেমনে সে হেসে চলে যায়,
কোন্ প্রাণে ফিরেও না চায়,
এত সাধ এত প্রেম করে অপমান!
এত ব্যথাভরা ভালবাসা কেহ দেখে না,
প্রাণে গোপনে রহিল!
এ প্রেম কুসুম যদি হত
প্রাণ হতে ছিঁড়ে লইতাম,
তার, চরণে করিতাম দান!
বুঝি সে তুলে নিত না,
শুকাত অনাদরে,
তবু তার সংশয় হত অবসান! ১২ ।

ভৈরবী। রূপক।

সখা, আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি,
পরের মন নিয়ে কি হবে!
আপন মন যদি বুঝিতে নারি
পরের মন বুঝে কে কবে!
অবোধ মন লয়ে ফিরি ভবে
বাসনা কাঁদে প্রাণে হাহা রবে,
এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেল
কেন গো নিতে চাও মন তবে!
স্বপন সম সব জেনো মনে,
তোমার কেহ নাই ত্রিভুবনে ;
যে জন ফিরিতেছে নিজ আশে,
তুমি ফিরিছ কেন তার পাশে!
নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও,
হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও!

তোমারে মুখে তুলে চাহে না যে
থাক্ সে আপনার গরবে ! ১৩ ॥

মল্লার। রূপক।

আমি, জেনে শুনে বিষ করেছি পান।
প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ।
যতই দেখি তারে ততই দহি,
আপন মনোজ্বালা নীরবে সহি,
তবু পারিনে দূরে যেতে, মরিতে আসি,
লইগো বুক পেতে অনল বাণ !
যতই হাসি দিয়ে দহন করে
ততই বাড়ে তৃষা প্রেমের তরে,
প্রেম-অমৃত ধারা ততই যাচি,
যতই করে প্রাণে অশনি দান! ১৪ ॥

কাফি। কাওয়ালি।

ভালবেসে যদি সুখ নাহি
তবে কেন,

তবে কেন মিছে ভালবাসা !
মন দিয়ে মন পেতে চাহি,
ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ দুরাশা !
হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা,
নয়নে সাজায়ে মায়া-মরীচিকা,
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে।
ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ পিপাসা !
আপনি যে আছে আপনার কাছে
নিখিল জগতে কি অভাব আছে !
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ
কোকিল-কূজিত কুঞ্জ !
বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়,
এ কি ঘোর প্রেম অন্ধ রাহু প্রায়
জীবন যৌবন গ্রাসে !

তবে কেন,

তবে কেন মিছে এ কুয়াশা! ১৫ ॥

মিশ্র ঝিঁঝিট। খেম্‌টা।

সুখে আছি সুখে আছি, (সখা, আপন মনে !)

কিছু চেয়ো না, দূরে যেয়ো না,

শুধু চেয়ে দেখ, শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি !

সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম,

নীরবে দিবে প্রাণ।

রচিয়া ললিত মধুর বাণী

আড়ালে গাবে গান।

গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া

রেখে যাবে মালা গাছি ;

মন চেয়ো না, শুধু চেয়ে থাক,

শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি !

মধুর জীবন, মধুর রজনী,

মধুর মলয় বায় !

'এই মাধুরী ধারা বহিছে আপনি,
কেহ কিছু নাহি চায়।
আমি আপনার মাঝে আপনি হারা,
আপন সৌরভে সারা,
যেন আপনার মন আপনার প্রাণ
আপনারে সঁপিয়াছি ! ১৬ ॥

হাম্বীর। কাওয়ালি।

ওই কে গো হেসে চায় ! চায় প্রাণের পানে !
গোপন হৃদয় তলে
কি জানি কিসের ছলে
আলোক হানে।
এ প্রাণ নূতন করে'
কে যেন দেখালে মোরে,
বাজিল মরম-বীণা নূতন তানে !
এ পুলক কোথা ছিল,
প্রাণ ভরি বিকশিল,

তৃষা-ভরা তৃষা-হরা এ অমৃত কোথা ছিল!
কোন্ চাঁদ হেসে চাহে!
কোন্ পাখী গান গাহে!
কোন্ সমীরণ বহে লতা-বিতানে! ১৭ ॥

ঝিঁঝিট। কাওয়ালি।

ওকে বোঝা গেল না—
চলে আয়, চলে আয়।
(ও) কি কথা যে বলে সখি
কি চোখে যে চায়!
লাজ টুটে শেষে মরি লাজে,
মিছে কাজে,
ধরা দিবে না যে বল কে পারে তায়!
আপনি সে জানে তার মন কোথায়!
চলে আয় চলে আয়! ১৮ ॥

কালাংড়া। খেম্‌টা।

প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে
দেখ দেখ সখি চাহিয়া!
দুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া।
চাঁদিনী যামিনী মধু সমীরণ,
আধ ঘুম ঘোর, আধ জাগরণ,
চোখোচোখী হতে ঘটালে প্রমাদ,
কুহু স্বরে পিক গাহিয়া।
দেখ দেখ সখি চাহিয়া। ১৯॥

মিশ্র সিন্ধু। একতালা।

দিবস রজনী আমি যেন কার
আশায় আশায় থাকি!
(তাই) চমকিত মন চকিত শ্রবণ
তৃষিত আকুল আঁখি!

চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই,
সদা মনে হয় যদি দেখা পাই,
"কে আসিছে" বলে চমকিয়ে চাই
কাননে ডাকিলে পাখী।
জাগরণে তারে না দেখিতে পাই
থাকি স্বপনের আশে,
ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয়
বাঁধিব স্বপন পাশে।
এত ভালবাসি, এত যারে চাই
মনে হয় না ত সে যে কাছে নাই,
যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে
তাহারে আনিবে ডাকি!২০॥

মিশ্র সিন্ধু। একতালা।

আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল
শুধাইল না কেহ!

সে ত এল না, যারে সঁপিলাম
এই প্রাণ মন দেহ !
সে কি মোর তরে পথ চাহে,
সে কি বিরহ গীত গাহে,
যার বাঁশরী ধ্বনি শুনিয়ে
আমি ত্যজিলাম গেহ ! ২১ ॥

পিলু। আড়াখেম্‌টা।

ওগো, সখি, দেখি, দেখি, মন কোথা আছে !
কত কাতর হৃদয় ঘুরে ঘুরে হের কারে যাচে !
কি মধু কি সুধা কি সৌরভ
কি রূপ রেখেছ লুকায়ে !
কোন্ প্রভাতে, কোন্ রবির আলোকে
দিবে খুলিয়ে কাহার কাছে !
সে যদি না আসে এ জীবনে
এ কাননে পথ না পায় !

যারা এসেছে, তারা বসন্ত ফুরালে
নিরাশ প্রাণে ফেরে পাছে! ২২॥

সর্‌ফর্দ্দা। কাওয়ালি।

এ ত খেলা নয়! খেলা নয়!
এ যে হৃদয়-দহন-জ্বালা, সখি!
এ যে, প্রাণভরা ব্যাকুলতা,
গোপন মর্ম্মের ব্যথা,
এ যে কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালা'!
কে যেন সতত মোরে
ডাকিয়ে আকুল করে,
যাই যাই করে প্রাণ যেতে পারিনে!
যে কথা বলিতে চাহি
তা বুঝি বলিতে নাহি,
কোথায় নামায়ে রাখি সখি এ প্রেমের ডালা!
যতনে গাঁথিয়ে শেষে পরাতে পারিনে মালা! ২৩॥

মিশ্র ভৈরবী। একতালা।

ওই মধুর মুখ জাগে মনে!
ভুলিব না এ জীবনে।
কি স্বপনে কি জাগরণে!
তুমি জান বা না জান
মনে সদা যেন মধুর বাঁশরী বাজে,
হৃদয়ে সদা আছ বলে'।
আমি প্রকাশিতে পারিনে,
শুধু চাহি কাতর নয়নে। ২৪।

মিশ্র ভেঁরো। কাওয়ালি।

তারে কেমনে ধরিবে, সখি, যদি ধরা দিলে!
তারে কেমনে কাঁদাবে, যদি আপনি কাঁদিলে!
যদি মন পেতে চাও মন রাখ গোপনে!
কে তারে বাঁধিবে তুমি আপনায় বাঁধিলে?

কাছে আসিলে ত কেহ কাছে রহে না !
কথা কহিলে ত কেহ কথা কহে না !
হাতে পেলে ভূমিতলে ফেলে চলে যায় !
হাসিয়ে ফিরায় মুখ কাঁদিয়ে সাধিলে ! ২৫ ॥

মিশ্র কানাড়া। ঢিমা তেতালা।

সকল হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছি যারে,
সে কি ফিরাতে পারে সখি !
সংসার বাহিরে থাকি
জানিনে কি ঘটে সংসারে !
কে জানে, হেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়,
তারে পায় কি না পায়, (জানিনে')
ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো
অজানা হৃদয় দ্বারে !
তোমার সকলি ভালবাসি,
ওই রূপ রাশি !

ওই খেলা, ওই গান, ওই মধু হাসি !
ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারি,
কোথায় তোমার সীমা ভুবন মাঝারে ! ২৬ ॥

কেদারা। খেম্‌টা।

তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা !
কে জানিতে চায়, তুমি ভালবাস, কি ভালবাস না !
হাসে চন্দ্র, হাসে সন্ধ্যা, ফুল্ল কুঞ্জকানন,
হাসে হৃদয় বসন্তে বিকচ যৌবন।
তুমি কেন ফেল শ্বাস, তুমি কেন হাস না !
এসেছ কি ভেঙ্গে দিতে খেলা !
সখীতে সখীতে এই হৃদয়ের মেলা !
আপন দুঃখ আপন ছায়া লয়ে যাও !
জীবনের আনন্দ পথ ছেড়ে দাঁড়াও !
দূর হতে কর পূজা হৃদয়-কমল-আসনা ! ২৭ ॥

সিন্ধু। কাওয়ালি।

নিমেষের তরে সরমে বাধিল
মরমের কথা হোল না!
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরম-বেদনা!
চোখে চোখে সদা রাখিবারে সাধ,
পলক পড়িল, ঘটিল বিষাদ,
মেলিতে নয়ন মিলাল স্বপন,
এমনি প্রেমের ছলনা। ২৮॥

কাফি। কাওয়ালি।

সেই শান্তিভবন ভুবন কোথা গেল!
সেই রবি শশি তারা,
সেই শোকশান্ত সন্ধ্যা সমীরণ,
সেই শোভা, সেই ছায়া,
সেই স্বপন!

সেই আপন হৃদয়ে আপন বিরাম কোথা গেল,
গৃহহারা হৃদয় লবে কাহার শরণ !
এসেছি ফিরিয়ে, জেনেছি তোমারে,
এনেছি হৃদয় তব পায়—
শীতল স্নেহসুধা কর দান ;
দাও প্রেম দাও শান্তি,
দাও নূতন জীবন ! ২৯ ॥

আলাইয়া। আড়খেম্‌টা।

কাছে ছিলে দূরে গেলে, দূর হতে এস কাছে !
ভুবন ভ্রমিলে তুমি, সে এখনো বসে আছে !
ছিল না প্রেমের আলো,
চিনিতে পারনি ভাল,
এখন বিরহানলে প্রেমানল জ্বলিয়াছে ! ৩০ ॥

কুকভ। কাওয়ালি।

দেখো, সখা, ভুল করে ভালবেস না!
আমি ভালবাসি বলে কাছে এস না!
তুমি যাহে সুখী হও তাই কর সখা,
আমি সুখী হব বলে যেন হেস না!
আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভাল,
কি হবে চির আঁধারে নিমেষের আলো!
আশা ছেড়ে ভেসে যাই, যা হবার হবে তাই,
আমার অদৃষ্ট স্রোতে তুমি ভেসো না! ৩১ ॥

ললিতবসন্ত। কাওয়ালি।

ভুল করেছিনু ভুল ভেঙ্গেছে!
এবার জেগেছি, জেনেছি,
এবার আর ভুল নয় ভুল নয়!
ফিরেছি মায়ার পিছে পিছে,
জেনেছি স্বপন সব মিছে!

বিঁধেছে বাসনা কাঁটা প্রাণে
এ ত ফুল নয় ফুল নয়!
পাই যদি ভালবাসা হেলা করিব না,
খেলা করিব না লয়ে মন!
ওই প্রেমময় প্রাণে লইব আশ্রয় সখি,
অতল সাগর এ সংসার,
এ ত কূল নয় কূল নয়! ৩২ ॥

মিশ্র দেশ। খেম্‌টা।

অলি বার বার ফিরে যায়
অলি বার বার ফিরে আসে,
তবে ত ফুল বিকাশে!
কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না,
মরে লাজে মরে ত্রাসে!
ভুলি মান অপমান, দাও মন প্রাণ,
নিশি দিন রহ পাশে!

ওগো, আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও,
হৃদয় রতন আশে!
ফিরে এস, ফিরে এস,
বন মোদিত ফুলবাসে!
আজি বিরহ রজনী, ফুল্ল কুসুম
শিশির সলিলে ভাসে! ৩৩ ॥

ভূপালী। কাওয়ালি।

না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে।
ওগো কে আছে চাহিয়া শূন্য পথপানে,
কাহার জীবনে নাহি সুখ,
কাহার পরাণ জ্বলে।
পড়নি কাহার নয়নের ভাষা,
বোঝনি কাহার মরমের আশা,
দেখনি ফিরে,
কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দলে'! ৩৪ ॥

বেহাগ। আড়াঠেকা।

আমি কারেও বুঝিনে শুধু বুঝেছি তোমারে।
তোমাতে পেয়েছি আলো সংশয় আঁধারে।
ফিরিয়াছি এ ভুবন,
পাইনি ত কারো মন,
গিয়েছি তোমারি শুধু মনের মাঝারে।
এ সংসারে কে ফিরাবে, কে লইবে ডাকি,
আজিও বুঝিতে নারি, ভয়ে ভয়ে থাকি!
কেবল তোমারে জানি,
বুঝেছি তোমার বাণী,
তোমাতে পেয়েছি কূল অকূল পাথারে! ৩৫ ॥

বিভাস। আড়াঠেকা।

প্রভাত হইল নিশি কানন ঘুরে,
বিরহ-বিধুর হিয়া মরিল ঝুরে!

ম্লান শশি অস্তে গেল,
ম্লান হাসি মিলাইল,
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ কাতর স্বরে!
চল্ সখি চল্ তবে ঘরেতে ফিরে,
যাক্ ভেসে ম্লান আঁখি নয়ন নীরে!
যাক্ ফেটে শূন্য প্রাণ,
হোক্ আশা অবসান,
হৃদয় যাহারে ডাকে থাক্ সে দূরে! ৩৬।

মিশ্র বসন্ত। রূপক।

এস এস বসন্ত ধরাতলে!
আন কুহুতান, প্রেমগান,
আন গন্ধমদভরে অলস সমীরণ;
আন নবযৌবনহিল্লোল, নব প্রাণ,
প্রফুল্ল নবীন বাসনা ধরাতলে।

এস থরথর-কম্পিত, মর্ম্মর-মুখরিত,
নব-পল্লব-পুলকিত
ফুল-আকুল মালতী-বল্লি-বিতানে,
সুখছায়ে, মধুবায়ে,
এস, এস !
এস অরুণ-চরণ কমল-বরণ
তরুণ উষার কোলে !
এস জ্যোৎস্না-বিবশ-নিশীথে,
কল-কল্লোল তটিনী তীরে,
সুখসুপ্ত সরসী-নীরে,
এস, এস !
এস যৌবন-কাতর হৃদয়ে,
এস মিলন-সুখালস নয়নে,
এস মধুর সরম মাঝারে,
দাও বাহুতে বাহু বাঁধি,

নবীন কুসুমপাশে রচি দাও
নবীন মিলন বাঁধন। ৩৭ ॥

সাহানা। যৎ।

মধুর বসন্ত এসেছে
মধুর মিলন ঘটাতে।
মধুর মলয়-সমীরে
মধুর মিলন রটাতে।
কুহক লেখনী ছুটায়ে
কুসুম তুলিছে ফুটায়ে,
লিখিছে প্রণয় কাহিনী
বিবিধ বরণ ছটাতে।
হের পুরাণ প্রাচীন ধরণী
হয়েছে শ্যামল বরণী,
যেন যৌবন-প্রবাহ ছুটেছে
কালের শাসন টুটাতে,

পুরাণ বিরহ হানিছে,
নবীন মিলন আনিছে,
নবীন বসন্ত আইল
নবীন জীবন ফুটাতে ! ৩৮ ॥

মিশ্র মূলতান। কাওয়ালি।

আজি আঁখি জুড়াল হেরিয়ে,
মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগল মূরতি !
ফুলগন্ধে আকুল করে,
বাজে বাঁশরী উদাস স্বরে,
নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্রকরে ;—
তারি মাঝে, মনোমোহন মিলন মাধুরী যুগল মূরতি !
আন আন ফুলমালা,
দাও দোঁহে বাঁধিয়ে !
হৃদয়ে পশিবে ফুলপাশ,

অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন,
চির দিন হেরিবহে
মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগল মূরতি। ৩৯ ॥

ভৈরবী। আড়াঠেকা।

আর কেন, আর কেন !
দলিত কুসুমে বহে বসন্ত সমীরণ।
ফুরায়ে গিয়েছে বেলা,
এখন এ মিছে খেলা,
নিশান্তে মলিন দীপ কেন জ্বলে অকারণ !
অশ্রু যবে ফুরায়েছে তখন্ মুছাতে এলে !
অশ্রুভরা হাসিভরা নবীন নয়ন ফেলে !
এই লও, এই ধর,
এ মালা তোমরা পর,
এ খেলা তোমরা খেল সুখে থাক অনুক্ষণ!৪০॥

ভৈরবী। ঝাঁপতাল।

কেন এলি রে, ভালবাসিলি,
ভালবাসা পেলি নে!
কেন সংসারেতে উঁকি মেরে
চলে গেলিনে!
সংসার কঠিন বড় কারেও সে ডাকে না,
কারেও সে ধরে রাখে না।
যে থাকে সে থাকে, আর যে যায় সে যায়,
কারো তরে ফিরেও না চায়!
হায় হায় এ সংসারে যদি না পূরিল
আজন্মের প্রাণের বাসনা,
চলে যাও ম্লানমুখে ধীরে ধীরে ফিরে যাও,
থেকে যেতে কেহ বলিবে না।
তোমার ব্যথা তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে
আর ত কেহ অশ্রু ফেলিবে না! ৪১ ॥

মিশ্র বিভাস। একতালা।

এরা, সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,

শুধু সুখ চলে যায়!

এমনি মায়ার ছলনা।

এরা ভুলে যায় কারে ছেড়ে কারে চায়!

তাই কেঁদে কাটে নিশি, তাই দহে প্রাণ,

তাই মান অভিমান,

তাই এত হায় হায়!

প্রেমে সুখ দুখ ভুলে তবে সুখ পায়।

সখি চল, গেল নিশি, স্বপন ফুরাল,

মিছে আর কেন বল!

শশি ঘুমের কুহক নিয়ে গেল অস্তাচল।

প্রেমের কাহিনী গান,

হয়ে গেল অবসান।

এখন্ কেহ হাসে কেহ বসে ফেলে অশ্রুজল! ৪২ ॥

সিন্ধু ভৈরবী। আড়াঠেকা।

কখন্ বসন্ত গেল,
এবার হল না গান!
কখন্ বকুল-মূল
ছেয়েছিল ঝরা ফুল,
কখন্ যে ফুল-ফোটা
হয়ে গেল অবসান!
কখন্ বসন্ত গেল
এবার হল না গান!
এবার বসন্তে কিরে
যূঁথীগুলি জাগে নিরে!
অলিকুল গুঞ্জরিয়া
করে নি কি মধুপান!
এবার কি সমীরণ
জাগায় নি ফুলবন!

সাড়া দিয়ে গেল না ত,
চলে গেল ম্রিয়মাণ !
কখন্ বসন্ত গেল,
এবার হল না গান !
যতগুলি পাখী ছিল
গেয়ে বুঝি চলে গেল,
সমীরণে মিলে গেল
বনের বিলাপ তান !
ভেঙ্গেছে ফুলের মেলা,
চলে গেছে হাসি-খেলা,
এতক্ষণে সন্ধে-বেলা
জাগিয়া চাহিল প্রাণ !
কখন্ বসন্ত গেল
এবার হলনা গান !

বসন্তের শেষ রাতে
এসেছিরে শূন্য হাতে,
এবার গাঁথিনি মালা
কি তোমারে করি দান !
কাঁদিছে নীরব বাঁশি,
অধরে মিলায় হাসি,
তোমার নয়নে ভাসে
ছল ছল অভিমান !
এবার বসন্ত গেল,
হলনা, হলনা গান ! ৪৩ ॥

বেহাল—আড়াখেমটা।

ওগো শোন কে বাজায় !
বন্-ফুলের মালার গন্ধ
বাঁশির তানে মিশে যায় ।

অধর ছুঁয়ে বাঁশি খানি
চুরি করে হাসি খানি,
বঁধুর হাসি মধুর গানে
প্রাণের পানে ভেসে যায় !
ওগো শোন কে বাজায় !
কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি
বাঁশির মাঝে গুঞ্জরে,
বকুল গুলি আকুল হয়ে
বাঁশির গানে মুঞ্জরে !
যমুনারি কলতান
কানে আসে, কাঁদে প্রাণ,
আকাশে ঐ মধুর বিধু
কাহার পানে হেসে চায় !
ওগো শোন কে বাজায় ! ৪৪ ||

ভৈরবী। একতালা।

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন
আকুল নয়নরে !
কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে
কুসুম চয়ন রে !
কত শরদ যামিনী হইবে বিফল,
বসন্ত যাবে চলিয়া !
কত উদিবে তপন আশার স্বপন
প্রভাতে যাইবে ছলিয়া !
এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া,
মরিব কাঁদিয়া রে !
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব
সাধিয়া সাধিয়া রে !
আমি কার পথ চাহি এ জনম বাহি
কার দরশন যাচিরে !

যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া
তাই আমি বসে আছিরে !
তাই মালাটি গাথিয়া পরেছি মাথায়
নীলবাসে তনু ঢাকিয়া,
তাই বিজন-আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে
একেলা রয়েছি জাগিয়া !
ওগো তাই কত নিশি চাঁদ ওঠে হাসি,
তাই কেঁদে যায় প্রভাতে।
ওগো তাই ফুল-বনে মধু-সমীরণে
ফুটে ফুল কত শোভাতে !
ওই বাঁশি স্বর তার আসে বারবার
সেই শুধু কেন আসে না !
এই হৃদয়-আসন শূন্য পড়ে থাকে
কেঁদে মরে শুধু বাসনা !

মিছে পরশিয়া কায় বায়ু বহে যায়
বহে যমুনার লহরী,
কেন কুহু কুহু পিক কুহরিয়া ওঠে
যামিনী যে ওঠে শিহরি !
ওগো যদি নিশি-শেষে আসে হেসে হেসে,
মোর হাসি আর রবে কি !
এই জাগরণে ক্ষীণ বদন মলিন
আমারে হেরিয়া কবে কি !
আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা
প্রভাতে চরণে ঝরিব,
ওগো আছে সুশীতল যমুনার জল
দেখে তারে আমি মরিব। ৪৫ ॥

ঝিঁঝিট্। একতালা।

ওগো এত প্রেম আশা প্রাণের তিয়াষা
কেমনে আছে সে পাশরি !

তবে সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী,
সেথা কি বাজেনা বাঁশরী !
সখি হেথা সমীরণ লুঠে ফুলবন
সেথা কি পবন বহে না !
সে যে তার কথা মোরে কহে অনুক্ষণ
মোর কথা তারে কহে না !
যদি আমারে আজি সে ভুলিবে সজনি,
আমারে ভুলালে কেন সে !
ওগো এ চির জীবন করিব রোদন
এই ছিল তার মানসে !
যবে কুসুম শয়নে নয়নে নয়নে
কেটেছিল সুখ রাতিরে,
তবে কে জানিত তার বিরহ আমার
হবে জীবনের সাথীরে !

যদি মনে নাহি রাখে সুখে যদি থাকে
তোরা একবার দেখে আয়,
এই নয়নের তৃষা পরাণের আশা
চরণের তলে রেখে আয় !
আর নিয়ে যা' রাধার বিরহের ভার
কত আর ঢেকে রাখি বল্ !
আর পারিস্ যদি ত আনিস্ হরিয়ে
এক ফোঁটা তার আঁখি জল !
না না এত প্রেম সখি ভুলিতে যে পারে
তারে আর কেহ সেধ না
আমি কথা নাহি কব, দুখ লয়ে রব,
মনে মনে সব' বেদনা !
ওগো মিছে, মিছে সখি, মিছে এই প্রেম,
মিছে পরাণের বাসনা !

ওগো সুখ দিন হায় যবে চলে যায়
আর ফিরে আর আসেনা ! ৪৬ ॥

মিশ্র ভৈরবী। আড়াখেম্‌টা।

হেলাফেলা সারা বেলা
এ কি খেলা আপন সনে !
এই বাতাসে ফুলের বাসে
মুখখানি কার পড়ে মনে !
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি
কে জানে গো কাহার হাসি !
দুটি ফোঁটা নয়ন সলিল
রেখে যায় এই নয়ন-কোণে !
কোন্‌ ছায়াতে কোন্‌ উদাসী
দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন
কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে !

সারা দিন গাঁথি গান
কারে চাহে গাহে প্রাণ,
তরু তলের ছায়ার মতন
বসে আছি ফুল বনে ! ৪৭ ॥

যোগিয়া বিভাস—একতালা।

আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
কি জানি পরাণ কি যে চায় !
ওই শেফালির শাখে কি বলিয়া ডাকে
বিহগ বিহগী কি যে গায় !
আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে
রহে না আবাসে মন হায় !
কোন্ কুসুমের আশে, কোন্ ফুলবাসে
সুনীল আকাশে মন ধায় !
আজি কে যেন গো নাই এ প্রভাতে তাই
জীবন বিফল হয় গো !

তাই চারিদিকে চায় মন কেঁদে গায়
"এ নহে, এ নহে, নয় গো!"
কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে,
কোন্ ছায়াময়ী অমরায়!
আজি কোন্ উপবনে বিরহ বেদনে
আমারি কারণে কেঁদে যায়!
আমি যদি গাঁথি গান অথির পরাণ
সে গান শুনাব কারে আর!
আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুল ডালা
কাহারে পরাব ফুল হার!
আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান
দিব প্রাণ তবে কার পায়!
সদা ভয় হয় মনে পাছে অযতনে
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়! ৪৮

মিশ্র বারোয়াঁ। আড়াখেমটা।

তুমি কোন্ কাননের ফুল,
তুমি কোন্ গগনের তারা!
তোমায় কোথায় দেখেছি
যেন কোন্ স্বপনের পারা!
কবে তুমি গেয়েছিলে,
আঁখির পানে চেয়েছিলে
ভুলে গিয়েছি!
শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে,
ঐ নয়নের তারা!
তুমি কথা কোয়ো না,
তুমি, চেয়ে চলে যাও!
এই চাঁদের আলোতে
তুমি হেসে গলে যাও!

আমি ঘুমের ঘোরে চাঁদের পানে
চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে,
তোমার আঁখির মতন দুটি তারা
ঢালুক্ কিরণ-ধারা! ৪৯ ॥

কানাড়া। যৎ।

বিদায় করেছ যারে
নয়ন জলে,
এখন ফিরাবে তারে
কিসের ছলে!
আজি মধু-সমীরণে
নিশীথে কুসুম-বনে,
তাহারে পড়েছে মনে
বকুল তলে!
এখন্ ফিরাবে তারে
কিসের ছলে!

সেদিনো ত মধুনিশি
প্রাণে গিয়েছিল মিশি,
মুকুলিত দশদিশি
কুসুম-দলে ;
দুটি সোহাগের বাণী
যদি হত কানাকানী,
যদি ওই মালাখানি
পরাতে গলে !
এখন ফিরাবে আর
কিসের ছলে !
মধুরাতি পূর্ণিমার
ফিরে আসে বারবার,
সে জন ফেরে না আর
যে গেছে চ'লে !

ছিল তিথি অনুকূল,
শুধু নিমেষের ভুল,
চিরদিন তৃষাকুল
পরাণ জ্বলে!
এখন্ ফিরাবে তারে
কিসের ছলে! ৫০॥

ইমন কল্যাণ। একতালা।

কো তুঁহু বোলবি মোয়!
হৃদয় মাহ মঝু জাগসি অনুখন,
আঁখ উপর তুঁহু রচলহি আসন,
অরুণ-নয়ন তব মরম-সঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

হৃদয় কমল, তব চরণে টলমল,
নয়ন যুগল মম উছলে ছলছল,
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢলঢল
চাহে মিলাইতে তোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!
বাঁশরি-ধ্বনি তুহ অমিয়-গরলরে,
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরলরে,
আকুল-কাকলি ভুবন ভরলরে,
উতল প্রাণ উতরোয়।
কো তুঁহু বোলয়ি মোয়!
হেরি হাসি তব মধুঋতু ধাওল,
শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল,
বিকল ভ্রমর সম ত্রিভুবন আওল,
চরণ-কমল যুগ ছোঁয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

গোপবধূজন বিকশিত যৌবন,
পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন,
নীল নীর পর ধীর সমীরণ,
পলকে প্রাণমন খোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

তৃষিত আঁখি, তব মুখপর বিহরই,
মধুর পরশ তব, রাধা শিহরই,
প্রেম-রতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই
পদতলে অপনা খোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

কো তুঁহু কো তুঁহু সব জন পুছয়ি,
অনুদিন সঘন নয়ন জল মুছয়ি,
যাচে ভানু, সব সংশয় ঘুচয়ি
জনম চরণপর গোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়! ৫১ ॥

মিশ্রখাম্বাজ--একতালা।

ওই জানালার কাছে বসে আছে
করতলে রাখি মাথা।
তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে
সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা।
শুধু ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে যায়
তার কানে কানে কি যে কহে যায়
তাই আধ শুয়ে আধ বসিয়ে
ভাবিতেছে কত কথা।
চোখের উপরে মেঘ ভেসে যায়
উড়ে উড়ে যায় পাখী,
সারাদিন ধরে বকুলের ফুল
ঝরে পড়ে থাকি থাকি;
মধুর আলস মধুর আবেশ
মধুর মুখের হাসিটি

মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
বাজিছে মধুর বাঁশিটি। ৫২ ॥

বেহাগড়া—কাওয়ালি।

ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এসহে।
মধুর হাসিয়ে ভাল বেসহে।
হৃদয় কাননে ফুল ফুটাও
আধ নয়নে সখি চাও চাও,
পরাণ কাঁদিয়ে দিয়ে হাসিখানি হেসহে। ৫৩॥

মল্লার—কাওয়ালি।

ঝিম্ ঝিম্ ঘন ঘনরে বরিষে!
গগনে ঘন ঘটা, শিহরে তরু লতা
ময়ুর ময়ূরী নাচিছে হরষে।
দিশি দিশি সচকিত, দামিনী চমকিত
চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে। ৫৪ ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—খেমটা।

দেখ ঐ কে এসেছে, চাও সখি চাও।
আকুল পরাণ ওর, আঁখি হিল্লোলে নাচাও সখি।
তৃষিত নয়ানে চাহে মুখপানে
হাসি সুধাদানে বাঁচাও সখি। ৫৫ ॥

পিলু—খেমটা।

ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে
ওলো সজনি!
হাসি খেলিবে মনের সুখে
ও কেন সাথে ফেরে আঁধার মুখে
দিন রজনী। ৫৬ ॥

কালাংড়া—খেমটা।

ভালবাসিলে যদি সে ভাল না বাসে
কেন সে দেখা দিল।

মধু অধরের মধুর হাসি

প্রাণে কেন বরষিল !

দাঁড়িয়ে ছিলেম পথের ধারে

সহসা দেখিলেম তারে

নয়ন দুটী তুলে কেন

মুখের পানে চেয়ে গেল। ৫৭ ॥

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

বনে এমন ফুল ফুটেছে !

মান করে থাকা আজ কি সাজে।

মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে—

চল চল কুঞ্জ মাঝে।

আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু

মুহুর্মুহু

কাননে ঐ বাঁশি বাজে।

মান করে থাকা আজ কি সাজে।

আজ মধুরে মিশাবি মধু
পরাণ বঁধু
চাঁদের আলোয় ঐ বিরাজে।
মান করে থাকা আজ কি সাজে। ৫৮ ॥

ভৈরবী—আড়খেমটা।

কেনবে চাস্ ফিরে ফিরে চলে আয় রে চলে আয়,
এবা প্রাণেব কথা, বোঝে না যে—
হৃদয় কুসুম দলে যায়।
হেসে হেসে গেয়ে গান দিতে এসেছিলি প্রাণ
নযনের জল সাথে নিয়ে চলে আয়রে চলে আয় ॥৫৯

বেহাগড়া—কাওয়ালি।

মনে রয়ে গেল মনের কথা
শুধু চোখের জল প্রাণের ব্যথা।
মনে করি দুটী কথা বলে যাই
কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই

সে যদি চাহে, মরি যে তাহে
কেন মুদে আসে আঁখির পাতা।
ম্লান মুখে সখি সে যে চলে যায়,
ও তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয়
বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল
ধূলায় লুটাইল হৃদয় লতা। ৬০ ॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে।
চারিদিকে হাসি রাশি
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে।
আন সখি বীণা আন, প্রাণ খুলে কর গান
নাচ সবে মিলে ঘিরি ঘিরি ঘিরিয়ে,
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে ?

বীণা তবে রেখে দে, গান আর গাস্‌নে
কেমনে যাবে বেদনা ?
কাননে কাটাই রাতি, তুলি ফুল মালা গাঁথি
জোছনা কেমন ফুটেছে
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে। ৬১ ॥

মূলতান—আড়খেমটা।

বুঝি বেলা বয়ে যায়,
কাননে আয় তোরা আয়।
আলোতে ফুল উঠল ফুটে
ছায়ায় ঝরে পড়ে যায়।
সাধ ছিলরে পরিয়ে দেব
মনের মতন মালা গেঁথে,
কই সে হল মালা গাঁথা
কই সে এল হায় !

যমুনার ঢেউ যাচ্ছে ব'য়ে
বেলা বহে যায়॥ ৬২॥

মিশ্র কালাংড়া—খেমটা।

এত ফুল কে ফুটালে (কাননে)
লতা পাতায় এত হাসিতরঙ্গ মরি কে উঠালে।
সজনীর বিয়ে হবে, ফুলেরা শুনেছে সবে
সে কথা কে রটালে॥ ৬৩।

মিশ্র জয়জয়ন্তী— খেমটা।

আমাদের সখিরে কে নিয়ে যাবেরে!
তারে কেড়ে নেব ছেড়ে দেবনা।
কে জানে কোথা হতে কে এসেছে
কেন সে মোদের সখী নিতে আসে দেব না।
সখীরা পথে গিয়ে দাঁড়াব,
হাতে তার ফুলের বাঁধন জড়াব,

বেঁধে তায় রেখে দিব কুসুম বনে
সখিরে নিয়ে যেতে দেবনা ॥ ৬৪ ॥

মিশ্রবেহাগ—খেমটা।

সখি সে গেল কোথায়, তারে ডেকে নিয়ে আয়।
দাঁড়াব ঘিরে তারে তরুতলায়।
আজি এ মধুর সাঁঝে, কাননে ফুলের মাঝে
হেসে হেসে বেড়াবে সে দেখিব তায়।
আকাশে তারা ফুটেছে, দখিনে বাতাস ছুটেছে
পাখিটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে।
আয়লো আনন্দময়ি মধুর বসন্ত লয়ে
লাবণ্য ফুটাবিলো তরুলতায় ॥ ৬৫ ॥

মূলতান—কাওয়ালী।

কোথা ছিলি সজনিলো,
মোরা যে তোরি তরে বসে আছি কাননে
এস সখি এস হেথা বসি বিজনে

আঁখি ভরিয়ে হেরি হাসি মুখানি।
আজি সাজাব সখীরে সাধ মিটায়ে
ঢাকিব তনুখানি কুসুমেরি ভূষণে
গগণে হাসিবে বিধু গাহিব মৃদু মৃদু
কাটাব প্রমোদে চাঁদিনী যামিনী ॥ ৬৬ ॥

বেহাগ—তাল ফেরতা।

মধুর মিলন।
হাসিতে মিলেছে হাসি নয়নে নয়ন।
মরমর মৃদুবাণী মর-মর মরমে
কপোলে মিলায় হাসি সুমধুর সরমে ;
নয়নে স্বপন।
তারাগুলি চেয়ে আছে, কুসুম গাছে গাছে,
বাতাস চুপি চুপি ফিরিছে কাছে কাছে ;
মালাগুলি গেঁথে নিয়ে আড়ালে লুকাইয়ে

সখীরা নেহারিব দোঁহার আনন
হেসে আকুল হল বকুল কানন
(আমরি মরি) ॥ ৬৭ ॥

কালাংড়া—আড়াখেমটা।

দেখে যা দেখে যা দেখে যালো তোরা
সাধের কাননে মোর
(আমার) সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া
মলয় বহিছে সুরভি লুটিয়ারে—
(হেথা) জ্যোছনা ফুটে তটিনী ছুটে
প্রমোদে কানন ভোর।
আয় আয় সখি আয়লো হেথা
দুজনে কহিব মনের কথা
তুলিব কুসুম দুজনে মিলি রে,
(সুখে) গাঁথিব মালা গণিব তারা
করিব রজনী ভোর।

এ কাননে বসি গাহিব গান
সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ,
খেলিব দুজনে মনের খেলা রে
(প্রাণে) রহিবে মিশি দিবস নিশি
আধো আধো ঘুম ঘোর ॥ ৬৮ ॥

ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

মা একবার দাঁড়াগো হেরি চন্দ্রানন।
আঁধার করে কোথায় যাবি শূন্য ভবন!
মধুর মুখ হাসি হাসি, অমিয় রাশি রাশি মা
ও হাসি কোথায় নিয়ে যাসরে,
আমরা কি দেখে জুড়াব জীবন॥ ৬৯ ॥

ভৈরবী।

শুনলো শুনলো বালিকা,
রাখ কুসুম মালিকা,
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহিরে।

ঢুলই কুসুম মুঞ্জরী,
ভমর ফিরই গুঞ্জরি,
অলস যমুন বহয়ি যায় ললিত গীত গাহিবে।
শশি-সনাথ যামিনী,
বিরহ-বিধুর কামিনী,
কুসুমহার ভইল ভার হৃদয় তার দাহিছে,
অধর উঠই কাঁপিয়া,
সখি-করে কর আপিয়া,
কুঞ্জভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে।
মৃদু সমীর সঞ্চলে
হরয়ি শিথিল অঞ্চলে,
বালি হৃদয় চঞ্চলে কানন-পথ চাহিরে ;
কুঞ্জপানে হেরিয়া,
অশ্রুবারি ডারিয়া
ভানু গায় শূন্যকুঞ্জ শ্যামচন্দ্র নাহিরে ! ৭৭ ॥

মাজ। কাওয়ালি।

সজনি সজনি রাধিকালো
দেখ অবহুঁ চাহিয়া,
মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া।
পিনহ ঝটিত কুসুম হার,
পিনহ নীল আঙিয়া।
সুন্দরি সিন্দুর দেকে
সীঁথি করহ রাঙিয়া।
সহচরি সব নাচ নাচ
মধুর গীত গাওরে,
চঞ্চল মঞ্জীর রাব
কুঞ্জ গগন ছাওরে।
সজনি অব উজার মঁদির
কনক দীপ জ্বালিয়া,

সুরভি করহ কুঞ্জ ভবন
গন্ধ সলিল ঢালিয়া।
মল্লিকা চমেলি বেলি
কুসুম তুলহ বালিকা,
গাথ যূথি, গাঁথ জাতি,
গাঁথ বকুল মালিকা।
তৃষিত-নয়ন ভানুসিংহ
কুঞ্জ-পথম চাহিয়া
মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে,
মৃদুল গান গাহিয়া ॥ ৭১ ॥

ঝিঁঝিট। কাওয়ালি।

গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি ত্রাস লোক লাজে
সজনি, আও আও লো।

পিনহ চারু নীল বাস,
হৃদয়ে প্রণয় কুসুম রাশ,
হরিণ নেত্রে বিমল হাস,
কুঞ্জ বনমে আও লো ॥
ঢালে কুসুম সুরভ-ভার,
ঢালে বিহগ সুরব-সার,
ঢালে ইন্দু অমৃতধার
বিমল রজত ভাতিরে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যূথি জাতিরে ॥
দেখলো সখি শ্যামরায়,
নয়নে প্রেম উথল যায়,

মধুর বদন অমৃত সদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে,
আও আও সজনি-বৃন্দ,
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদারবিন্দ—
ভানুসিংহ বন্দিছে ॥ ৭২ ॥

মূলতান।

বজাও রে মোহন বাঁশী!
সারা দিবসক বিরহ দহন-দুখ,
মরমক তিয়াষ নাশি।
রিঝ-মন-ভেদন বাঁশরি-বাদন
কঁহা শিখলিরে কান?
হানে থির থির, মরম অবশকর
লহু লহু মধুময় বাণ।

ধস ধস করতহু উরহু বিয়াকুলু
ঢুলু ঢুলু অবশ-নয়ান।
কত কত বরষক-বাত সোঁয়ারয়
অধীর করয় পরাণ।
কত শত আশা পূরল না বঁধু
কত সুখ করল পয়ান।
পহুগো কত শত পিরীত-যাতন
হিয়ে বিঁধাওল বাণ।
হৃদয় উদাসয়, নয়ন উছাসয়
দারুণ মধুময় গান।
সাধ যায় বঁধু, যমুনা বারিম
ডারিব দগধ-পরাণ।
সাধ যায় পহু, রাখি চরণ তব
হৃদয় মাঝ হৃদয়েশ,

হৃদয়-জুড়াওন বদন-চন্দ্র তব
হেরব জীবন শেষ।
সাধ যায় ইহ চন্দ্রম-কিরণে,
কুসুমিত কুঞ্জ বিতানে,
বসন্ত বায়ে প্রাণ মিশায়ব,
বাঁশিক সুমধুর গানে।
প্রাণ ভৈবে মঝু বেণু-গীতময়,
রাধাময় তব বেণু।
জয় জয় মাধব, জয় জয় রাধা,
চরণে প্রণমে ভানু। ৭৩॥

মিশ্র বেহাগ।

আজু সখি মুহু মুহু,
গাহে পিক কুহু কুহু,
কুঞ্জ বনে দুঁহু দুঁহু
দোঁহার পানে চায়।

যুবন-মদ-বিলসিত,
পুলকে হিয়া উলসিত,
অবশ তনু অলসিত
মুরছি জনু যায় !

আজু মধু চাঁদনী
প্রাণ-উনমাদনী,
শিথিল সব বাঁধনি,
শিথিল ভয়ি লাজ
বচন মৃদু মরমর,
কাঁপে রিঝ থরথর
শিহরে তনু জরজর
কুসুম-বন মাঝ !

মলয় মৃদু কলয়িছে,
চরণ নাহি চলয়িছে,

বচন মুহু খলয়িছে,
অঞ্চল লুটায় !
আধ-ফুট শতদল,
বায়ুভরে টলমল,
আঁখি জনু ঢলঢল
চাহিতে নাহি চায় !

অলকে ফুল কাঁপয়ি
কপোলে পড়ে ঝাঁপয়ি,.
মধু অনলে তাপয়ি
খসয়ি পড়ু পায় !
ঝরই শিরে ফুলদল,
যমুনা বহে কলকল,
হাসে শশি ঢলঢল
ভানু মরি যায় ! ৭৪ ॥

মিশ্র কালাংড়া।

আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাস টুকুর মত!
সে যে ছুঁয়ে গেল নুয়ে গেল রে
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত!

সে চলে গেল, বলে গেল না,
সে কোথায় গেল ফিরে এল না,
সে যেতে যেতে চেয়ে গেল,
কি যেন গেয়ে গেল,
তাই আপন মনে বসে আছি
কুসুম বনেতে!

সে ঢেউয়ের মত ভেসে গেছে,
চাঁদের আলোর দেশে গেছে,
যেখেন দিয়ে হেসে গেছে

হাসি তার রেখে গেছে রে,
মনে হল আঁখির কোণে
আমায় যেন ডেকে গেছে সে!
আমি কোথায় যাব কোথায় যাব,
ভাব্‌তেছি তাই এক্‌লা ব'সে!

সে চাঁদের চোখে বুলিয়ে গেল
ঘুমের ঘোর!
সে প্রাণের কোথা দুলিয়ে গেল
ফুলের ডোর।
সে কুসুম বনের উপর দিয়ে
কি কথা যে বলে গেল,
ফুলের গন্ধ পাগল হয়ে
সঙ্গে তারি চলে গেল!

হৃদয় আমার আকুল হল,
নয়ন আমার মুদে এল,
কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে ! ৭৫ ॥

ভৈরবী একতালা ।

ফুলটি ঝরেগেছেরে !
বুঝি সে উষার আলো উষার দেশে চলে গেছে !
শুধু সে পাখীটি,
মুদিয়া আঁখিটি
সারাদিন একলা ব'সে গান গাহিতেছে ।
প্রতিদিন দেখ্‌ত যারে আর ত তারে দেখ্‌তে না
পায়,
তবু সে নিত্যি আসে গাছের শাখে,
সেই খেনেতেই ব'সে থাকে,
সারা দিন সেই গানটি গায়,
সন্ধে হলে কোথায় চলে যায় ! ৭৬ ॥

ভৈরবী। একতালা।

মরণরে,

তুহুঁ মম শ্যাম সমান!

মেঘ বরণ তুঝ মেঘ জটাজুট,

রক্ত কমল কর রক্ত অধর-পুট,

তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব,

মৃত্যু অমৃত করে দান!

তুহুঁ মম শ্যাম সমান।

মরণরে,

শ্যাম তোঁহারই নাম,

চির বিসরল যব্ নিরদয় মাধব

তুঁহুঁ ন ভইবি মোয় বাম!

আকুল রাধা রিঝ অতি জর জর,

ঝরই নয়ন দউ অনুখন ঝর ঝর,

তুঁহুঁ মম মাধব, তুহুঁ মম দোসর

ভৈরবী। একতালা।

হেদেগো নন্দরাণী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও।
আমরা রাখাল বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও॥
হের গো, প্রভাত হল সূর্য্যি ওঠে
ফুল ফুটেছে বনে,
আমরা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাব
আজ করেছি মনে।
ও গো পীতধড়া পরিয়ে তারে
কোলে নিয়ে আয়,
তার হাতে দিয়ো মোহনবেণু
নূপুর দিয়ো পায়।
রোদের বেলায় গাছের তলায়
নাচ্‌ব মোরা সবাই মিলে

বাজ্‌বে নূপুর রুণুঝুনু
বাজ্‌বে বাঁশি মধুর বোলে।
বনফুলের গাঁথ্‌ব মালা
পরিয়ে দেব শ্যামের গলে ॥ ৭৮ ॥

মূলতান। আড়খেমটা।

বুঝি বেলা বহে যায়।
কাননে আয় তোরা আয়।
আলোতে ফুল উঠ্‌ল ফুটে
ছায়ায় ঝরে পড়ে যায়।
সাধ ছিলরে পরিয়ে দেব
মনের মতন মালা গেঁথে,
কই সে হল মালা গাঁথা,
কই সে এল হায়!
যমুনার ঢেউ যাচ্চে বয়ে
বেলা চলে যায় ॥ ৭৯ ॥

গৌড় সারং। একতালা।

আয়রে আয়রে সাঁঝের বা,
লতাটিরে দুলিয়ে যা।
ফুলের গন্ধ দেব তোরে
আঁচলটি তোর ভোরে ভোরে।
আয়রে আয়রে মধুকর,
ডানা দিয়ে বাতাস কর,
ভোরের বেলা গুন্‌গুনিয়ে
ফুলের মধু যাবি নিয়ে।
আয়রে চাঁদের আলো আয়,
হাত বুলিয়ে দেরে গায়,
পাতার কোলে মাথা থুয়ে
ঘুমিয়ে পড়বি শুয়ে শুয়ে।
পাখীরে, তুই কোস্‌নে কথা
ঐ যে ঘুমিয়ে প'ল লতা। ৮০ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ। আড়খেমটা।

বনে এমন ফুল ফুটেছে
মান করে থাকা আজ কি সাজে !
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চল চল কুঞ্জমাঝে !
আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু
মুহুর্মুহু,
কাননে ঐ বাঁশি বাজে।
আজ মধুরে মিশাবি মধু,
পরাণ বঁধু .
চাঁদের আলোয় ঐ বিরাজে॥ ৮১॥

মিশ্র পূরবী। একতালা।

মরিলো মরি,
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে !

ভেবেছিলাম ঘরে রব কোথাও যাব না,
ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশি বল কি করি!
শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনাতীরে
সাঁজের বেলায় বাজে বাঁশি ধীর সমীরে
ওগো তোরা জানিস যদি পথ বলে দে!
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!
দেখিগে তার মুখের হাসি,
তারে ফুলেরমালা পরিয়ে আসি,
তারে বলে আসি তোমার বাঁশি
আমার প্রাণে বেজেছে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে! ৮২ ॥

বিভাস। কাওয়ালি।

ঝর ঝর রক্ত ঝরে কাটামুণ্ডু বেয়ে।
ধরণী রাঙা হল রক্তে নেয়ে!

ডাকিনী নৃত্য করে প্রসাদ-রক্ত তরে,

তৃষিত ভক্ত তোমার আছে চেয়ে! ৮৩॥

দেশ। কাওয়ালি।

আমি একলা চলেছি এ ভবে,

আমায় পথের সন্ধান কে কবে?

ভয় নেই, ভয় নেই,

যাও আপন মনেই,

যেমন, একলা মধুপ ধেয়ে যায়

কেবল ফুলের সৌরভে! ৮৪॥

ভৈরোঁ। একতালা।

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে।

আমরা নৃত্য করি সঙ্গে।

দশদিক্ আঁধার করে মাতিল দিক্‌বসনা,

জ্বলে বহ্নিশিখা রাঙা রসনা,

দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে!

কালো কেশ উড়িল আকাশে,
রবি সোম লুকাল তরাসে !
রাঙা রক্ত ধারা ঝরে কালো অঙ্গে,
ত্রিভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে ! ৮৫ ॥

কীর্ত্তনের স্থর।

আমারে, কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে!
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে
সঙ্গে তোদের নিয়ে যা'রে।
তোরা কোন্ রূপের হাটে, চলেছিস্ ভবের বাটে,
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে,
তোদের ঐ হাসিখুসী দিবানিশি
দেখে মন কেমন করে !
আমার এই বাঁধা টুটে নিয়ে যা' লুটেপুটে,
পড়ে থাক্ মনের বোঝা ঘরের দ্বারে !

যেমন ঐ এক নিমেষে বন্যা এসে
ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে !
এত যে আনাগোনা, কে আছে জানাশোনা
কে আছে নাম ধ'রে মোর ডাক্‌তে পারে !
যদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে
চিন্‌তে পারি দেখে তারে ! ৮৬ ॥

ভৈরবী। একতালা।

থাক্‌তে আর ত পারলি নে মা, পার্‌লি কৈ ?
কোলের সন্তানেরে ছাড়্‌লি কৈ ?
দোষী আছি অনেক দোষে,
ছিলি বসে ক্ষণিক রোষে,
মুখ ত ফিরালি শেষে, অভয়চরণ কাড়্‌লি কৈ ?
৮৭ ॥

খাম্বাজ। ঝাঁপতাল।

ঐ আঁখিরে!

ফিরে ফিরে চেয়োনা চেয়োনা, ফিরে যাও,

কি আর রেখেছ বাকি রে!

মরমে কেটেছ সিঁধ, নয়নের কেড়েছ নীদ্,

কি সুখে পরাণ আর রাখিরে! ৮৮ ॥

মিশ্র মোল্লার। একতালা।

যদি আসে তবে কেন যেতে চায়?

দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায়?

চেয়ে থাকে ফুল হৃদয় আকুল,

বায়ু বলে এসে ভেসে যাই,

ধরে রাখ, ধরে রাখ,

সুখ পাখী ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায়॥

পথিকের বেশে সুখ নিশি এসে

বলে হেসে হেসে, মিশে যাই!

জেগে থাক, জেগে থাক,

বরষের সাধ নিমেষে মিলায়! ৮৯॥

পিলু বারোঁয়া। আড়খেমটা।

এরা, পরকে আপন করে, আপনারে পর,

বাহিরে বাঁশির রবে ছেড়ে যায় ঘর।

ভালবাসে সুখে দুখে

ব্যথা সহে হাসিমুখে,

মরণেরে করে চির-জীবন-নির্ভর! ৯০॥

ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ। একতালা।

বাজিবে, সখি, বাঁশি বাজিবে।

হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।

বচন রাশি রাশি, কোথা যে যাবে ভাসি,

অধরে লাজ হাসি সাজিবে!

নয়নে আঁখিজল করিবে ছল ছল,

সুখ বেদনা মনে বাজিবে।

মরমে মূরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণ-যুগ-রাজীবে ! ৯১ ॥

মিশ্র সিন্ধু । একতালা ।

ঐ বুঝি বাঁশি বাজে !
বনমাঝে, কি মনমাঝে ?
বসন্ত বায় বহিছে কোথায়
কোথায় ফুটেছে ফুল !
বল গো সজনি, এ সুখ রজনী
কোন্‌খানে উদিয়াছে ?
বনমাঝে কি মনমাঝে ?
যাব কি যাবনা মিছে এ ভাবনা
মিছে মরি লোকলাজে !
কে জানে কোথা সে বিরহ হুতাশে
ফিরে অভিসার-সাজে,
বনমাঝে কি মনমাঝে ? ৯২ ॥

মিশ্র। একতালা।

এবার যমের দুয়োর খোলা পেয়ে
ছুটেছে সব ছেলে মেয়ে !
হরিবোল্ হরিবোল্।
রাজ্য জুড়ে মস্ত খেলা,
মরণ-বাঁচন অবহেলা,
ও ভাই, সবাই মিলে প্রাণটা দিলে
সুখ আছে কি মরার চেয়ে !
হরিবোল্ হরিবোল্ !
বেজেছে ঢোল বেজেছে ঢাক্,
ঘরে ঘরে পড়েছে ডাক,
এখন কাজ কর্ম্ম চুলোতে যাক্
কেজো লোক সব আয়রে ধেয়ে !
হরিবোল্ হরিবোল্ !

রাজা প্রজা হবে জড়,
থাক্‌বে না আর ছোট বড়,"
একই স্রোতের মুখে ভাস্‌বে সুখে
বৈতরণীর নদী বেয়ে !
হরিবোল হরিবোল্ ! ৯৩ ॥

গৌরী। কাওয়ালি।

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিয়ো !
আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো !
আমি সারানিশি তোমা লাগিয়া
রব' বিরহ শয়নে জাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ো।

তুমি চিরদিন মধুপবনে
চির বিকশিত বন-ভবনে
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া
তুমি নিজ সুখ-স্রোতে ভাসিয়ো !
যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়া
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া,
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কি,
মোর স্মৃতি মন হতে নাশিয়ো ! ৯৪ ॥

বিভাস। একতালা।

বঁধু, তোমায় করব রাজা তরুতলে
বনফুলের বিনোদ-মালা দেব গলে !
সিংহাসনে বসাইতে
হৃদয়খানি দেব পেতে,
অভিষেক করব তোমায় আঁখিজলে। ৯৫ ॥

সিন্ধু। খেমটা।

আজ আস্‌বে শ্যাম গোকুলে ফিরে।
আবার বাজ্‌বে বাঁশি যমুনাতীরে।
আমরা কি করব? কি বেশ ধরব?
কি মালা পরব?
বাঁচব কি মরব সুখে?
কি তারে বল্‌ব?
কথা কি রবে মুখে?
শুধু তার মুখপানে চেয়ে চেয়ে দাঁড়ায়ে
ভাস্‌ব নয়ন নীরে! ৯৬॥

বেলাবলী। ঢিমা তেতালা।

মনে যে আশা লয়ে এসেছি
হল না হল না হে,
ওই মুখপানে চেয়ে ফিরিনু লুকাতে আঁখিজল
বেদনা রহিল মনে মনে।

তুমি কেন হেসে চাও, হেসে যাও হে
আমি কেন কেঁদে ফিরি,
কেন আনি কম্পিত হৃদয়খানি ;
কেন যাও দূরে না দেখে ! ৯৭ ॥

ভৈরবী। কাওয়ালি।

কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় (জলে)।
কেন মন কেন এমন করে।
যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে,
মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে।
চারিদিকে সব মধুর নীরব
কেন আমারি পরাণ কেঁদে মরে,
কেন মন কেন এমন কেন রে।.
যেন কাহার বচন দিয়েছে বেদন,
যেন কে ফিরে গিয়েছে অনাদরে,
বাজে তারি অযতন প্রাণের পরে।

যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে
মনে পড়ে না গো তবু মনে পড়ে॥ ৯৮॥

মিশ্র ইমন। কাওয়ালি।

এখনো তারে চোখে দেখিনি,
শুধু বাঁশি শুনেছি,
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেচি।
শুনেছি মূরতি কালো,
তারে না দেখাই ভালো,
সখি বল, আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি!
শুধু স্বপনে এসেছিল সে,
নয়ন কোণে হেসেছিল সে,
সে অবধি, সই, ভয়ে ভয়ে রই,
আঁখি মেলিতে ভেবে সারা হই।
কানন পথে যে খুসি সে যায়,
কদমতলে যে খুসি সে চায়,

সখি বল, আমি আঁখি তুলে কারো পানে চাব
কি! ৯৮ ॥

মিশ্র। কাওয়ালি।

ওগো তোরা কে যাবি পারে।
আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদীকিনারে।
ওপারেতে উপবনে কত খেলা কতজনে,
এপারেতে ধূধূ মরু বারি বিনা রে।
এইবেলা বেলা আছে আয় কে যাবি!
মিছে কেন কাটে কাল কত কি ভাবি!
সূর্য্য পাটে যাবে নেমে, সুবাতাস যাবে থেমে,
খেয়া বন্ধ হয়ে যাবে সন্ধ্যা আঁধারে॥ ৯৯ ॥

সিন্ধু। একতালা।

তবে শেষ করে দাও শেষ গান
তার পরে যাই চলে।

তুমি ভুলে যেয়ো এ রজনী
আজ রজনী ভোর হলে !
বাহু ডোরে বাঁধি কারে, স্বপ্ন কভু বাঁধা পড়ে ?
বক্ষে শুধু বাজে ব্যথা, আঁখি ভাসে জলে ! ১০০॥

ইমন কল্যাণ। ঝাঁপতাল।

যাহা পাও তাই লও, হাসি মুখে ফিরে যাও,
কারে চাও কেন চাও, আশা কে পূরাতে পারে।
সবে চায় কেবা পায়, সংসার চলে যায়
যেবা হাসে যেবা কাঁদে যেবা পড়ে থাকে দ্বারে ॥
১০১ ॥

কেদারা। কাওয়ালি।

সখি, আমারি দুয়ারে কেন আসিল,
নিশি ভোরে যোগী ভিখারী,
কেন করুণস্বরে বীণা বাজিল।

আমি আসি যাই যতবার, চোখে পড়ে মুখ তার,
তারে ডাকিব কি ফিরাইব তাই ভাবিলো।
শ্রাবণে আঁধার দিশি শরতে বিমল নিশি,
বসন্তে দখিন বায়ু বিকশিত উপবন।
কত ভাবে কত গীতি গাহিতেছে নিতি নিতি
মন নাহি লাগে কাজে আঁখি জলে ভাসিল ॥১০২॥

বেহাগ। একতালা।

শুধু যাওয়া আসা।
শুধু স্রোতে ভাসা।
শুধু আলো আঁধারে কাঁদা হাসা।
শুধু দেখা পাওয়া শুধু ছুঁয়ে যাওয়া,
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া,
শুধু নব দুরাশায় আগে চলে যায়
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা।

অশেষ বাসনা লয়ে ভাঙ্গা বল,
প্রাণপণে কাজে পায় ভাঙ্গা ফল,
ভাঙ্গা তরী ধরে ভাসে পারাবারে,
ভাব কেঁদে মরে ভাঙ্গা ভাষা।
হৃদয়ে হৃদয়ে আধ পরিচয়
আধ খানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়,
লাজে ভয়ে ত্রাসে আধ বিশ্বাসে
শুধু আধখানি ভালবাসা ॥ ১০৩ ॥

মিশ্র। একতালা।

তবু মনে রেখো,
যদি দূরে যাই চলে !
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায়
নব প্রেম জালে।
যদি থাকি কাছাকাছি,

দেখিতে না পাও ছায়ার মতন
আছি না আছি।
তবু মনে রেখো।
যদি জল আসে আঁখি পাতে,
এক দিন যদি খেলা থেমে যায়
মধুরাতে,
একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে
শরদ প্রাতে।
তবু মনে রেখো।
যদি পড়িয়া মনে,
ছল ছল জল নাই দেখা দেয়
নয়ন কোণে,
তবু মনে রেখো ॥ ১০৪ ॥

বাউলের সুর।

তোমরা সবাই ভাল !

(যার অদৃষ্টে যেম্‌নি জুটেছে, সেই আমাদের ভালো।)

আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালো।

কেউবা অতি জ্বল জ্বল,

কেউবা ম্লান ছলছল,

কেউবা কিছু দহন করে কেউবা স্নিগ্ধ আলো।

নূতন প্রেমে নূতন বধূ

আগাগোড়া কেবল মধু,

পুরাতনে অম্ল-মধুর একটুকু ঝাঁঝালো।

বাক্য যখন বিদায় করে

চক্ষু এসে পায়ে ধরে,

রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো।

আমরা তৃষ্ণা তোমরা সুধা,

তোমরা তৃপ্তি আমরা ক্ষুধা,

তোমার কথা বল্‌তে কবির কথা ফুরালো।

যে মূর্ত্তি নয়নে জাগে

সবই আমার ভাল লাগে,

কেউবা দিব্যি গৌরবরণ কেউবা দিব্যি কালো॥

১০৫॥

কানাড়া। কাওয়ালি।

আমার পরাণ লয়ে কি খেলা খেলাবে, ওগো

পরাণ-প্রিয়।

কোথা হতে ভেসে কূলে লেগেছে চরণ মূলে,

তুলে দেখিয়ো।

এ নহে গো তৃণ দল ভেসে-আসা ফুল ফল,

এ যে ব্যথাভরা মন, মনে রাখিয়ো।

কেন আসে কেন যায় কেহ না জানে,

কেবা আসে কার পাশে কিসের টানে!

রাখ যদি ভালবেসে চিরপ্রাণ পাইবে সে,
ফেলে যদি যাও তবে বাঁচিবে কি ও! ১০৬॥

বাউলের সুর।

ক্ষ্যাপা তুই,
আছিস্ আপন খেয়াল ধরে।
যে আসে তোমার পাশে
সবাই হাসে দেখে তোরে।
জগতে যে যার আছে আপন কাজে দিবানিশি,
তারা পায়না বুঝে তুই কি খুঁজে
ক্ষেপে বেড়াস্ জনম ভোরে।
তোর নাই অবসর নাইক দোসর ভবের মাঝে,
তোরে চিন্‌তে যে চাই সময় না পাই নানান্ কাজে।
ওরে তুই কি শুনাতে এত প্রাতে মরিস ডেকে,
এ যে বিষম জ্বালা ঝালাফালা,
দিবি সবায় পাগল করে।

ওরে তুই, কি এনেছিস্ কি টেনেছিস্ ভাবের জালে,
তার কি মূল্য আছে কারো কাছে কোনো কালে!
আমরা লাভের কাজে হাটের মাঝে ডাকি তোমায়,
তুমি কি সৃষ্টিছাড়া নাইক সাড়া
রয়েছ কোন্ নেশার ঘোরে।
এ জগৎ আপন মতে আপন পথে চলে যাবে,
বসে তুই আরেক কোণে নিজের মনে নিজের
ভাবে,
ওরে ভাই ভাবের সাথে ভবের মিলন হবে কবে!
মিছে তুই তারি লাগি আছিস্ জাগি
'না জানি কোন্ আশার জোরে॥ ১০৭॥

পিলু বারোয়াঁ। একতালা।

মোরা জলেস্থলে কতই ছলে মায়াজাল গাঁথি।
মোরা স্বপন রচনা করি, অলস নয়ন ভরি,

গোপন হৃদয়ে পশি কুহক আসন পাতি।
মোরা মদির তরঙ্গ তুলি বসন্ত সমীরে,
দুরাশা জাগায় প্রাণে প্রাণে
আধ তানে ভাঙ্গা গানে
ভ্রমর গুঞ্জরাকুল বকুলের পাঁতি।
নরনারী হিয়া মোরা বাঁধি মায়া পাশে
কত ভূল করে, তারা কত কাঁদে হাসে।
মায়া করে ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে,
আনি মান অভিমান,
বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাথী।
চল সখি চল,
কুহক স্বপন খেলা খেলাবে চল।
নবীন হৃদয়ে রচি নব প্রেম ছল
প্রমোদে কাটাব নব বসন্তের রাতি॥ ১০৮॥

মূলতান। একতালা।

(উত্তর প্রত্যুত্তর)

১। ভালবেসে দুখ সেও সুখ, সুখ নাহি আপনাতে

২। না না না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে।

১। মন দাও দাও দাও, সখি দাও পরের হাতে।

২। না না না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে।

১। সুখের শিশির নিমেষে শুকায়

সুখ চেয়ে দুখ ভাল,

আন সজল বিমল প্রেম ছল ছল

নলিন-নয়ন-পাতে।

২। না, না, না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে।

১। রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী

আপনি টুটিয়া যায়—

সুখ পায় তায় সে,

চির-কলিকা-জনম কে করে বহন
চির-শিশির-রাতে।
২। না নানা মোরা ভুলিনে ছলনাতে ॥ ১০৯ ॥

সোহিনী। একতালা।
(উত্তর প্রত্যুত্তর)

১। ওগো, দেখি আঁখি তুলে চাও,
তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর!
২। আমি কি যেন করেছি পান,
কোন্ মদিরা রসে ভোর,
আমার চোখে তাই ঘুমঘোর॥
১। ছি ছি ছি!
২। সখি, ক্ষতি কি!
এ ভবে, কেহ জ্ঞানী অতি, কেহ ভোলা মন,
কেহ সচেতন, কেহ অচেতন,
কারো বা নয়নে হাসির কিরণ,

কারো বা নয়নে লোর।

আমার চোখে শুধু ঘুম ঘোর।

১। ওগো, কেন গো অচল প্রায়,

হেথা, দাঁড়ায়ে তরু ছায়!

২। অবশ হৃদয় ভারে চরণ

চলিতে নাহি চায়

তাই দাঁড়ায়ে তরুছায়।

১। ছি ছি ছি!

২। সখি! ক্ষতি কি!

এ ভবে, কেহ পড়ে থাকে, কেহ চলে যায়,

কেহ বা আলসে চলিতে না চায়,

কেহ বা আপনি স্বাধীন, কাহারো

চরণে পড়েছে ডোর,

কাহারো নয়নে লেগেছে ঘোর॥ ১১০

বাহার। ফেরতা।

(প্রশ্নোত্তর)

১। সখি, সাধ করে যাহা দেবে তাই লইব।

২। আহা মরি মরি সাধের ভিখারী
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন।

১। যদি দাও ফুল শিরে তুলে রাখিব।

২। দেয় যদি কাঁটা?

১। তাও সহিব!

২। আহা, মরি মরি, সাধের ভিখারী
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন।

১। একবার চাও যদি মধুর নয়ানে,
আঁখি সুধা পানে
চির জীবন মাতি রহিব!

২। যদি কঠিন কটাক্ষ মিলে?

১। তাও হৃদয়ে বিঁধায়ে চির জীবন বহিব!

২। আহা মরি মরি সাধের ভিখারী
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন ॥ ১১১ ॥

মিশ্র দেশ। একতালা।

(কথোপকথন)

১। সেজন কে সখি বোঝা গেছে,
আমাদের সখি যারে মনপ্রাণ সঁপেছে!
২। ও সে কে, কে, কে!
১। ওই যে তরু তলে বিনোদ মালা গলে
না জানি কোন্ ছলে বসে রয়েচে!
২। সখি কি হবে!
ওকি কাছে আসিবে কভু কথা কবে!
ওকি প্রেম জানে, ওকি বাঁধন মানে,
ওকি মায়াগুণে মন লয়েছে!
১। বিভল আঁখি তুলে আঁখি পানে চায়।
যেন কোন্ পথ ভুলে এল কোথায়!

যেন কোন গানের স্বরে শ্রবণ আছে ভরে,
যেন কোন্ চাঁদের আলোয় মগ্ন হয়েচে !
সকলে। সে জন কে সখি বোঝা গেছে ! ১১২॥

মিশ্র মোল্লার। রূপক।

এমন দিনে তারে বলা যায়।
এমন ঘন ঘোর বরিষায় !
এমন মেঘ স্বরে
বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়,
এমন দিনে মন খোলা যায়।

সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জ্জন চারিধার !
দুজনে মুখোমুখী
গভীর দুখে দুখী

আকাশে জল ঝরে অনিবার
জগতে কেহ যেন নাহি আর।

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব,
কেবল আঁখি দিয়ে
আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি-অনুভব,
জগতে মিশে গেছে আর সব।

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার!
নামাতে পারি যদি মনোভার!
একদা গৃহ কোণে
শ্রাবণ বরিষণে
দু'কথা বলি যদি কাছে তার,
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার

আছে ত তার পরে বারো মাস,
উঠিবে কত কথা কত হাস,
আসিবে কত লোক
কত না দুখ শোক,
সে কথা কোন্ খানে পাবে নাশ,
জগত চলে যাবে বারোমাস।

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়,
যে কথা এ জীবনে
রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায় ॥ ১১৩ ॥

কীর্ত্তনের সুর। ঝাঁপতাল।

আবার মোরে পাগল করে
দিবে কে !
হৃদয় যেন পাষাণ হেন
বিরাগভরা বিবেকে।
আবার প্রাণে নূতন টানে
প্রেমের নদী
পাষাণ হতে উছল স্রোতে
বহায় যদি
আবার দুটি নয়নে লুটি
হৃদয় হরে নিবে কে !
আবার মোরে পাগল করে
দিবে কে !

আবার কবে ধরণী হবে
তরুণা !
কাহার প্রেমে আসিবে নেমে
স্বরগ হতে করুণা।
নিশীথ নভে শুনিব কবে
গভীর গান,
যে দিকে চাব দেখিতে পাব
নবীন প্রাণ,
নূতন প্রীতি আনিবে নিতি
কুমারী উষা অরুণা ;
আবার কবে ধরণী হবে
তরুণা ?

অনেক দিন পরাণহীন
ধরণী।

বসনাবৃত খাঁচার মত
তামস ঘন বরণী।
নাই সে শাখা নাই সে পাখা
নাই সে পাতা,
নাই সে ছবি, নাই সে রবি
নাই সে গাথা;
জীবন চলে আঁধার জলে
আলোকহীন তরণী;
অনেক দিন পরাণ হীন
ধরণী।

পাগল করে দিবে সে মোরে
চাহিয়া।
হৃদয়ে এসে মধুর হেসে
প্রাণের গান গাহিয়া।

আপনা থাকি ভাসিবে আঁখি
আকুল নীরে ;
ঝরণা সম জগত মম
ঝরিবে শিরে।
তাহার বাণী দিবে গো আনি
সকল বাণী বাহিয়া ;
পাগল করে দিবে সে মোরে
চাহিয়া ॥ ১১৪ ॥

কীর্ত্তনের সুর। রূপক।

খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখী ছিল বনে।
একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে
কি ছিল বিধাতার মনে!
বনের পাখী বলে খাঁচার পাখী ভাই
বনেতে যাই দোঁহে মিলে,

খাঁচার পাখী বলে বনের পাখী আয়,
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।
বনের পাখী বলে—না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।
খাঁচার পাখী বলে হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব!

বনের পাখী গাহে বাহিরে বসি বসি
বনের গান ছিল যত,
খাঁচার পাখী পড়ে শিখানো বুলি তার
দোঁহার ভাষা দুই মত।
বনের পাখী বলে খাঁচার পাখী ভাই
বনের গান গাও দিখি!
খাঁচার পাখী বলে বনের পাখী তুমি
খাঁচার গান লহ শিখি!

বনের পাখী বলে—না,
আমি শিখানো গান নাহি চাই !
খাঁচার পাখী বলে—হায়
আমি কেমনে বনগান গাই।

বনের পাখী বলে আকাশ ঘননীল,
কোথাও বাধা নাহি তার ।
খাঁচার পাখী বলে খাঁচাটি পরিপাটি
কেমন ঢাকা চারিধার !
বনের পাখী কহে আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।
খাঁচার পাখী কয় নিরালা কোণে বসে
বাঁধিয়া রাখ আপনারে !
বনের পাখী গাহে—না,
সেথা, কোথায় উড়িবারে পাই !

খাঁচার পাখী কহে, হায়
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই !

এমনি দুই পাখী দোঁহারে ভালবাসে
তবুও কাছে নাহি পায় !
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে
নীরবে চোখে চোখে চায়।
দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে
বুঝাতে নারে আপনায় !
দুজনে একা একা ঝাপটি মরে পাখা,
কাতরে কহে, কাছে আয় !
বনের পাখী বলে—না,
কবে খাঁচায় রুধি দিবে দ্বার !
খাঁচার পাখী বলে—হায়
মোর শকতি নাহি উড়িবার ॥ ১১৫ ॥

ইমন কল্যাণ। ঝাঁপতাল।

বঁধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ!
সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে সেথায় ত সোহাগ মিলে,
এরি মধ্যে মিটিল কি প্রণয়েরি আশ!
এখনো ত নিশিশেষে উঠে নিকো শুকতারা।
এখনো ত রাধিকার শুকায়নি অশ্রুধারা!
সেথাকার কুঞ্জগৃহে পুষ্প ঝরে গেল কিহে,
চকোর হে, সেই চন্দ্রমুখে ফুরায়ে কি গেল হাস?
১১৬॥

ভৈরবী। ঝাঁপতাল।

আজ তোমারে দেখ্‌তে এলেম
অনেক দিনের পরে।
ভয় নাইক সুখে থাক
অধিক ক্ষণ থাক্‌ব নাক,
আসিয়াছি দু' দণ্ডের তরে।

দেখ্‌ব শুধু মুখখানি
শুন্‌ব দুটি মধুর বাণী
আড়াল থেকে হাসি দেখে
চলে যাব দেশান্তরে ॥ ১১৭ ॥

বিভাস। একতালা।

সারা বরষ দেখিনে, মা, মা তুই আমার কেমন
ধারা।
নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়ন তারা।
এলি কি পাষাণী ওরে
দেখ্‌ব তোরে আঁখি ভোরে,
কিছুতেই থামে না যে মা, পোড়া এ নয়নের ধারা।
১১৮ ॥

বারোয়াঁ। ঝাঁপতাল।

মা, আমি তোর কি করেছি!
শুধু তোরে জন্ম ভোরে মা বলেরে ডেকেছি।

চির জীবন পাষাণীরে, ভাসালি আঁখিনীরে
চিরজীবন দুঃখানলে দহেছি।
আঁধার দেখে তরাসেতে চাহিলাম তোর কোলে যেতে,
আমারে ত কোলে তুলে নিলিনে!
মা-হারা বালকের মত কেঁদে বেড়াই অবিরত
এ চোখের জল মুছায়ে ত দিলিনে!
সন্তানেরে ব্যথা দিয়ে যদি মা তোর জুড়ায় হিয়ে
ভাল, ভাল, তাই তবে হোক্, অনেক দুঃখ সয়েছি॥
১১৯॥

রামপ্রসাদীস্থর।

আমিই শুধু রইনু বাকি!
যা ছিল তা গেল চলে, রৈল যা' তা' কেবল ফাঁকি!
আমার বলে ছিল যারা
আর ত তারা দেয় না সাড়া,

কোথায় তারা কোথায় তারা কেঁদে কেঁদে কারে
ডাকি।
বল্ দেখি মা শুধাই তোরে
আমার কিছু রাখ্লি নেরে,
আমি কেবল আমায় নিয়ে কোন্ প্রাণেতে বেঁচে
থাকি॥ ১২০॥

টোড়ি। ঝাঁপতাল।
আর কি আমি ছাড়ব তোরে!
মন দিয়ে মন নাইবা পেলেম, জোর করে রাখিব
ধরে।
শূন্য করে হৃদয়পুরি,
মন যদি করিলে চুরি,
তুমিই তবে থাক সেথায় শূন্য হৃদয় পূর্ণ করে॥
॥ ১২১॥

ললিত। একতালা।

যেতে হবে আর দেরি নাই।
পিছিয়ে পড়ে র'বি কত সঙ্গীরা যে গেল সবাই।
আয়রে ভবের খেলা সেরে,
আঁধার করে এসেছেরে,
পিছন ফিরে বারে বারে কাহার পানে চাহিস্‌রে ভাই।
খেলতে এল ভবের নাটে নতুন লোকে নতুন খেলা,
হেথা হতে আয়রে সরে' নইলে তোরে মারবে ঢেলা।
নামিয়ে দেরে প্রাণের বোঝা,
আরেক দেশে চল্‌রে সোজা,
নতুন করে বাঁধবি বাসা, নতুন খেলা খেল্‌বি সে ঠাঁই॥ ১২২॥

খট। ঝাঁপতাল।

আমার যাবার সময় হল আমায় কেন রাখিস্ ধরে,
চোখের জলের বাঁধন দিয়ে বাঁধিস্‌নে আর মায়া
ডোরে।
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি,
ফিরিয়ে নে তোর নয়ন দুটি,
নাম ধরে আর ডাকিস্‌নে ভাই যেতে হবে ত্বরা
করে॥ ১২৩॥

ইমন কল্যাণ। একতালা।

পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে
ওগো যাও কোথা যাও!
সুখে ঢলঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে
ওগো চাও কারে চাও!
কোথা চলে গেছে উদাস হৃদয়
কোথা পড়ে আছে ধরণী!

মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো
মায়াপুরী পানে ধাও !
কোন্ মায়াপুরী পানে ধাও ॥ ১২৪ ॥

দেশ। একতালা।

(কথোপকথন।)

১। দে লো সখি দে, পরাইয়া চুলে
সাধের বকুল ফুল হার !
আধফুটো জুঁইগুলি যতনে আনিয়া তুলি
দেলো দেলো ফুলময় সাজে
সাজায়ে আমারে সখি আজ !
তুলে দেলো চঞ্চলকুন্তল কপোলে পড়িছে বারবার।
২। আজি এত শোভা কেন, আনন্দে বিবশা হেন,
বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে
ধরাতলে।

সখি তোরা দেখে যা দেখে যা,
তরুণ তনু এত রূপ রাশি বহিতে পারে না বুঝি
আর ॥ ১২৫ ॥

হাম্বীর। কাওয়ালি।

ফিরায়ো না মুখখানি, রাণী, ওগো রাণী।
ভ্রূভঙ্গ তরঙ্গ কেন আজি সুনয়নি,
হাসিরাশি গেছে ভাসি,
কোন্ দুখে সুধামুখে নাহি বাণী।
আমারে মগন কর তোমার মধুর করপরশে
সুধাসরসে!
প্রাণমন পূরিয়া দাও নিবিড় হরষে;
হের শশি সুশোভন, সজনি,
সুন্দর রজনী,
তৃষিত মধুপসম কাতর হৃদয় মম,—
কোন্ প্রাণে আজি ফিরাবে তারে পাষাণী? ১২৬ ॥

হাম্বীর। চৌতাল।

গহন ঘন বনে, পিয়াল তমাল সহকার ছায়ে,
সন্ধ্যা বায়ে, তৃণ শয়নে মুগ্ধ নয়নে রয়েছি বসি।
শ্যামল পল্লব ভার আঁধারে মর্ম্মরিছে,
বায়ুভরে কাঁপে শাখা,
বকুল দল পড়ে খসি।
স্তব্ধ নীড়ে নীরব বিহগ,
নিস্তরঙ্গ নদী প্রান্তে অরণ্যের নিবিড় ছায়া।
ঝিল্লিমন্দ্রে তন্দ্রাপূর্ণ জলস্থল শূন্যতল,
চরাচরে স্বপনের মায়া।
নির্জ্জন হৃদয়ে মোর জাগিতেছে সেই মুখশশি ॥১২৭

নট্‌কিন্দ্র। ধামার।

সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে,
নানা বরণের বনফুল দিয়ে দিয়ে;

আজি বসন্ত রাতে পূর্ণিমা-চন্দ্র করে,
দক্ষিণ পবনে প্রিয়ে,
সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে ॥ ১২৮

নট। চৌতাল।

মন জানে মনোমোহন আইল, মন জানে সখি!
তাই কেমন করে আজি আমার প্রাণে।
তারি সৌরভ বহি বহিল কি সমীরণ
আমার পরাণ পানে ॥ ১২৯ ॥

জয়জয়ন্তী। ধামার।

হিয়া কাঁপিছে সুখে কি দুখে সখি,
কেন নয়নে আসে বারি।
আজি প্রিয়তম আসিবে মোর ঘরে,
বল কি করিব আমি সখি!

দেখা হলে সখি সেই প্রাণ বঁধুরে কি বলিব
নাহি জানি,
সে কি না জানিবে সখি রয়েছে যা হৃদয়ে,
না বুঝে কি ফিরে যাবে সখি ॥ ১৩০ ॥

মিশ্র—আড়াঠেকা।

নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়।
ধীরে ধীরে অতি ধীরে—অতি ধীরে গাও গো!
ঘুম-ঘোরময় গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো!
নিশার কুহক বলে নীরবতা-সিন্ধুতলে
মগ্ন হয়ে ঘুমাইছে বিশ্ব চরাচর;
প্রশান্ত সাগরে হেন, তরঙ্গ না তুলে যেন
অধীর-উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতের স্বর!
তটিনী কি শান্ত আছে! ঘুমাইয়া পড়িয়াছে
বাতাসের মৃদু হস্ত পরশে এমনি,

ভুলে যদি ঘুমে ঘুমে তটের চরণ চুমে
সে চুম্বন ধ্বনি শুনে চমকে আপনি!
তাই বলি অতি ধীরে—অতি ধীরে গাও গো!
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো! ১৩১ ॥

কালাংড়া—খেমটা।

দেখে যা—দেখে যা—দেখে যালো তোরা
সাধের কাননে মোর
(আমার) সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া,
মলয় বহিছে সুরভি লুটিয়া রে:—
(হেথা) জোছনা ফুটে
তটিনী ছুটে
প্রমোদে কানন ভোর।
আয় আয় সখি আয় লো হেথা
দুজনে কহিব মনের কথা,

তুলিব কুসুম দুজনে মিলি রে—
(সুখে) গাঁথিব মালা,
গণিব তারা,
করিব রজনী ভোর !
একাসনে বসি গাহিব গান
সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ,
খেলিব দুজনে মনেরি খেলা রে
(প্রাণে) রহিবে মিশি
দিবস নিশি
আধো আধো ঘুম ঘোর ॥ ১৩২ ॥

ঝিঁঝিট সিন্ধু। কাওয়ালি।

সমুখেতে বহিছে তটিনী, দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া।
বায়ু বহে পরিমল লুটিয়া।
সাঝের অধর হতে, ম্লান হাসি পড়িছে টুটিয়া।

দিবস বিদায় চাহে, যমুনা বিলাপ গাহে
সায়াহ্নেরি রাঙ্গা পায়ে কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়া!
এস বঁধু তোমায় ডাকি, দোঁহে হেথা বসে থাকি
আকাশের পানে চেয়ে জলদের খেলা দেখি,
আঁখি পরে তারাগুলি একে একে উঠিবে ফুটিয়া।
১৩৩॥

বেহাগ। কাওয়ালি।

চরাচর সকলি মিছে মায়া, ছলনা,
কিছুতেই ভুলিনে আর, আর আর নারে,
মিছে ধূলিরাশি লয়ে কি হবে?
সকলি আমি জেনেছি, সবি শূন্য শূন্য শূন্য ছায়া।
সবি ছলনা!
দিন রাত যার লাগি সুখ দুখ না করিনু জ্ঞান,
পরাণ মন সকলি দিয়েছি, তা হতেরে কিবা পেনু?
কিছু না, সবই ছলনা! ১৩৪॥

মিশ্র। একতালা।

ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদু বায়—
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়।
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়—
কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায়!

১৩৫ ॥

বাহার। কাওয়ালী।

হায়রে সেইত বসন্ত ফিরে এল,
হৃদয়ের বসন্ত ফুরায়!
সব মর্ম্মময়, মলয় অনিল এসে কেঁদে শেষে
ফিরে চলে যায়!
কত শত ফুল ছিল হৃদয়ে, ঝরে গেল,
আশালতা শুকাল,
পাখীগুলি দিকে দিকে চলে যায়।
শুকান পাতায় ঢাকা

বসন্তের মৃত কায়, প্রাণ করে হায় হায়!

ফুরাইল সকলি!

প্রভাতের মৃদু হাসি, ফুলের রূপরাশি,

ফিরিবে কি আর?

কিবা জোছনা ফুটিত রে! কিবা যামিনী!

সকলি হারাল,

সকলি গেলরে চলিয়া, প্রাণ করে হায় হায়! ১৩৬॥

বাহার। কাওয়ালী।

খুলে দে তরণী খুলে দে তোরা, স্রোত বহে যায় যে।

মন্দ মন্দ অঙ্গ ভঙ্গে নাচিছে তরঙ্গ রঙ্গে,

এই বেলা খুলে দে!

ভাঙ্গিয়ে ফেলেছি হাল, বাতাসে পূরেছে পাল

স্রোতমুখে প্রাণ মন যাক্ ভেসে যাক্,

যে যাবি আমার সাথে এই বেলা আয় রে! ১৩৭॥

বাহার। আড়াঠেকা।

এ কি হরষ হেরি কাননে!
পরাণ আকুল, স্বপন বিকসিত
মোহ মদিরাময় নয়নে!
ফুলে ফুলে করিছে কোলাকুলি,
বনে বনে বহিছে সমীরণ
নব পল্লবে হিল্লোল তুলিয়ে,
বসন্ত পরশে বন শিহরে,
কি জানি কোথা পরাণ মন
ধাইছে বসন্ত সমীরণে!
ফুলেতে শুয়ে জোছনা,
হাসিতে হাসি মিলাইছে,
মেঘ ঘুমায়ে ঘুমায়ে ভেসে যায়,
ঘুমভারে অলসা বসুন্ধরা—
দূরে পাপিয়া পিউ পিউ রবে ডাকিছে সঘনে।১৩৮।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ। একতালা।

সকলি ফুরাল স্বপন প্রায়!
কোথা সে লুকাল' কোথা সে হায়!
কুসুম কানন হয়েছে ম্লান
পাখীরা কেন রে গাহে না গান,
(ও) সব হেরি শূন্যময়—কোথা সে হায়!
কাহার তরে আর ফুটিবে ফুল,
মাধবী মালতী কেঁদে আকুল!
সেই যে আসিত তুলিতে জল
সেই যে আসিত পাড়িতে ফল
(ও) সে আর আসিবে না—কোথা সে হায়!১৩৯॥

গৌড় মল্লার। চৌতাল।

গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া,
স্তিমিত দশদিশি, স্তম্ভিত কানন,

সব চরাচর আকুল—কি হবে কে জানে,
ঘোরা রজনী, দিকললনা ভয়বিভলা।
চমকে চমকে সহসা দিক উজলি,
চকিতে চকিতে মাতি ছুটিল বিজলী,
থর থর চরাচর পলকে ঝলকিয়া,
ঘোর তিমিরে ছায় গগন মেদিনী ;
গুরু গুরু নীরদ গরজনে স্তব্ধ আঁধার ঘুমাইছে,
সহসা উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ কড় কড় বাজ।

১৪০ ॥

মল্লার। কাওয়ালি।

আয়লো সজনি সবে মিলে।
ঝর ঝর বারিধারা, মৃদু মৃদু গুরু গুরু গর্জ্জন,
এ বরষা দিনে, হাতে হাতে ধরি ধরি
গাব মোরা লতিকা দোলায় দুলে।

ফুটাব যতনে কেতকী কদম্ব অগণন,
মাখাব বরণ ফুলে ফুলে—
পিয়াব নবীন সলিল, পিয়াসিত তরুলতা,
লতিকা বাঁধিব গাছে তুলে।
বনেরে সাজায়ে দিব গাঁথিব মুকুতাকণা
পল্লব শ্যাম দুকূলে,
নাচিব সখি সবে নব ঘন উৎসবে,
বিকচ বকুল তরুমূলে! ১৪১॥

পূরবী। কাওয়ালি।

যে ফুল ঝরে সেইত ঝরে
ফুল ত থাকে ফুটিতে,
বাতাস তারে উড়িয়ে নে যায়
মাটি মেশায় মাটিতে!

গন্ধ দিলে হাসি দিলে,

ফুরিয়ে গেল খেলা !

ভালবাসা দিয়ে গেল,

তাই কি হেলাফেলা ! ১৪২ ॥

ভৈরবী। ঝাঁপতাল।

কেন এলি রে, ভাল বাসিলি, ভালবাসা পেলিনে !

কেন সংসারেতে উঁকি মেরে চলে গেলিনে !

সংসার কঠিন বড় কারেও সে ডাকে না,

কারেও সে ধরে রাখে না,

যে থাকে সে থাকে, আর যে যায় সে যায়

কারো তরে ফিরেও না চায়।

হায় হায় এ সংসারে যদি না পূরিল

আজন্মের প্রাণের বাসনা,

চলে যাও, ম্লানমুখে ধীরে ধীরে ফিরে যাও

থেকে যেতে কেহ বলিবে না !

তোমার ব্যথা তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে
আরত কেহ অশ্রু ফেলিবে না॥ ১৪৩ ॥

মিশ্র। কাওয়ালী।

কত বার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া,
তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া।
চরণে ধরিয়া তব কহিব প্রকাশি
গোপনে তোমারে সখা কত ভালবাসি!
ভেবেছিনু কোথা তুমি স্বর্গের দেবতা
কেমন তোমারে কব প্রণয়ের কথা?
ভেবেছিনু মনে মনে দূরে দূরে থাকি
চিরজন্ম সঙ্গোপনে পূজিব একাকী;
কেহ জানিবে না মোর গভীর প্রণয়
কেহ দেখিবেনা মোর অশ্রুবারি চয়।
আপনি আজিকে যবে শুধাইছ আসি
কেমনে প্রকাশি কব কত ভালবাসি? ১৪৪ ॥

দেশ। আড়াঠেকা।

দেখায়ে দে কোথা আছে একটু বিরল !
এই ম্রিয়মান মুখে তোমাদের এত সুখে
বল দেখি কোন প্রাণে ঢালিব গরল ?
কি না করিয়াছি তব বাড়াতে আমোদ
কত কষ্টে করেছিনু অশ্রুবারি রোধ !
কিন্তু পারিনে যে সখা যাতনা থাকেনা ঢাকা
মর্ম্ম হ'তে উচ্ছ্বসিয়া উঠে অশ্রুজল !
ব্যথায় পাইয়া ব্যথা যদি গো সুধাতে কথা
অনেক নিভিত তবু এ হৃদি অনল।
কেবল উপেক্ষা সহি বলগো কেমনে রহি
কেমনে বাহিরে মুখ হাসিব কেবল ? ১৪৫॥

বাগেশ্রী। আড়াঠেকা।

অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া,
গেছে দুখ, গেছে সুখ, গেছে আশা ফুরাইয়া।

সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমরা দুজনে যাত্রী,
সম্মুখে শয়ান সিন্ধু, দিগ্বিদিক হারাইয়া!
জলধি রয়েছে স্থির, ধূধূ করে সিন্ধুতীর,
প্রশান্ত সুনীল নীর নীল শূন্যে মিশাইয়া।
নাহি সাড়া নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ,
রজনী আসিছে ঘিরে, দুই বাহু প্রসারিয়া।

১৪৬ ॥

মিশ্র বাহার। আড়াঠেকা।

গা সখি, গাইলি যদি, আবার সে গান,
কত দিন শুনি নাই ও পুরাণো তান।
কখনো কখনো যবে নীরব নিশীথে
একেলা রয়েছি বসি চিন্তা-মগ্ন চিতে,—
চমকি উঠিত প্রাণ কে যেন গায় সে গান
দুই একটি কথা তার পেতেছি শুনিতে!

হাহা সখি সে দিনের সব কথা গুলি
প্রাণের ভিতরে যেন উঠিছে আকুলি—
যে দিন মরিব সখি গাস্ ওই গান
শুনিতে শুনিতে যেন যায় এই প্রাণ। ১৪৭ ॥

গৌড়সারং। ষৎ।

আঁধার শাখা উজল করি,
হরিত পাতা ঘোমটা পরি,
বিজন বনে, মালতী বালা
আছিস্ কেন ফুটিয়া ?
শোনাতে তোরে মনের ব্যথা
শুনিতে তোর মনের কথা
পাগল হয়ে মধুপ কভু
আসে না হেথা ছুটিয়া।
মলয় তব প্রণয় আশে
ভ্রমে না হেথা আকুল শ্বাসে,

পায় না চাঁদ দেখিতে তোর
সরমে মাখা মুখানি!
শিয়রে তোর বসিয়া থাকি
মধুর স্বরে বনের পাখী
লভিয়া তোর সুরভি শ্বাস
যায় না তোরে বাখানি! ১৪৮

গৌড়সারং। যৎ।

হৃদয় মোর কোমল অতি
সহিতে নারে রবির জ্যোতি
লাগিলে আলো সরমে ভয়ে
মরিয়া যায় মরমে,
ভ্রমর মোর বসিলে পাশে
তরাসে আঁখি মুদিয়া আসে,
ভূতলে ঝরে পড়িতে চাহি
আকুল হয়ে সরমে।

কোমল দেহে লাগিলে বায়
পাপড়ি মোর খসিয়া যায়
পাতার মাঝে ঢাকিয়া দেহ
রয়েছি তাই লুকায়ে।
আঁধার বনে রূপের হাসি
ঢালিব সদা সুরভি রাশি
আঁধার এই বনের কোলে
মরিব শেষে শুকায়ে॥ ১৪৯॥

সিন্ধু ঝিঁঝিট। কাওয়ালী।

হাসি কেন নাই ও নয়নে!
ভ্রমিতেছ মলিন আননে!
দেখ সখি আঁখি তুলি
ফুলগুলি ফুটেছে কাননে।
তোমারে মলিন দেখি ফুলেরা কাঁদিছে সখি,
সুধাইছে বনলতা কত কথা আকুল বচনে।

এস সখি এস হেথা, একটী কহগো কথা,
বল সখি কার লাগি পাইয়াছ মনোব্যথা,
বল সখি মন তোর আছে ভোর কাহার স্বপনে ?

১৫০ ॥

ছায়ানট। কাওয়ালী।

আয় তবে সহচরি,
হাতে হাতে ধরি ধরি
নাচিবি ঘিরি ঘিরি,
গাহিবি গান।
আন্ তবে বীণা,
সপ্তম স্বরে বাঁধ্ তবে তান।
পাশরিব ভাবনা,
পাশরিব যাতনা,
রাখিব প্রমোদে ভরি
মনপ্রাণ দিবানিশি,

আন্ তবে বীণা,
সপ্তম স্বরে বাঁধ তবে তান্।
ঢাল' ঢাল' শশধর.
ঢাল' ঢাল' জোছনা !
সমীরণ বহে যা'রে
ফুলে ফুলে ঢলি ঢলি ;
উলসিত তটিনী,—
উথলিত গীতরবে খুলে দেরে মন প্রাণ ॥১৫১॥

গৌরী। কাওয়ালী।

আমি, স্বপনে রয়েছি ভোর,
সখি, আমারে জাগায়োনা।
আমার সাধের পাখী—
যারে, নয়নে নয়নে রাখি
তারি, স্বপনে রয়েছি ভোর
আমার, স্বপন ভাঙ্গায়ো না।

কাল, ফুটিবে রবির হাসি,
কাল, ছুটিবে তিমির রাশি,
কাল, আসিবে আমার পাখী
ধীরে, বসিবে আমার পাশ।
ধীরে, গাহিবে সুখের গান,
ধীরে, ডাকিবে আমার নাম,
ধীরে, বয়ান তুলিয়া, নয়ন খুলিয়া
হাসিবে সুখের হাস!
আমার কপোল ভরে
শিশির পড়িবে ঝরে,
নয়নেতে জল, অধরেতে হাসি,
মরমে রহিব মরে।
তাহারি স্বপনে আজি
মুদিয়া রয়েছি আঁখি,

কখন আসিবে প্রাতে
আমার সাধের পাখি,
কখন জাগাবে মোরে
আমার নামটী ডাকি ! ১৫২ ॥

পিলু। খেমটা।

বল্, গোলাপ মোরে বল্,
তুই ফুটিবি সখি কবে ?
ফুল, ফুটেছে চারি পাশ
চাঁদ, হাসিছে সুধা হাস,
বায়ু, ফেলিছে মৃদু শ্বাস,
পাখী, গাইছে মধুরবে,
তুই ফুটিবি, সখি, কবে ?
প্রাতে, পড়েছে শিশির-কণা,
সাঁঝে, বহিছে দখিনা বায়,
কাছে, ফুলবালা সারি সারি,

দূরে, পাতার আড়ালে সাঁঝের তারা
মুখানি দেখিতে চায়।
বায়ু, দূর হতে আসিয়াছে —
যত ভ্রমর ফিরিছে কাছে,
কচি কিশলয় গুলি
রয়েছে নয়ন তুলি,
তুই ফুটিবি সখি কবে? ১৫৩॥

বেহাগ। খেমটা।

বলি, ও আমার গোলাপ বালা,
বলি, ও আমার গোলাপ বালা,
তোল' মুখানি, তোল' মুখানি,
কুসুম কুঞ্জ কর আলো।
বলি, কিসের সরম এত?
কিসের সরম এত?

সখি, পাতার মাঝারে লুকায়ে মুখানি
কিসের সরম এত ?
বালা, ঘুমায়ে পড়েছে ধরা,
সখি, ঘুমায় চন্দ্র তারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় দিক্‌ বালারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় জগত যত।
সখি, বলিতে মনের কথা
বল, এমন সময় কোথা ?
প্রিয়ে, তোল' মুখানি আছে গো আমার
প্রাণের কথা কত !
আমি, এমন সুধীর স্বরে
সখি, কহিব তোমার কানে,
প্রিয়ে, স্বপনের মত সে কথা আসিয়ে
পশিবে তোমার প্রাণে।

তবে, মুখানি তুলিয়া চাও !
সুধীরে, মুখানি তুলিয়া চাও !
সখি, একটি চুম্বন দাও !
গোপনে একটি চুম্বন চাও !
সখি, তোমারি বিহগ আমি
বালা, কাননের কবি আমি,
আমি, সারারাত ধরে, প্রাণ,
করিয়া, তোমারি প্রণয় পান,
সুখে, সারাদিন ধরে গাহিব সজনি,
তোমারি প্রণয় গান !
সখি, এমন মধুর স্বরে
আমি, গাহিব সে সব গান,
দূরে, মেঘের মাঝারে আবরি তনু
ঢালিব প্রেমের তান—

তবে, মজিয়া সে প্রেম-গানে,
সবে, চাহিবে আকাশ পানে,
তা'রা, ভাবিবে গাইছে অপসর কবি
প্রেয়সীর গুণ গান।
তবে, মুখানি তুলিয়া চাও!
সুধীরে, মুখানি তুলিয়া চাও!
নীরবে, একটি চুম্বন দাও,
গোপনে একটি চুম্বন চাও! ১৫৪ ॥

বেহাগ।

মেঘেরা চলে চলে যায়,
চাঁদেরে ডাকে "আয় আয়"
ঘুম ঘোরে বলে চাঁদ, কোথায়—কোথায়!
না জানি কোথা চলিয়াছে!
কি জানি কি যে সেথা আছে!

আকাশের মাঝে চাঁদ চারিদিকে চায়।
সুদূরে—অতি—অতিদূরে,
বুঝিরে কোন সুর পুরে
তারাগুলি ঘিরে বসে বাঁশরি বাজায়!
মেঘেরা তাই হেসে হেসে
আকাশে চলে ভেসে ভেসে,
লুকিয়ে চাঁদের হাসি চুরি করে যায়। ১৫৫ ॥

পিলু। খং।

গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে
মধুপ হোতা যাস্‌নে—
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে
কাঁটার ঘা খাস্‌নে!
হেথায় বেলা, হোথায় চাঁপা,
শেফালী হেথা ফুটিয়ে—

ওদের কাছে মনের ব্যথা
বল্‌রে মুখ ফুটিয়ে!
ভ্রমর কহে "হোথায় বেলা
হোথায় আছে নলিনী—
ওদের কাছে বলিবনাকো
আজিও যাহা বলিনি!
মরমে যাহা গোপন আছে
গোলাপে তাহা বলিব,
বলিতে যদি জ্বলিতে হয়
কাঁটারি ঘায়ে জ্বলিব!" ১৫৬॥

কেদারা। একতালা।

যোগিহে, কে তুমি হৃদি-আসনে।
বিভূতি ভূষিত শুভ্র-দেহ,
নাচিছ দিক-বসনে।

মহা-আনন্দে পুলক কায়,
গঙ্গা উথলি উছলি যায়,
ভালে শিশুশশি হাসিয়া চায়,
জটাজুট-ছায় গগনে। ১৫৭ ॥

বেহাগড়া। ঝাঁপতাল।

দেখ চেয়ে দেখ ঐ কে এসেছে!
চাঁদের আলোতে কার হাসি হাসিছে!
হৃদয় দুয়ার খুলিয়ে দাও,
প্রাণের মাঝারে তুলিয়ে লও,
ফুলগন্ধ সাথে তার সুবাস ভাসিছে ॥ ১৫৮ ॥

পূরবী। কাওয়ালি।

ঐ কে আমায় ফিরে ডাকে!
ফিরে যে এসেছে তারে কে মনে রাখে!
আমি চলে এনু বলে কার বাজে ব্যথা!

কাহার মনের কথা মনেই থাকে !
আমি শুধু বুঝি সখি সরল ভাষা !
সরল হৃদয় সরল ভালবাসা।
তোমাদের কত আছে কত মন প্রাণ,
আমার হৃদয় নিয়ে ফেলোনা বিপাকে। ১৫২॥

বেহাগ। কাওয়ালি।

এ কি স্বপ্ন ! এ কি মায়া !
এ কি প্রমদা। এ কি প্রমদার ছায়া !
আহা কে গো তুমি মলিন বয়নে,
আধ-নিমীলিত নলিন নয়নে,
যেন আপনারি হৃদয় শয়নে
আপনি রয়েছ লীন।
তোমাতরে সবে রয়েছে চাহিয়া,
তোমা লাগি পিক উঠিছে গাহিয়া,

ভিখারী সমীর কানন বাহিয়া
ফিরিতেছে সারাদিন !
যেন শরতের মেঘখানি ভেসে
চাঁদের সভাতে দাঁড়ায়েছ এসে
এখনি মিলাবে ম্লান হাসি হেসে
কাঁদিয়া পড়িবে ঝরি ।
জাগিছে পূর্ণিমা পূর্ণ নীলাম্বরে
কাননে চামেলি ফুটে থরে থরে
হাসিটি কখন্ ফুটিবে অধরে
রয়েছি তিয়াষ ধরি' ! ১৬০ ॥

মিশ্র ঝিঁঝিট । কাওয়ালি ।

আহা, আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে,
এত বাঁশি বাজে, এত পাখী গায় ।
সখীর হৃদয় কুসুমকোমল
কার অনাদরে আজি ঝরে যায় ।

কেন কাছে আস, কেন মিছে হাস,
কাছে যে আসিত সে ত আসিতে না চায়!
সুখে আছে যারা, সুখে থাক্ তারা,
সুখের বসন্ত সুখে হোক্ সারা,
দুখিনী নারীর নয়নের নীর
সুখীজনে যেন দেখিতে না পায়।
তারা দেখেও দেখে না, তারা বুঝেও বুঝে না,
তারা ফিরেও না চায়! ১৬১ ॥

সোহিনী। খেমটা।

চাঁদ হাস হাস!
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে!
কত দুখে কত দূরে
আঁধার সাগর ঘুরে
সোণার তরণী দুটি তীরে এসেছে!

মিলন দেখিবে বলে
ফিরে বায়ু কুতূহলে,
চারিধারে ফুলগুলি ঘিরে এসেছে। ১৬২ ॥

টোড়ি। ঝাঁপতাল।

দুখের মিলন টুটিবার নয়।
নাহি আর ভয় নাহি সংশয়।
নয়ন সলিলে যে হাসি ফুটে গো
রয় তাহা রয়, চিরদিন রয়। ১৬৩ ॥

সিন্ধু কাফি। কাওয়ালি।

ওই কথা বল সখি, বল আর বার,
ভাল বাস মোরে তাহা বল বার বার!
কতবার শুনিয়াছি তবুও আবার যাচি,
ভাল বাস মোরে তাহা বলগো আবার।১৬৪॥

মুলতান। আড়াঠেকা।

কে তুমি গো খুলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার?
ঢালিতেছ এত সুখ, ভেঙ্গে গেল—গেল বুক—
যেন এত সুখ হৃদে ধরে না গো আর!
তোমার চরণে দিনু প্রেম-উপহার,
না যদি চাও গো দিতে প্রতিদান তার,
নাই বা দিলে তা' মোরে, থাক' হৃদি আলো করে
হৃদয়ে থাকুক্ জেগে সৌন্দর্য্য তোমার! ১৬২॥

ঝিঁঝিট। আড়াঠেকা।

কিছুই ত হোল না!
সেই সব—সেই সব—সেই হাহাকার রব
সেই অশ্রু বারিধারা, হৃদয় বেদনা।
কিছুতে মনের মাঝে শান্তি নাহি পাই
কিছুই না পাইলাম যাহা কিছু চাই।

ভালত গো বাসিলাম—ভালবাসা পাইলাম,
এখনতো ভালবাসি—তবুও কি নাই ! ১৬৬ ।

ললিত । খেমটা ।

শুন, নলিনী খোলগো আঁখি,
ঘুম এখনো ভাঙ্গিল না কি !
দেখ, তোমারি দুয়ার পরে
সখি এসেছে তোমারি রবি ।
শুনি প্রভাতের গাথা মোর
দেখ ভেঙ্গেছে ঘুমের ঘোর,
দেখ জগৎ উঠেছে নয়ন মেলিয়া
নূতন জীবন লভি ।
তবে তুমি কি সজনি, জাগিবে না কো
আমি যে তোমারি কবি ।
প্রতিদিন আসি, প্রতিদিন হাসি,
প্রতিদিন গান গাহি,

প্রতিদিন প্রাতে শুনিয়া সে গান
ধীরে ধীরে উঠ চাহি।
আজিও এসেছি চেয়ে দেখ দেখি,
আর ত রজনী নাহি।
আজিও এসেছি উঠ উঠ সখি,
আর ত রজনী নাহি।
সখি—শিশিরে মুখানি মাজি,
সখি—লোহিত বসনে সাজি,
দেখ—বিমল সরসী আরসীর পরে
অপরূপ রূপ রাশি।
থেকে থেকে ধীরে হেলিয়া পড়িয়া
নিজ মুখ ছায়া আধেক হেরিয়া,
ললিত অধরে উঠিবে ফুটিয়া
সরমের মৃদু হাসি॥ ১৬৭॥

সরফর্দ্দা। ঝাঁপতাল।

ওকি সখা কেন মোরে কর তিরস্কার ?
একটু বসি বিরলে, কাঁদিব যে মন খুলে
তাতেও কি আমি বল করিনু তোমার ?
মুছাতে এ অশ্রুবারি বলিনি তোমায়—
একটু আদরের তরে ধরিনি ত পায়—
তবে আর কেন সখা এমন বিরাগ-মাথা
ভ্রূকুটি এ ভগ্নবুকে হান বার বার !
জানি জানি এ কপাল ভেঙ্গেছে যখন
অশ্রুবারি পারিবে না গলাতে ও মন—
পথের পথিকো যদি মোরে হেরি যায় কাঁদি
তবুও অটল রবে হৃদয় তোমার। ১৬৮ ॥

বাহার। ঝাঁপতাল।

গেল গেল নিয়ে গেল এ প্রণয় স্রোতে !
যাবনা যাবনা করি—ভাসায়ে দিলাম তরী

উপায় না দেখি আর এ তরঙ্গ হোতে।
দাঁড়াতে পাইনে স্থান, ফিরিতে না পারে প্রাণ
বায়ুবেগে চলিয়াছি সাগরের পথে।
জানিনুনা শুনিনুনা কিছুনা ভাবিনু
অন্ধ হোয়ে একেবারে তাহে ঝাঁপ দিনু!
এতদূরে ভেসে এসে, ভ্রম যে বুঝেছি শেষে,
এখন ফিরিতে কেন হয়গো বাসনা?
আগে ভাগে অভাগিনী কেন ভাবিলি না?
এখন যে দিকে চাই কূলের উদ্দেশ নাই
সম্মুখে আসিছে রাত্রি আঁধার করিছে ঘোর।
স্রোত-প্রতিকূলে যেতে, বল যে নাই এ চিত্তে
শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হোয়েছে হৃদয় মোর! ১৬৯।

মিশ্র ছায়ানট। কাওয়ালি।

কেন গো সে মোরে যেন করে না বিশ্বাস?
কেন গো বিষণ্ণ আঁখি আমি যবে কাছে থাকি?

কেন উঠে মাঝে মাঝে আকুল নিশ্বাস ?
আদর করিতে মোরে চায় কতবার
সহসা কি ভেবে যেন ফেরে সে আবার !
নত করি দুনয়নে, কি যেন বুঝায় মনে
মন সে কিছুতে যেন পায় না আশ্বাস !
আমি যবে ব্যগ্র হোয়ে ধরি তার পাণি—
সে কেন চমকি উঠি লয় তাহা টানি।
আমি কাছে গেলে হায়,
সে কেন গো সোরে যায় ?
মলিন হইয়া আসে অধর সহাস। ১৭০ ॥

বেহাগড়া। কাওয়ালি।

ধীরে ধীরে প্রাণে আমার এসহে।
মধুর হাসিয়ে ভালবেস হে।

হৃদয় কাননে ফুল ফুটাও

আধ নয়নে সখি চাও, চাও,

পরাণ কাঁদিয়ে দিয়ে হাসিথানি হেস হে ।১৭১॥

বেলোয়ার—কাওয়ালি।

ওকি সখা মুছ আঁখি আমার তরেও কাঁদিবে কি

কে আমি বা, আমি অতি অভাগিনী,

আমি মরি, তাহে দুখ কিবা !

পড়েছিনু চরণতলে, দ'লে গেছ দেখনি চেয়ে,

গেছ' গেছ', ভাল, ভাল, তা হে দুখ কিবা ! ১৭২।

ভৈরবী। একতালা।

সোনার পিঞ্জর ভাঙ্গিয়ে আমার

প্রাণের পাখীটি উড়িয়ে যাক্ !

সে যে হেথা গান গাহে না,

সে যে মোরে আর চাহে না,

সুদূর কানন হইতে সে যে
　　শুনেছে কাহার ডাক,
　　পাখীটি উড়িয়ে যাক্ !
মুদিত নয়ন খুলিয়ে আমার
　　সাধের স্বপন যায়রে যায় ;
হাসিতে অশ্রুতে গাঁথিয়া গাঁথিয়া
দিয়েছিনু তার বাহুতে বাঁধিয়া,
আপনার মনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
　　ছিঁড়িয়া ফেলেছে হায়রে হায়
　　সাধের স্বপন যায়রে যায় !
যে যায় সে যায় ফিরিয়ে না চায়,
যে থাকে সে শুধু করে হায় হায়
নয়নের জল নয়নে শুকায়,
　　মরমে লুকায় আশা ।

বাঁধিতে পারে না আদরে সোহাগে,
রজনী পোহায়, ঘুম হতে জাগে,
হাসিয়া কাঁদিয়া বিদায় সে মাগে,
আকাশে তাহার বাসা।
যায় যদি তবে যাক্,
একবার তবু ডাক্!
কি জানি যাদের প্রাণ কাঁদে তার—
তবে থাক্ তবে থাক্। ১৭৩॥

আসোয়ারি।

না স্বজনি না, আমি জানি জানি, সে
আসিবে না!
এমনি কাঁদিয়ে পোহাইবে যামিনী,
বাসনা তবু পূরিবে না;

জনমেও এ পোড়া ভালে কোন আশা মিটিল না!
যদি বা সে আসে সখি, কি হবে আমার তায়,
সে ত মোরে, স্বজনি লো, ভাল কভু বাসে না,
জানি লো!
ভাল ক'রে কবে না কথা, চেয়েও না দেখিবে,
বড় আশা ক'রে শেষে পূরিবে না কামনা! ১৭৪ ॥

সিন্ধু কাফি। আড়াঠেকা।

কেহ কারো মন বুঝে না কাছে এসে সরে যায়,
সোহাগের হাসিটি কেন চোখের জলে মরে যায়!
বাতাস যখন কেঁদে গেল প্রাণ খুলে ফুল ফুটিল না,
সাঁজের বেলায় একাকিনী কেনরে ফুল ঝরে যায়।
মুখের পানে চেয়ে দেখ, আঁখিতে মিলাও আঁখি,
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখনা ঢাকি।

এ রজনী রহিবে না, আর কথা হইবে না
প্রভাতে রহিবে শুধু হৃদয়ের হায় হায়! ১৭৫ ॥

ললিত। আড়াঠেকা।

তোরা বসে গাঁথিস্ মালা, তারা গলায় পরে!
কখন যে শুকায়ে যায়, ফেলে দেয়রে অনাদরে।
তোরা সুধা করিস্ দান,
তারা শুধু করে পান,
সুধায় অরুচি হলে ফিরেও ত নাহি চায়
হৃদয়ের পাত্রখানি ভেঙ্গে দিয়ে চলে যায়!
তোরা কেবল হাসি দিবি তারা কেবল বসে আছে,
চোখের জল দেখিলে তারা আরত রবে না কাছে!
প্রাণের ব্যথা প্রাণে রেখে
প্রাণের আগুন প্রাণে ঢেকে

পরাণ ভেঙ্গে মধু দিবি অশ্রুছাঁকা হাসি হেসে,
বুক ফেটে কথা না বলে,
শুকায়ে পড়িবি শেষে! ১৭৬॥

ভৈরবী। আড়খেম্‌টা।

কেনরে চাস্ ফিরে ফিরে চলে আয়রে চলে আয়,
এরা—প্রাণের কথা, বোঝে না যে হৃদয় কুসুম
দলে যায়!
হেসে হেসে গেয়ে গান
দিতে এসেছিলি প্রাণ
নয়নের জল সাথে নিয়ে
চলে আয়রে চলে আয়! ১৭৭॥

খট্ ললিত ঝাঁপতাল।

ওকে কেন কাঁদালি!

ও যে কেঁদে চলে যায়—

ওর হাসি মুখ যে আর দেখা যাবে না!

শূন্য প্রাণে চলে গেল—

নয়নেতে অশ্রুজল

এ জনমে আর ফিরে চাবে না!

দুদিনের এ বিদেশে

কেন এল ভালবেসে

কেন নিয়ে গেল প্রাণে বেদনা।

হাসি খেলা ফুরালো রে

হাসিব আর কেমনে!

হাসিতে তার কান্নামুখ

পড়ে যে মনে!

ডাক্ তারে একবার

কঠিন নহে প্রাণ তার!—

আর বুঝি তার সাড়া পাবে না। ১৭৮॥

আলাইয়া আড়খেম্‌টা।

যাই যাই, ছেড়ে দাও, স্রোতের মুখে ভেসে যাই।
যা হবার হবে আমার ভেসেছি ত ভেসে যাই।
ছিল যত সহিবার সহেছি ত অনিবার
এখন কিসের আশা আর,
ভেসেছি ত ভেসে যাই। ১৭৯॥

বেহাগ। কাওয়ালি।

সখি বল দেখি লো,
নিরদয় লাজ তোর টুটিবে কি লো?
চেয়ে আছি ললনা,
মুখানি তুলিবি কি লো,
ঘোমটা খুলিবি কি লো,
আধফুট' অধরে
হাসি ফুটিবে কি লো?

সরমের মেঘে ঢাকা বিধু মুখানি
মেঘ টুটে জ্যোৎস্না ফুটে উঠিবে কিলো?
তৃষিত আঁখির আশা পুরাবি কিলো?
তবে, ঘোম্‌টা খোল, মুখটি তোল,
আঁখি মেল লো! ১৮০ ॥

গৌড় মল্লার। কাওয়ালি।

গেল গো—
ফিরিল না, চাহিল না, পাষাণ সে,
কথাটিও কহিল না, চলে গেল গো!
না যদি থাকিতে চায়, যাক যেথা সাধ যায়,
একেলা আপন মনে দিন কি কাটিবে না?
তাই হোক্ হোক্ তবে,
আর তারে সাধিব না! চ'লে গেল গো ॥১৮১॥

হাম্বীর। কাওয়ালি।

হোলনা লো হোলনা সই ! (হায়)

মরমে মরমে লুকান' রহিল, বলা হ'লনা,

বলি বলি বলি তারে কত মনে করিনু

হ'লনা লো হ'লনা সই !

না কিছু কহিল, চাহিয়া রহিল,

গেল সে চলিয়া, আর সে ফিরিল না,

ফিরাব ফিরাব ব'লে কত মনে করিনু

হ'লনা লো হ'লনা সই ! ১৮২ ॥

সিন্ধু ভৈরবী। কাওয়ালি।

হা' সখি ও আদরে আরো বাড়ে মনোব্যথা !

ভাল যদি নাহি বাসে,

কেন তবে কহে প্রণয়ের কথা !

মিছে প্রণয়ের হাসি, বোলো তারে ভাল নাহি বাসি,

চাইনে মিছে আদর তাহার, ভালবাসা চাইনে,

বোলো বোলো স্বজনি লো তারে, আর যেন সে লো
আসে নাকো হেথা ॥ ১৮৩ ॥

খাম্বাজ। কাওয়ালি।

হৃদয়ের মণি আদরিণী মোর,
আয়লো কাছে আয়।
মিশাবি জোছনা হাসি রাশি রাশি,
মৃদু মধু জোছনায়।
মলয় কপোল চুমে, ঢলিয়া পড়িছে ঘুমে,
কপোলে নয়নে জোছনা মরিয়া যায়,
যমুনা-লহরীগুলি চরণে কাঁদিতে চায় ॥ ১৮৪ ॥

বেহাগ। কাওয়ালি।

সহেনা যাতনা!
দিবস গণিয়া গণিয়া বিরলে,

নিশিদিন বসে আছি,
আঁখি মেলি পথ পানে চেয়ে,
সখাহে এলে না ?
দিন যায়, রাত যায়, সব যায়,
আমি বসে হায় !
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই,
শুকায়ে গিয়াছে আঁখি জল।
একে একে সব আশা,
ঝোরে ঝোরে পড়ে যায়, সহেনা ॥ ১৮৫ ॥

সর্‌ফর্দ্দা। কাওয়ালি।

এমন আর কত দিন চলে যাবে রে !
জীবনের ভার বহিব কত ? হায় হায় !
যে আশা মনে ছিল, সকলি ফুরাইল,
কিছু হলনা জীবনে,
জীবন ফুরায়ে এল ! হায় হায় ! ১৮৬ ॥

দেশ। কাওয়ালি।

দাঁড়াও, মাথা খাও, যেওনা সখা ;
শুধু সখা. ফিরে চাও, অধিক কিছু নয়,
কত দিন পরে আজি পেয়েছি দেখা।
আরত চাহিনে কিছু, কিছু না, কিছু না,
শুধু ওই মুখখানি জন্মশোধ দেখিব,
তাও কি হবে না গো সখা গো ?
শুধু একবার ফিরে চাও ! ১৮৭॥

মিশ্র ঝিঁঝিট। কাওয়ালি।

সখাহে, কি দিয়ে আমি তুষিব তোমায় ?
জর জর হৃদয় আমার মর্ম্ম বেদনায়,
দিবানিশি অশ্রু ঝরিছে সেথায়।
তোমার মুখে সুখের হাসি আমি ভালবাসি,
অভাগিনীর কাছে পাছে সে হাসি লুকায় ॥ ১৮৮॥

জয় জয়ন্তি। কাওয়ালি।

এতদিন পরে সখি,
সত্য সে কি হেথা ফিরে এল ?
দীনবেশে ম্লানমুখে কেমনে অভাগিনী
যাবে তার কাছে সখীরে ?
শরীর হয়েছে ক্ষীণ, নয়ন জ্যোতিহীন,
সবি গেছে, কিছু নাই, রূপ নাই হাসি নাই,
সুখ নাই, আশা নাই,
সে আমি আর আমি নাই,
না যদি চেনে সে মোরে, তাহলে কি হবে ? ১৮৯

বেহাগ। কাওয়ালি।

প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে ?
চারি দিকে হাসি রাশি,
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে ?

আন্ সখি বীণা আন, প্রাণ খুলে কর্ গান
নাচ্ সবে মিলে ঘিরি ঘিরি ঘিরিয়ে,
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে ?
বীণা তবে রেখে দে, গান তবে গাস্‌নে,
কেমনে যাবে বেদনা ?
কাননে কাটাই রাতি, তুলি ফুল মালা গাঁথি,
জোছনা কেমন ফুটেছে,
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে ? ॥ ১৯০ ॥

মিশ্র। খেম্‌টা।

পুরাণো সে দিনের কথা ভুল্‌বি কি রে হায় !
(ও সেই) চোখের দেখা, প্রাণের কথা,
সে কি ভোলা যায়।
(আয়) আরেকটিবার আয়রে সখা,
প্রাণের মাঝে আয়।

(মোরা) সুখের দুখের কথা কব,
প্রাণ জুড়াবে তায়।
(মোরা) ভোরের বেলায় ফুল তুলেছি,
দুলেছি দোলায়,
বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি, বকুলের তলায়।
মাঝে হল ছাড়াছাড়ি গেলেম কে কোথায়—
(আবার) দেখা যদি হল সখা,
প্রাণের মাঝে আয় ॥১৯১॥

বেহাগ। খেম্‌টা।

ও কেন চুরি ক'রে চায়!
লুকোতে গিয়ে হাসি, হেসে পলায়!
বনপথে ফুলের মেলা, হেলে দুলে করে খেলা—
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায়।
কি যেন গানের মত বেজেছে কানের কাছে,

যেন তার প্রাণের কথা আধেক খানি
শোনা গেছে।
পথেতে যেতে চলে, মালাটি গেছে ফেলে—
পরাণের আশা গুলি গাঁথা যেন তায়। ১৯২ ॥

বেহাগ। আড়াখেম্‌টা।

দুজনে দেখা হল—মধু যামিনীরে!—
কেন কথা কহিল না—চলিয়া গেল ধীরে!
নিকুঞ্জে দখিনা বায়, করিছে হায় হায়—
লতা পাতা দুলে দুলে ডাকিছে ফিরে ফিরে।
দুজনের আঁখি বারি গোপনে গেল ঝরে—
দুজনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল মরে।
আর ত হলনা দেখা জগতে দোঁহে একা
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনা তীরে। ১৯৩ ॥

বেহাগড়া। কাওয়ালি।

মনে রয়ে গেল মনের কথা,
• শুধু চোখের জল প্রাণের ব্যথা!
মনে করি দুটি কথা বলে যাই,
কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই,
সে যদি চাহে, মরি যে তাহে,
কেন মুদে আসে আঁখির পাতা!
ম্লান মুখে সখি সে যে চলে যায়,
ও তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয়,
বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল,
ধূলায় লুটাইল হৃদয়-লতা! ১৯৪ ॥

কালাংড়া। খেম্‌টা।

ভাল বাসিলে যদি সে ভাল না বাসে
কেন সে দেখা দিল।

মধু অধরের মধুর হাসি
প্রাণে কেন বরষিল।
দাঁড়িয়েছিলাম পথের ধারে
সহসা দেখিলেম তারে,
নয়ন দুটি তুলে কেন
মুখের পানে চেয়ে গেল! ১৯৫ ॥

পিলু। খেম্‌টা।

ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে,
ওলো সজনি!
হাসি খেলিরে মনের সুখে
ও কেন সাথে ফেরে আঁধার মুখে
দিন রজনী! ১৯৬ ॥

পিলু। কাওয়ালি।

হা কে বলে দেবে
সে ভাল বাসে কি মোরে।

কভু বা সে হেসে চায়, কভু মুখ ফিরায়ে লয়
কভু বা সে লাজে সারা, কভূ বা বিষাদময়ী,
যাব কি কাছে তার শুধাব চরণ ধোরে ! ১৯৭।

মিশ্র খাম্বাজ। একতালা।

ওই জানালার কাছে বসে আছে
করতলে রাখি মাথা।
তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে—
সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা।
শুধু ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে যায়
তার কাণে কাণে কি যে কহে যায়,
তাই আধ' শুয়ে আধ' বসিয়ে
ভাবিতেছে কত কথা !
অধরের কোণে হাসিটী
আধখানি মুখ ঢাকিয়া,

কাননের পানে চেয়ে আছে
আধ মুকুলিত আঁখিয়া !
সুদূর স্বপন ভেসে ভেসে
চোখে এসে যেন লাগিছে,
ঘুমঘোরময় সুখের আবেশ
প্রাণের কোথায় জাগিছে !
চোখের উপরে মেঘ ভেসে যায়,
উড়ে উড়ে যায় পাখী,
সারাদিন ধরে বকুলের ফুল
ঝ'রে পড়ে থাকি থাকি !
মধুর আলস, মধুর আবেশ,
মধুর মুখের হাসিটি,
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
বাজিছে মধুর বাঁশিটি । ১৯৮ ॥

মিশ্রসিন্ধু। একতালা।

কি হল আমার? বুঝি বা সখি
হৃদয় আমার হারিয়েছি!
পথের মাঝেতে খেলাতে গিয়ে
হৃদয় আমার হারিয়েছি!
প্রভাত-কিরণে সকাল বেলাতে
মন লয়ে সখি গে'ছিনু খেলাতে,
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে,
মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,
মন-ফুল দলি চলি বেড়াইতে,
সহসা সজনি চেতনা পেয়ে
সহসা সজনি দেখিনু চেয়ে,
রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদয় মাঝারে
হৃদয় আমার হারিয়েছি!

যদি কেহ, সখি, দলিয়া যায়!
তার পর দিয়া চলিয়া যায়!
শুকায়ে পড়িবে ছিঁড়িয়া পড়িবে
দলগুলি তার ঝরিয়া পড়িবে
যদি কেহ সখি দলিয়া যায়!
আমার কুসুম-কোমল হৃদয়
কখনো সহেনি রবির কর,
আমার মনের কামিনী-পাপড়ি
সহেনি ভ্রমর চরণ ভর,
চিরদিন সখি হাসিত খেলিত
জোছনা আলোকে নয়ন মেলিত
সহসা আজ সে হৃদয় আমার
কোথায় সজনি হারিয়েছি। ১৯৯ ॥

রাগিণী মিশ্র। খেম্‌টা।

সখা সাধিতে সাধাতে কত সুখ,
তাহা বুঝিলে না তুমি,
মনে রয়ে গেল দুখ!
অভিমান আঁখি জল নয়ন ছলছল
মুছাতে লাগে ভাল কত,
তাহা বুঝিলে না তুমি
মনে রয়ে গেল দুখ! ২০০ ॥

মিশ্র। একতালা।

যে ভাল বাসুক—সে ভাল বাসুক,
সজনি লো আমরা কে!
দীনহীন এই হৃদয় মোদের
কাছেও কি কেহ ডাকে?

তবে কেন বল ভেবে মরি মোরা
কে কাহারে ভাল বাসে,
আমাদের কিবা আসে যায় বল'
কেবা কাঁদে কেবা হাসে !
যদি, সখি, কেহ ভুলে
মনখানি লয় তুলে,
উলটি পালটি ক্ষণেক ধরিয়া
পরখ করিয়া দেখিতে চায়,
তখনি ধূলিতে ছুঁড়িয়া ফেলিবে
নিদারুণ উপেখায়
কাজ কি লো, মন লুকান' থাক্
প্রাণের ভিতরে ঢাকিয়া রাখ্ ।
হাসিয়া খেলিয়া ভাবনা ভুলিয়া
হরষে প্রমোদে মাতিয়া থাক্ ! ২০১ ॥

টোড়ি। ঝাঁপতাল।

কাছে তার যাই যদি কত যেন পায় নিধি
তবু হরষের হাসি ফুটে ফুটে ফুটে না।
কখন বা মৃদু হেসে আদর করিতে এসে
সহসা সরমে বাধে মন উঠে উঠে না!
রোষের ছলনা করি দূরে যাই, চাই ফিরি,
চরণ বারণ তরে উঠে উঠে উঠে না॥
কাতর নিশ্বাস ফেলি, আকুল নয়ন মেলি
চাহি থাকে, লাজ বাঁধ তবু টুটে টুটে না!
যখন ঘুমায়ে থাকি মুখ পানে মেলি আঁখি
চাহি থাকে, দেখি দেখি সাধ যেন মিটে না,
সহসা উঠিলে জাগি, তখন কিসের লাগি
সরমেতে মরে গিয়ে কথা যেন ফুটে না!
লাজময়ী! তোর চেয়ে দেখিনি লাজুক মেয়ে,
প্রেম বরিষার স্রোতে লাজ তবু টুটে না।২০২

বেহাগ খাম্বাজ। একতালা।

সখি, ভাবনা কাহারে বলে ?
সখি, যাতনা কাহারে বলে ?
তোমরা যে বল' দিবস রজনী
ভালবাসা ভালবাসা
সখি ভালবাসা কারে কয় ?
সে কি কেবলি যাতনাময় ?
তাহে কেবলি চোখের জল ?
তাহে কেবলি দুখের শ্বাস ?
লোকে তবে করে কি সুখের তরে
এমন দুখের আশ ?
আমার চোখেত সকলি শোভন,
সকলি নবীন, সকলি বিমল,
সুনীল আকাশ, শ্যামল কানন,
সকলি আমারি মত !

(তারা) কেবলি হাসে, কেবলি গায়,
হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চায়,
না জানে বেদন, না জানে রোদন,
না জানে সাধের যাতনা যত!
ফুল সে হাসিতে হাসিতে ঝরে,
জোছনা হাসিয়া মিলায়ে যায়,
হাসিতে হাসিতে আলোক সাগরে
আকাশের তারা তেয়াগে কায়!
আমার মতন সুখী কে আছে!
আয় সখি, আয় আমার কাছে!
সুখী হৃদয়ের সুখের গান
শুনিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ।
প্রতিদিন যদি কাঁদিবি কেবল
একদিন নয় হাসিবি তোরা,

একদিন নয় বিষাদ ভুলিয়া
সকলে মিলিয়া গাহিব মোরা ! ২০৩ ॥

খাম্বাজ।

নাচ্ শ্যামা, তালে তালে।
বাঁকায়ে গ্রীবাটী, তুলি পাখা ছুটি,
এ পাশে ও পাশে করি ছুটাছুটি
নাচ্ শ্যামা, তালে তালে।
রুণু রুণু ঝুণু বাজিছে নূপুর,
মৃদু মৃদু মধু উঠে গীত সুর,
বলয়ে বলয়ে বাজে ঝিণি ঝিণি,
তালে তালে উঠে করতালি ধ্বনি,
নাচ্ শ্যামা, নাচ্ তবে !
নিরালয় তোর বনের মাঝে
সেথা কি এমন নূপুর বাজে ?

বনে তোর পাখী আছিল যত
গাহিত কি তারা মোদের মত
এমন মধুর গান ?
এমন মধুর তান ?
কমল-করের করতালি হেন
দেখিতে পেতিস কবে ?
নাচ্ শ্যামা নাচ্ তবে ! ২০৪ ॥

জয় জয়ন্তী। ঝাঁপতাল।

সখি, আর কত দিন সুখহীন, শান্তিহীন,
হাহা করে বেড়াইব, নিরাশ্রয় মন লয়ে !
পারিনে, পারিনে আর— পাষাণ মনের ভার
বহিয়া পড়েছি, সখি, অতি শ্রান্ত ক্লান্ত হোয়ে।
সম্মুখে জীবন মম হেরি মরুভূমি সম,
নিরাশা বুকেতে বসি ফেলিতেছে বিষশ্বাস।

উঠিতে শকতি নাই,　　যে দিকে ফিরিয়া চাই
শূন্য—শূন্য—মহাশূন্য নয়নেতে পরকাশ।
কে আছে, কে আছে সখি, এ শ্রান্ত মস্তক মম
বুকেতে রাখিবে ঢাকি যতনে জননী সম !
মন, যত দিন যায়,　　মুদিয়া আসিছে হায়,
শুকায়ে শুকায়ে শেষে মাটিতে পড়িবে ঝরি।২০৫॥

খট্ একতালা।

বলিগো সজনি যেওনা যেওনা,
তার কাছে আর যেওনা যেওনা,
সুখে সে রয়েছে সুখে সে থাকুক,
মোর কথা তারে বোলনা বোলনা !
আমারে যখন ভাল সে না বাসে
পায়ে ধরিলেও বাসিবে না সে,
কাজ কি কাজ কি কাজ কি সজনি,
মোর তরে তারে দিওনা বেদনা !২০৬॥

সিন্ধু। একতালা।

বাঁশরী বাজাতে চাহি
বাঁশরী বাজিল কই ?
বিহরিছে সমীরণ
কুহরিছে পিকগণ,
মথুরার উপবন
কুসুমে সাজিল ওই।
বাঁশরী বাজাতে চাহি
বাঁশরী বাজিল কই ?
বিকচ বকুল ফুল
দেখে যে হতেছে ভুল,
কোথাকার অলিকুল
গুঞ্জরে কোথায় !
এ নহে কি বৃন্দাবন ?
কোথা সেই চন্দ্রানন,

ওই কি নূপুর-ধ্বনি
বন-পথে শুনা যায় ?
একা আছি বনে বসি,
পীতধড়া পড়ে খসি,
সোঙরি সে মুখ-শশী
পরাণ মজিল, সই !
বাঁশরী বাজাতে চাহি
বাঁশরী বাজিল কই ?
একবার রাধে রাধে
ডাক্ বাঁশী মনোসাধে,
আজি এ মধুর চাঁদে
মধুর যামিনী ভায়।
কোথা সে বিধুরা বালা,
মলিন মালতী-মালা,

হৃদয়ে বিরহ-জ্বালা

এ নিশি পোহায়, হায় !

কবি যে হল আকুল,

এ কি রে বিধির ভুল !

মথুরায় কেন ফুল

ফুটেছে আজি, লো সই !

বাঁশরী বাজাতে গিয়ে

বাঁশরী বাজিল কই ? ২০৭ ॥

বেহাগড় ।

ও গান গাস্‌নে—গাস্‌নে—গাস্‌নে

যে দিন গিয়েছে, সে আর ফিরিবে না

তবে ও গান গাস্‌নে ।

হৃদয়ে যে কথা লুকানো রয়েছে

সে আর জাগাস্‌নে । ২০৮ ॥

টোড়ি। কাওয়ালি।

সকলি ফুরাইল। যামিনী পোহাইল।
যে যেথানে সবে চলে গেল।
রজনীতে হাসি খুসি হরষ প্রমোদ কত
নিশি শেষে আকুল মনে চোখের জলে
সকলে বিদায় হ'ল॥ ২০৯॥

বেহাগ।

আগে চল্, আগে চল্ ভাই!
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!

প্রতি নিমিষেই যেতেছে সময়,
দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়,
সময় সময় ক'রে পাঁজি পুঁথি ধরে
সময় কোথা পাবি বল্ ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!

অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি,
গভীর ঘুমের আয়োজন,
(এযে) স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা,
আর নাহি তাহে প্রয়োজন!

দুঃখ আছে কত, বিঘ্ন শত শত,
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত,
চলিতে হইবে পুরুষের মত
হৃদয়ে বহিয়া বল ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!

দেখ যাত্রী যায় জয় গান গায়
রাজপথে গলাগলি।
এ আনন্দ স্বরে কে রয়েছে ঘরে
কোণে করে দলাদলি।
বিপুল এ ধরা, চঞ্চল সময়,
মহাবেগবান্ মানব হৃদয়,
যারা বসে আছে তারা বড় নয়,
ছাড় ছাড় মিছে ছল ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!

পিছায়ে যে আছে তারে ডেকে নাও
নিয়ে যাও সাথে করে,
কেহ নাহি আসে একা চলে যাও
মহত্ত্বের পথ ধ'রে।
পিছু হতে ডাকে মায়ার কাঁদন,
ছিঁড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন,
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন .
মিছে নয়নের জল ভাই !
আগে চল্ আগে চল্ ভাই !

চির দিন আছি ভিখারীর মত
জগতের পথ পাশে,
যারা চলে যায় কৃপা চক্ষে চায়,
পদ ধূলা উড়ে আসে।

ধূলিশয্যা ছাড়ি ওঠ ওঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পার চেয়ে দেখ তবে
ওই আছে রসাতল ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই! ২১০॥

সিন্ধু।

(তবু) পারিনে সঁপিতে প্রাণ।
পলে পলে মরি সেও ভাল, সহি
পদে পদে অপমান।

আপনারে শুধু বড় বলে জানি,
করি হাসাহাসি, করি কানাকানি,
কোটরে রাজত্ব ছোট ছোট প্রাণী
ধরা করি সরাজ্ঞান।

অগাধ আলস্যে বসি ঘরের কোণে
ভায়ে ভায়ে করি রণ।
আপনার জনে ব্যথা দিতে মনে
তার বেলা প্রাণপণ।
আপনার দোষে পরে করি দোষী,
আনন্দে সবার গায়ে ছড়াই মসী,
(হেথা) আপন কলঙ্ক উঠেছে উচ্ছসি
রাখিবার নাহি স্থান।

(মিছে) কথার বাঁধুনী কাঁদুনীর পালা
চোখে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা
ব'হে ব'হে নত শির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছি ছি এ কি লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,

আপনি করিনে আপনার কাজ,
(করি) পরের পরে অভিমান !
(ছিছি) পরের কাছে অভিমান !

(ওগো) আপনি নামাও কলঙ্ক পসরা
যেওনা পরের দ্বার ;
পরের পায়ে ধরে মান ভিক্ষা করা
সকল ভিক্ষার ছার।
দাও দাও ব'লে পরের পিছু পিছু
কাঁদিয়ে বেড়ালে মেলে না ত কিছু,
(যদি) মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও
প্রাণ আগে কর দান। ২১১।

জয়জয়ন্তী।

তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ

তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে,
এ বীণা তোমারি গাইবে গান !
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল
তোমারি কার্য্য সাধিবে,
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন
তোমারি পাশ নাশিবে।
যদিও হে দেবি শোণিতে আমার
কিছুই তোমার হবে না—
তবুও গো মাতা পারি তা ঢালিতে,
এক তিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে,
নিভাতে তোমার যাতনা !
যদিও জননি, যদিও আমার
এ বীণায় কিছু নাহিক বল,
কি জানি যদি মা একটি সন্তান
জাগি ওঠে শুনি এ বীণা তান ! ২১২ ॥

রাগিণী প্রভাতী। তাল একতালা।

এ কি অন্ধকার এ ভারত-ভূমি,
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি,
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে
কে তারে উদ্ধার করিবে।

চারিদিকে চাই নাহি হেরি গতি,
নাহি যে আশ্রয় অসহায় অতি,
আজি এ আঁধারে বিপদ পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে।

তুমি চাও পিতা ঘুচাও এ দুখ,
অভাগা দেশেরে হয়োনা বিমুখ,
নহিলে আঁধারে বিপদ পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে।

দেখ চেয়ে তব সহস্র সন্তান
লাজে নত শির, ভয়ে কম্পমান,

কাঁদিছে সহিছে শত অপমান
লাজ মান আর থাকে না!
হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া,
তোমারেও তাই গিয়াছে ভুলিয়া,
দয়াময় বলে আকুল হৃদয়ে
তোমারেও তারা ডাকে না।
তুমি চাও পিতা তুমি চাও চাও,
এ হীনতা, পাপ, এ দুঃখ ঘুচাও,
ললাটের কলঙ্ক মুছাও মুছাও
নহিলে এ দেশ থাকে না।
তুমি যবে ছিলে এ পুণ্য ভবনে
কি সৌরভ সুধা বহিত পবনে,
কি আনন্দ গান উঠিত গগণে
কি প্রতিভা জ্যোতি জ্বলিত!

ভারত অরণ্যে ঋষিদের গান
অনন্ত সদনে করিত প্রয়াণ,
তোমারে চাহিয়া পুণ্যপথ দিয়া
সকলে মিলিয়া চলিত !
আজি কি হয়েছে চাও পিতা চাও,
এ তাপ, এ পাপ, এ দুখ ঘুচাও,
মোরা ত রয়েছি তোমারি সন্তান
যদিও হয়েছি পতিত। ২১৩।

বাহার। কাওয়ালি।

দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ-গান গাহিয়ে,
নগরে, প্রান্তরে, বনে বনে, অশ্রু ঝরে দুনয়নে।
পাষাণ-হৃদয় কাঁদে সে কাহিনী শুনিয়ে।
জ্বলিয়া উঠে অযুত প্রাণ, এক সাথে মিলি এক
গান গায়,

নয়নে অনল ভায়, শূন্য কাঁপে অভ্রভেদী বজ্র
নির্ঘোষে,
ভয়ে সবে নীরবে চাহিয়ে।
ভাই বন্ধু তোমা বিনা আর মোর কেহ নাই,
তুমি পিতা. তুমি মাতা, তুমি মোর সকলি।
তোমারি দুঃখে কাঁদিব মাতা, তোমারি দুখে
কাঁদাব,
তোমারি তরে রেখেছি প্রাণ, তোমারি তরে
ত্যজিব
সকল দুঃখ সহিব সুখে তোমারি মুখ চাহিয়ে।
। ২১৪ ॥

মিশ্র দেশ খাম্বাজ। ঝাঁপতাল।

শোন শোন আমাদের ব্যথা
দেব দেব প্রভু দয়াময়,

আমাদের ঝরিছে নয়ন,
আমাদের ফাটিছে হৃদয়।
চিরদিন আঁধার না রয়
রবি উঠে নিশি দূর হয়,
এদেশের মাথার উপরে,
এ নিশীথ হবেনা কি ক্ষয়!
চিরদিন ঝরিবে নয়ন?
চিরদিন ফাটিবে হৃদয়?
মরমে লুকান কত দুখ,
ঢাকিয়া রয়েছি ম্লান মুখ,
কাঁদিবার নাই অবসর
কথা নাই শুধু ফাটে বুক!
সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ প্রাণ
দশদিশি বিভীষিকাময়,
হেন হীন দীনহীন দেশে

বুঝি তব হবেনা আলয়।
চিরদিন ঝরিবে নয়ন
চিরদিন ফাটিবে হৃদয় ?
কোন কালে তুলিব কি মাথা !
জাগিবে কি অচেতন প্রাণ ?
ভারতের প্রভাত গগণে
উঠিবে কি তব জয় গান ?
আশ্বাস বচন কোন ঠাঁই
কোন দিন শুনিতে না পাই,
শুনিতে তোমার বাণী তাই—
মোরা সবে রয়েছি চাহিয়া !
বল প্রভু মুছিবে এ আঁখি
চিরদিন ফাটিবেনা হিয়া। ২১৫ ॥

হাম্বির। তাল ফেরতা।

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে !

কে আছ জাগিয়া পূরবে চাহিয়া

বল উঠ উঠ সঘনে,

গভীর নিদ্রা মগনে।

বল তিমির রজনী যায় ওই,

আসে উষা নব জ্যোতির্ম্ময়ী

নব আনন্দে নব জীবনে,

ফুল্ল কুসুমে মধুর পবনে

বিহগকলকূজনে।

হের আশার আলোকে জাগে শুকতারা

উদয়-অচল পথে,

কিরণ কিরীটে তরুণ তপন

উঠিছে অরুণ রথে।

চল যাই কাজে মানব সমাজে,

চল বাহিরিয়া জগতের মাঝে,

থেকো না মগন শয়নে,
থেকো না মগন স্বপনে !
যায় লাজ ত্রাস আলস বিলাস
কুহক মোহ যায়
ঐ দূর হয় শোক সংশয়
দুঃখ স্বপন প্রায়।
ফেল জীর্ণ চীর পর নব সাজ
আরম্ভ কর জীবনের কাজ
সরল সবল আনন্দ মনে
অমল অটল জীবনে। ২১৬ ॥

কাফি। কাওয়ালি।

কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে !
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে !

এরা তোমায় কিছু দেবে না দেবে না
মিথ্যা কহে শুধু কত কি ভানে !
তুমিত দিতেছ মা যা আছে তোমারি
স্বর্ণ শস্য তব, জাহ্নবীবারি,
জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্য কাহিনী,
এরা কি দেবে তোরে, কিছু না কিছু না
মিথ্যা কবে শুধু হীন পরাণে!
মনের বেদনা রাখ মা মনে,
নয়ন বারি নিবার' নয়নে,
মুখ লুকাও মা ধূলি শয়নে,
ভুলে থাক যত হীন সন্তানে।
শূন্যপানে চেয়ে প্রহর গণি গণি
দেখ কাটে কি না দীর্ঘ রজনী,
দুঃখ জানায়ে কি হবে জননী,
নির্ম্মম চেতনাহীন পাষাণে ! ২১৭ ॥

সিন্ধু। কাওয়ালি।

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না!
এ কি শুধু হাসি খেলা প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা!
আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না!
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুকফাটা দুখে গুমরিছে বুকে
গভীর মরম বেদনা!
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা!
আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না!
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি,
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি,

মিছে কথা কয়ে মিছে যশ লয়ে
মিছে কাযে নিশি যাপনা।
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা!
আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না!২১৮॥

বাল্মীকি-প্রতিভা।

প্রথম দৃশ্য। অরণ্য। বনদেবীগণ।

সিন্ধু কাফি।

সহেনা সহেনা কাঁদে পরাণ!
সাধের অরণ্য হল শ্মশান!
দস্যুদলে আসি শান্তি করে নাশ
ত্রাসে সকল দিশ কম্পমান।
আকুল কানন কাঁদে সমীরণ
চকিত মৃগ, পাখী গাহে না গান।
শ্যামল তৃণদল শোণিতে ভাসিল,
কাতর রোদন রবে ফাটে পাষাণ,
দেবি দুর্গে চাহ, ত্রাহি এ বনে,
রাখ অধিনী জনে কর শান্তি দান! ২:৯॥

প্রস্থান।

মিশ্র সিন্ধু।

আঃ বেঁচেছি এখন!
শৰ্ম্মা ও দিকে আর নন!
গোলমালে ফাঁক তালে পালিয়েছি কেমন!
লাঠালাঠি কাটাকাটি ভাবতে লাগে দাঁত কপাটি,
(তাই) মানটা রেখে প্রাণটা নিয়ে সট্‌কেছি কেমন।
আস্থক্ তারা আস্থক্ আগে, দুনোদুনি নেব ভাগে,
স্যাস্তামিতে আমার কাছে দেখব কে কেমন!
শুধু মুখের জোরে গলার চোটে লুট্-করা ধনে নব লুটে
শুধু দুলিয়ে ভুঁড়ি বাজিয়ে তুড়ি করব সরগরম।২২০

লুটের দ্রব্য লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ।

মিশ্র ঝিঁঝিট।

এনেছি মোরা এনেছি মোরা রাশি রাশি লুঠের ভার!
করেছি ছারখার!

কত গ্রাম পল্লী লুটেপুটে করেছি একাকার ।২২১ ॥

কাফি ।

১ম দস্যু ।

আজকে তবে মিলে সবে কর্‌ব লুটের ভাগ,
এ সব আন্‌তে কত লণ্ডভণ্ড করনু যজ্ঞ যাগ ।

২য় দস্যু ।

কাযের বেলায় উনি কোথা যে ভাগেন্,
ভাগের বেলায় আসেন আগে (আরে দাদা) ।

১ম ।—

এতবড় আস্পর্দ্ধা তোদের, মোরে নিয়ে এ কি
হাসি তামাসা ।
এখনি মুণ্ড করিব খণ্ড খবর্‌দার রে খবরদার ।

২য় ।—হাঃ হাঃ ভায়া খাপ্পা বড়, এ কি ব্যাপার !
আজি বুঝিবা বিশ্ব ক’রবে নস্য এম্‌নি যে আকার !

৩য়।—এম্‌নি যোদ্ধা উনি পিঠেতেই দাগ,
তলোয়ারে মরিচা মুখেতেই রাগ।—

১ম।—আর যে এসব সহেনা প্রাণে,
নাহি কি তোদের প্রাণের মায়া ?
দারুণ রাগে কাঁপিছে অঙ্গ,
কোথারে লাঠি কোথা রে ঢাল ?

সকলে।—
হাঃ হাঃ ভায়া খাপ্পা বড়, এ কি ব্যাপার !
আজি বুঝিবা বিশ্ব করবে নস্য এম্‌নি যে আকার।

॥ ২২২ ॥

(বাল্মীকির প্রবেশ।)

খাম্বাজ।

সকলে।—এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে।
না মানি বারণ, না মানি শাসন, না মানি কাহারে।

কেবা রাজা কার রাজ্য মোরা কি জানি ?
প্রতি জনেই রাজা মোরা, বনই রাজধানী !
রাজা প্রজা, উঁচু নীচু, কিছু না গণি !
ত্রিভুবন মাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়,
মাথার উপরে র'য়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয় !

॥ ২২৩ ॥

পিলু।

১ম দস্যু।—এখন কর্ব্ব' কি বল্ !

সকলে।—(বাল্মীকির প্রতি) এখন কর্ব্ব' কি বল্ !

১ম দস্যু।—হো রাজা, হাজির র'য়েছে দল !

সকলে।—

বল রাজা, কর্ব্ব' কি বল্, এখন কর্ব্ব' কি ব'ল্ !

১ম দস্যু।—

পেলে মুখেরি কথা, আনি যমেরি মাথা,
ক'রে দিই রসাতল।

সকলে।—ক’রে দিই রসাতল।

সকলে।—হো রাজা, হাজির র’য়েছে দল,

বল্ রাজা, কর্ব্ব’ কি বল্, এখন কর্ব্ব’ কি বল্!

॥ ২২৪ ॥

ঝিঁঝিট।

বাল্মীকি।—শোন্ তোরা তবে শোন্।

অমানিশা আজিকে পূজা দেব কালীকে,

ত্বরা করি যা’ তবে, সবে মিলি যা’ তোরা,

বলি নিয়ে আয়। ২২৫॥

(বাল্মীকির প্রস্থান)

রাগিণী বেলাবতী।

সকলে মিলিয়া।—

তবে আয় সবে আয়, তবে আয় সবে আয়,

তবে ঢাল্ সুরা, ঢাল্ সুরা ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্!

দয়া মায়া কোন্ ছার ছারখার হোক্ !
কেবা কাঁদে কার তরে, হাঃ হাঃ হাঃ !
তবে আন্ তলোয়ার, আন্ আন্ তলোয়ার,
তবে আন্ বরষা, আন্ আন্ দেখি ঢাল্,

১ম দস্যু।

আগে পেটে কিছু ঢাল, পরে পিঠে নিবি ঢাল,
হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ,
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ ! ২২৬ ॥

ঝংলা ভূপালি।

সকলে।—(উঠিয়া) কালী কালী বলোরে আজ,
বল হো, হো হো, বল হো, হো হো, বল হো,
নামের জোরে সাধিব কাজ,
বল হো হো বল হো বল হো !
ঐ ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গ মাঝারে,

ঐ লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্যামারে,
ঐ লট্ট পট্ট কেশ, অট্ট অট্ট হাসেরে ;
হাহা হাহাহা হাহাহা !
আরে বল্‌রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়,
জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়,
আরে বল্‌রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়।
আরে বল্‌রে শ্যামা মায়ের জয় ! ২২৭ ॥

(গমনোদ্যম ও একটি বালিকার প্রবেশ)

মিশ্র মল্লার।

বালিকা।—ঐ মেঘ করে বুঝি গগনে !
আঁধার ছাইল রজনী আইল,
ঘরে ফিরে যাব কেমনে !
চরণ অবশ হায়, শ্রান্ত ক্লান্ত কায়,

সারা দিবস বন ভ্রমণে !
ঘরে ফিরে যাব কেমনে ! ২২৮ ॥

দেশ।

বালিকা ।—এ কি এ ঘোর বন !—এনু কোথায়!
পথ যে জানি না, মোরে দেখায়ে দেনা !
কি করি এ আঁধার রাতে !
কি হবে মোর, হায় !
ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েছে গগনে,
চকিতে চপলা চমকে সঘনে,
একেলা বালিকা
তরাসে কাঁপে কায় ! ২২৯ ॥

পিলু।

১ম দস্যু ।—(বালিকার প্রতি)
পথ ভুলেছিস্ সত্যি বটে ?

সিধে রাস্তা দেখ্‌তে চাস্‌ ?
এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেব,
সুখে থাক্‌বি বার মাস্‌!

সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ   হাঃ হাঃ হাঃ।

২য় দস্যু।—(প্রথমের প্রতি) কেমন হে ভাই ?
কেমন সে ঠাঁই ?

১ম।— মন্দ নহে বড়,
এক দিন না এক দিন সবাই সেথায় হব জড়।

সকলে।— হাঃ হাঃ হাঃ।

৩য়।— আয় সাথে আয়,
রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিইগে তবে,
আর তা' হ'লে রাস্তা ভুলে ঘুর্‌তে নাহি হবে!

সকলে।— হাঃ হাঃ হাঃ। ২৩০ ॥

সকলের প্রস্থান।

বনদেবীগণের প্রবেশ।

মিশ্র ঝিঁঝিট।

মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যায়!
আহা ঐ করুণ চোখে ও কার পানে চায়!
বাঁধা কঠিন পাশে অঙ্গ কাঁপে ত্রাসে,
আঁখি জলে ভাসে এ কি দশা হায়!
এ বনে কে আছে যাব কার কাছে
কে ওরে বাঁচায়! ২৩১ ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য। অরণ্যে কালী-প্রতিমা। বাল্মীকি স্তবে আসীন।

বাগেশ্রী।

রাঙা পদ পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা।
আজি এ ঘোর নিশীথে পূজিব তোমারে তারা।

সুরময় থরহর'—ব্রহ্মাণ্ড বিপ্লব কর,'
রণরঙ্গে মাতো মাগো ঘোরা উন্মাদিনী পারা।
ঝলসিয়ে দিশি দিশি, ঘুরাও তড়িত অসি,
ছুটাও শোণিত স্রোত ভাসাও বিপুল ধরা।
উর কালী কপালিনী, মহাকাল-সীমন্তিনী,
লহ জবা পুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাৎপরা। ২৩২॥

(বালিকারে লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ)

কাফি।

দস্যুগণ। দেখ, হো ঠাকুর, বলি এনেছি মোরা।
বড় সরেস, পেয়েছি বলি সরেস,
এমন সরেস মছলি রাজা জালে না পড়ে ধরা।
দেরী কেন ঠাকুর সেরে ফেল' ত্বরা!
২৩৩॥

কানেড়া।

বাল্মীকি।—

নিয়ে আয় কৃপাণ, রয়েছে তৃষিতা শ্যামা মা,
শোণিত পিয়াও, যা' ত্বরায়।
লোল জিহ্বা লকলকে, তড়িত খেলে চোখে,
করিয়ে খণ্ড দিক্ দিগন্ত, ঘোর দন্ত ভায়।।২৩৪

ঝিঁঝিট।

বালিকা।—

কি দোষে বাঁধিলে আমায়, আনিলে কোথায়!
পথহারা একাকিনী বনে অসহায়,
রাখ রাখ রাখ বাঁচাও আমায়।
দয়া কর অনাথারে কে আমার আছে,
বন্ধনে কাতর তনু মরি যে ব্যথায়!

বনদেবী। (নেপথ্যে) দয়া কর অনাথারে দয়া কর গো
বন্ধনে কাতর তনু জর্জ্জর ব্যথায়। ২৩৫॥

সিন্ধু ভৈরবী।

বাল্মীকি।—এ কেমন হ'ল মন আমার !
কি ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে পা
পাষাণ হৃদয়ো গলিল কেনরে,
কেন আজি আঁখিজল দেখা দিল নয়
কি মায়া এ জানে গো,
পাষাণের বাধ এযে টুটিল,
সব ভেসে গেল গো—সব ভেসে গেল গো—
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে ! ২৩৬ ॥

পরজ।

১ম দস্যু।—
আরে, কি এত ভাবনা, কিছুত বুঝি না,
২য় দস্যু।— সময় ব'হে যায় যে।

৩য় দস্যু।—

কখন্ এনেছি মোরা এখনো ত হল না,

সিদ্ধে ।— এ কেমন রীতি তব বাহ্ রে !

।—না না হবে না, এ বলি হবে না,

লোল অন্য বলির তরে যা'রে যা' !

করিয়ে।—

অন্য বলি এ রা[illegible] কোথা মোরা পাব

২য় দস্যু।—এ কেমন কথা কও বাহ্ রে ! ২৩৭ ॥

দেওগিরী।

বাল্মীকি।—শোন্ তোরা শোন্ এ আদেশ

কৃপাণ খর্পর ফেলে দে দে।

বাঁধন কর ছিন্ন,

মুক্ত কর' এখনি রে ! ২৩৮ ॥

(যথাদিষ্ট কৃত)

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী খট্—তাল ঝাঁপতাল।

আমরা যে, শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্রমন, পদে পদে হয় পিতা চরণস্খলন।

রুদ্র মুখ কেন তবে, দেখাও মোদের সবে, কেন হেরি মাঝে মাঝে ভ্রূকুটি ভীষণ?

ক্ষুদ্র আমাদের পরে করিও না রোষ, স্নেহ-বাক্যে বল পিতা, কি করেছি দোষ, শতবার লও তুলে, শতবার পড়ি ভুলে, কি আর করিতে পারে দুর্ব্বল যে জন!

পৃথ্বীর ধূলিতে দেব মোদের ভবন, পৃথ্বীর ধূলিতে অন্ধ মোদের নয়ন, জন্মিয়াছি শিশু হোয়ে, খেলা করি ধূলি লোয়ে, মোদের অভয় দাও দুর্ব্বল-শরণ।

একবার ভ্রম হোলে আর কি লবে না কোলে, অমনি কি দূরে তুমি করিবে গমন?

তা হ'লে যে আর কভু উঠিতে নারিব প্রভু,
ভূমিতলে চির দিন রব অচেতন। ২৭৪ ॥

রাগিণী ইমন ভূপালি—তাল কাওয়ালি।

এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ!
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়-নাথ,
প্রেম-উৎস উথলিল আজি—
বল হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী,
কি ধন তোমারে দিব উপহার?
হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব,
যাহা কিছু আছে মম, সকলি লও হে নাথ ॥২৭৫॥

গুজরাটী ভজন—তাল একতালা।

কোথা আছ প্রভু? এসেছি দীন হীন
আলয় নাহি মোর অসীম সংসারে।

অতি দূরে দূরে ভ্রমিছি আমি হে,
প্রভু প্রভু ব'লে ডাকি কাতরে।
সাড়া কি দিবে না, দীনে কি চাবে না,
রাখিবে ফেলিয়ে অকূল আঁধারে ?
পথ যে জানিনে, রজনী আসিছে
একেলা আমি যে এ বন মাঝারে,
জগত-জননী, লহ' লহ' কোলে,
বিরাম মাগিছে শ্রান্ত শিশু এ,
পিয়াও অমৃত, তৃষিত সে অতি,
জুড়াও তাহারে স্নেহ বরষিয়ে।
ত্যজি সে তোমারে, গেছিল চলিয়ে
কাঁদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে,
আর সে যাবে না, রহিবে সাথ সাথ,
ধরিয়ে তব হাত ভ্রমিবে নির্ভয়ে।

এস তবে প্রভু, স্নেহ-নয়নে
এমুখ পানে চাও, ঘুচিবে যাতনা,
পাইব নব বল, মুছিব অশ্রুজল,
চরণ ধরিয়ে পূরিবে কামনা। ২৭৬॥

রাগ ভয়রোঁ—তাল কাওয়ালি।

তুমি কি গো পিতা আমাদের, ওই যে নেহারি
মুখ অতুল স্নেহের।
ওই যে নয়ন তব, অরুণ কিরণ নব, বিমল
চরণ-তলে ফুল ফুটে প্রভাতের।
ওই কি স্নেহের রবে, ডাকিছ মোদের সবে,
তোমার আসন ঘেরি দাঁড়াব কি কাছে গিয়া ?
হৃদয়ের ফুলগুলি যতনে ফুটায়ে তুলি, দিবে
কি বিমল করি প্রসাদ-সলিল দিয়া ? ২৭৭॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল ঝাঁপতাল।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হবনাক পথহারা,
যেথা আমি যাইনাক, তুমি প্রকাশিত থাক,
আকুল নয়ন জলে ঢাল গো কিরণ ধারা।
তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কূল-কিনারা।
কখন বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা। ২৭৮ ॥

রাগিণী ধুন্—তাল কাওয়ালি।

দিবানিশি করিয়া যতন,
হৃদয়েতে রচেছি আসন,
জগতপতি হে কৃপা করি
হেথা কি করিবে আগমন?

অতিশয় বিজন এ ঠাঁই,
কোলাহল কিছু হেথা নাই,
হৃদয়ের নিভৃত নিলয়
করেছি যতনে প্রক্ষালন।
বাহিরের দীপ রবি-তারা
ঢালে না সেথায় কর-ধারা,
তুমিই করিবে শুধু, দেব,
সেথায় কিরণ বরিষণ।
দূরে বাসনা চপল,
দূরে প্রমোদ কোলাহল,
বিষয়ের মান অভিমান,
করেছে সুদূরে পলায়ন।
কেবল আনন্দ বসি সেথা,
মুখে নাই একটিও কথা,

তোমারি সে পুরোহিত, প্রভু,
করিবে তোমারি আরাধন,
নীরবে বসিয়া অবিরল
চরণে দিবে সে অশ্রুজল.
দুয়ারে জাগিয়া রবে একা
মুদিয়া সজল দুনয়ন। ২৭৯ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্ব-পিতঃ,
তোমারি রচিত ছন্দ মহান্ বিশ্বের গীত।
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা হোয়ে ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লোয়ে
আমিও দুয়ারে তব হ'য়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শুনাব গীত এসেছি তাহারি লাগি
গাহে যেথা রবি শশী, সেই সভা মাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত। ২৭৯॥

রাগিণী দেশ—তাল আড়াঠেকা।

অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে,
যে আঁখি জগত পানে চেয়ে রয়েছে।
রবি শশি গ্রহ তারা, হয়নাক দিশে হারা,
সেই আঁখি পরে তারা আঁখি রেখেছে।
তরাসে আঁধারে কেন কাঁদিয়া বেড়াই,
হৃদয়-আকাশ পানে কেন না তাকাই।
ধ্রুব-জ্যোতি সে নয়ন জাগে সেথা অনুক্ষণ,
সংসারের মেঘে বুঝি দৃষ্টি ঢেকেছে ! ২৮১ ॥

রাগিণী টোড়ি—তাল ঝাঁপতাল।

আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্ব্বাদ
প্রভাত কিরণে।
পবিত্র কর-পরশ পেয়ে
ধরণী লুঠিছে তাঁহারি চরণে।

আনন্দে তরুলতা নোয়াইছে মাথা
কুসুম ফোটাইছে শত বরণে।
আশা উল্লাসে চরাচর হাসে
কি ভয় কি ভয় দুখ তাপ মরণে। ২৮২॥

রাগিণী কর্ণাটী খাম্বাজ—তাল ফের্‌তা।

আজি শুভ দিনে, পিতার ভবনে
অমৃত সদনে চল যাই।
চল চল চল ভাই।
না জানি সেথা কত সুখ মিলিবে
আনন্দের নিকেতনে,
চল চল চল ভাই।
মহোৎসবে ত্রিভুবন মাতিল,
কি আনন্দ উথলিল;
চল চল চল ভাই।

দেবলোকে উঠিয়াছে জয় গান,
গাহ সবে একতান,
বল সবে জয় জয়। ২৮৩ ॥

রাগিণী খট্—তাল একতালা।

আঁধার রজনী পোহাল
জগত পূরিল পুলকে,
বিমল প্রভাত কিরণে
মিলিল হ্যালোক ভূলোকে।
জগত নয়ন তুলিয়া,
হৃদয় দুয়ার খুলিয়া
হেরিছে হৃদয়নাথেরে
আপন হৃদয়-আলোকে।
প্রেমমুখহাসি তাঁহারি,
পড়িছে ধরার আননে,

কুসুম বিকশি উঠিছে,
সমীর বহিছে কাননে।
সুধীরে আঁধার টুটিছে,
দশ দিক্ ফুটে উঠিছে—
জননীর কোলে যেন রে
জাগিছে বালিকা বালকে।
জগত যে দিকে চাহিছে
সে দিকে দেখিনু চাহিয়া,
হেরি সে অসীম মাধুরী
হৃদয় উঠিছে গাহিয়া।
নবীন আলোকে ভাতিছে,
নবীন আশায় মাতিছে
নবীন জীবন লভিয়া
জয় জয় উঠে ত্রিলোকে। ২৮৪ ॥

তৃতীয় দৃশ্য। অরণ্য। বাল্মীকি।

খাম্বাজ।

বাল্মীকি। ব্যাকুল হ'য়ে বনে বনে
ভ্রমি একেলা শূন্য মনে !
কে পূরাবে মোর কাতর প্রাণ,
জুড়াবে হিয়া সুধা বরিষণে ? ২৩৯ ॥

(প্রস্থান)

(দস্যুগণ বালিকাকে পুনর্ব্বার ধরিয়া আনিয়া)

মিশ্র বাগেশ্রী।

ছাড়ব না ভাই ছাড়ব না ভাই
এমন শিকার ছাড়ব না।

হাতের কাছে অম্নি এল, অম্নি যাবে!
অম্নি যেতে দেবে কেরে!
রাজাটা খেপেছেরে তার কথা আর মান্‌ব না।
আজ রাতে ধুম হবে ভারি,
নিয়ে আয় কারণ-বারি,
জ্বেলে দে মশালগুলো মনের মতন পূজো দেব-
নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে—রাজাটা খেপেছেরে,
তার কথা আর মান্‌ব না! ১৪০ ॥

কানাড়া।

প্রথম দস্যু।—

রাজা মহারাজা কে জানে আমিই রাজাধিরাজ
তুমি উজীর কোতোয়াল তুমি,
ঐ ছোঁড়াগুলো বর্কন্দাজ!
যত সব কুঁড়ে আছে ঠাঁই জুড়ে,
কাজের বেলায় বুদ্ধি যায় উড়ে!

পা ধোবার জল নিয়ে আয় ঝট্,
কর তোরা সব যে যার কাজ! ২৪১॥

খাম্বাজ।

দ্বিতীয় দস্যু।

আছে তোমার বিদ্যে সাধ্যি জানা!
রাজত্ব করা এ কি তামাসা পেয়েছ!

প্রথম। জানিস্ না কেটা আমি!

দ্বিতীয়। ঢের ঢের্ জানি—ঢের্ ঢের্ জানি—

প্রথম। হাসিস্‌নে হাসিস্‌নে মিছে যা যা—
সব আপনা কাজে যা যা,
যা আপন কাজে!

দ্বিতীয়। খুব তোমার লম্বা চৌড়া কথা!
নিতান্ত দেখি তোমায় কৃতান্ত ডেকেছে!
॥ ২৪২ ॥

মিশ্র সিন্ধু।

তৃতীয়। আঃ কাজ কি গোলমালে।
না হয় রাজাই সাজালে!
মরবার বেলায় মর্‌বে ওটাই
আমরা থাক্‌ব ফাঁকতালে!
প্রথম। রাম রাম হরি হরি,
ওরা থাক্‌তে আমি মরি!
তেমন তেমন দেখ্‌লে বাবা ঢুক্‌ব আড়ালে!
সকলে। ওরে চল্ তবে শীগ্‌গিরি,
আনি পূজোর সামিগ্‌গিরি!
কথায় কথায় রাত পোহালো
এম্‌নি কাজের ছিরি! ২৪৩॥

(প্রস্থান)

গারা ভৈরবী।

বালিকা। হা কি দশা হল আমার !
কোথা গো মা করুণাময়ী অরণ্যে প্রাণ যায় গো !
মুহূর্ত্তের তরে মা গো দেখা দাও আমারে
জনমের মত বিদায় ! ২৪৪ ॥

পূজার উপকরণ লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ।

ও কালি প্রতিমা ঘিরিয়া নৃত্য।

ভাটিয়ারি।

এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্ডমালিনী !
তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে চমকে ধরণী !
ক্ষান্ত দে মা শান্ত হ মা সন্তানের মিনতি !
রাঙা নয়ন দেখে নয়ন মুদি ওমা ত্রিনয়নী !২৪৫॥

বাল্মীকির প্রবেশ।

বেহাগ।

বাল্মীকি। অহো আস্পর্দ্ধা এ কি তোদের নরাধম!
তোদের কারেও চাহিনে আর, আর আর নারে—
দূর্ দূর্ দূর্ আমারে আর ছুঁস্‌নে!
এ সব কাজ আর না, এ পাপ আর না,
আর না আর না, ত্রাহি, সব ছাড়িনু!

প্রথম।
দীন হীন এ অধম আমি কিছুই জানিনে রাজা!
এরাইত যত বাধালে জঞ্জাল,
এত করে বোঝাই বোঝে না!
কি করি, দেখ বিচারি!

দ্বিতীয়। বাঃ—এওত বড় মজা, বাহবা!
যত কুঁয়ের গোড়া ওইত, আরে বল্ নারে!

প্রথম। দূর্ দূর্ দূর্ নিলজ্জ আর বকিস্‌নে!

বাল্মীকি। তফাতে সব সরে যা! এ পাপ আর না,

আর না, আর না, ত্রাহি, সব ছাড়িনু! ২৪৬॥

(দস্যুগণের প্রস্থান)

ভৈরবী।

বাল্মীকি।

আয় মা আমার সাথে কোন ভয় নাহি আর।

কত দুঃখ পেলি বনে আহা মা আমার!

নয়নে ঝরিছে বারি, এ কি মা সহিতে পারি!

কোমল কাতর তনু কাঁপিতেছে বার বার!

॥ ২৪৭ ॥

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। বনদেবীগণের প্রবেশ।

মল্লার।

ঝিম্ ঝিম্ ঘন ঘনরে বরষে।
গগনে ঘনঘটা শিহরে তরু লতা,
ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে।
দিশি দিশি সচকিত দামিনী চমকিত,
চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে। ২৪৮॥

(প্রস্থান)

বাল্মীকির প্রবেশ।

বেহাগ।

কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই।
কেন প্রাণ কেন কাঁদেরে!

যাই দেখি শিকারেতে, রহিব আমোদে মেতে,
ভুলি সব জ্বালা বনে বনে ছুটিয়ে
কেন প্রাণ কেন কাঁদেরে !
আপনা ভুলিতে চাই ভুলিব কেমনে !
কেমনে যাবে বেদনা !
ধরি ধনু আনি বাণ, গাহিব ব্যাধের গান,
দলবল লয়ে মাতিব ।
কেন প্রাণ কেন কাঁদেরে ! ২৪৯ ॥

(শৃঙ্গধ্বনি পূর্ব্বক দস্যুদের আহ্বান)

দস্যুগণের প্রবেশ ।

স্থরট ।

দস্যু । কেন রাজা ডাকিস্ কেন, এসেছি সবে !
বুঝি আবার শ্যামা মায়ের পূজো হবে !

বাল্মীকি। শিকারে হবে যেতে আয়রে সাথে !
প্রথম। ওরে রাজা কি বল্‌চে শোন্‌ !
সকলে। শিকারে চল্‌ তবে !
সবারে আন্‌ ডেকে যত দলবল সবে ! ২৫০ ॥
(বাল্মীকির প্রস্থান)

ইমন কল্যাণ।

এই বেলা সবে মিলে চলহো, চলহো,
ছুটে আয়, শিকারে কেরে যাবি আয়,
এমন রজনী বহে যায় যে,
ধনুর্বাণ বল্লম লয়ে হাতে আয় আয় আয় আয়।
বাজা শিঙ্গা ঘন ঘন শব্দে কাঁপিবে বন
আকাশে ফেটে যাবে, চমকিবে পশু পাখী সবে,
ছুটে যাবে কাননে কাননে, চারিদিকে ঘিরে
যাব পিছে পিছে হো হো হো হো ! ২৫১ ॥

বাল্মীকির প্রবেশ।

বাহার।

বাল্মীকি।—

গহনে গহনে যারে তোরা নিশি বহে যায় যে!
তন্ন তন্ন করি অরণ্য করি বরাহ খোঁজ্ গে,
এই বেলা যারে!
নিশাচর পশু সবে, এখনি বাহির হবে,
ধনুর্ব্বাণ নেরে হাতে চল্ ত্বরা চল্!
জ্বালায়ে মশাল আলো এই বেলা আয়রে!২৫২॥
(প্রস্থান)

অহং।

প্রথম। চল চল ভাই ত্বরা করে মোরা আগে যাই
দ্বিতীয়। প্রাণ পণ খোঁজ এ বন সে বন,
চল্ মোরা ক'জন ওদিকে যাই।

প্রথম। নানা ভাই, কাজ নাই,
হোথা কিছু নাই কিছু নাই,
ওই ঝোপে যদি কিছু পাই।

দ্বিতীয়। বরা' বরা'—

প্রথম।
আরে দাঁড়া দাঁড়া অত ব্যস্ত হলে ফস্কাবে শিকার,
চুপি চুপি আয়, চুপি চুপি আয়, অশথ তলায়,
এবার ঠিক ঠাক্ হয়ে সবে থাক্,
সাবধান ধর বাণ, সাবধান ছাড় বাণ,
গেল গেল ঐঐ পালায় পালায় চল্ চল্
ছোট্‌রে পিছে আয়রে ত্বরা যাই। ২৫৩॥

বনদেবীগণের প্রবেশ।

মিশ্র মোল্লার।

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে!
সাধের কাননে শান্তি নাশিতে।

মত্ত করী যত পদ্মবন দলে,
বিমল সরোবর মন্থিয়া,
ঘুমন্ত বিহগে কেন বধেরে,
সঘনে খর-শর সন্ধিয়া,
তরাসে চমকিয়ে হরিণ হরিণী
স্খলিত চরণে ছুটিছে।
স্খলিত চরণে ছুটিছে কাননে
করুণ নয়নে চাহিছে—
আকুল সরসী, সারস সারসী
শর-বনে পশি কাঁদিছে!
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
বিপদ ঘন ছায়া ছাইয়া—
কি জানি কি হবে আজি এ নিশীথে,
তরাসে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া।২৫৫॥

প্রথম দস্যুর প্রবেশ।

দেশ।

প্রাণ নিয়েত সট্‌কেছিরে করবি এখন কি!
ওরে বরা' করবি এখন কি!
বাবারে, আমি চুপক'রে এই কচুবনে লুকিয়ে
থাকি।
এই মরদের মুরদ্‌খানা, দেখেও কিরে ভড়কালি না,
বাহবা সাবাস্‌ তোরে, সাবাস্‌রে তোর ভরসা
দেখি! ২৫৫॥

(খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আরেক জন দস্যুর প্রবেশ)

গৌরী।

অন্য দস্যু। বল্‌ব কি আর বল্‌ব খুড়ো—উঁউঁ!

আমার যা হয়েছে, বলি কার কাছে,

একটা বুনো ছাগল তেড়ে এসে মেরেছে ঢুঁ!

প্রথম। তখন যে ভারি ছিল জারি জুরি,

এখন কেন করচ বাপু উঁউঁউঁ—

কোন্ খানে লেগেছে বাবা দিই একটু ফুঁ!

॥ ২৫৭ ॥

দস্যুগণের প্রবেশ।

শঙ্করা।

দস্যুগণ। সর্দার মশায় দেরী না সয়,

তোমার আশায় সবাই বসে।

শিকারেতে হবে যেতে

মিহী কোমর বাঁধ ক'সে!

বনবাদাড় সব ঘেঁটে ঘুঁটে,

আমরা মরি খেটে খুটে

তুমি কেবল লুটে পুটে
পেট পোরাবে ঠেসে ঠুসে !

প্রথম। কাজ কি খেয়ে তোফা আছি,
আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি,
শিকার কর্ত্তে যায় কে ম'র্ত্তে,
ঢুঁসিয়ে দেবে বরা' মোষে।
ঢুঁ খেয়ে ত পেট ভরে না—
সাধের পেট্‌টি যাবে ফেঁসে ! ২৫৮॥

(হাসিতে হাসিতে প্রস্থান ও শিকারের পশ্চাৎ
পশ্চাৎ পুনঃপ্রবেশ)

বাল্মীকির দ্রুত প্রবেশ।

বাহার।

বাল্মীকি। রাখ্ রাখ্ ফেল্ ধনু, ছাড়িস্‌নে বাণ !

হরিণ শাবক দুটি প্রাণভয়ে ধায় ছুটি,
চাহিতেছে ফিরে ফিরে করুণ নয়ান।
কোন দোষ করেনিত, সুকুমার কলেবর,
কেমনে কোমল দেহে বিঁধিবি কঠিন শর!
থাক্ থাক্ ওরে থাক্, এ দারুণ খেলা রাখ্,
আজ হতে বিসর্জ্জিনু এ ছার ধনুক বাণ।

॥ ২৫৯ ॥

(প্রস্থান)

(দস্যুগণের প্রবেশ।)

নট্‌নারায়ণ।

দস্যুগণ। আর না আর না এখানে আর না,
আয় রে সকলে চলিয়া যাই!
ধনুক বাণ ফেলেছে রাজা,

এথানে কেমনে থাকিব ভাই!
চল চল চল এখনি যাই।

(বাল্মীকির প্রবেশ।)

দস্যুগণ। তোর দশা, রাজা, ভাল ত নয়,
রক্ত পাতে পাস্‌রে ভয়,
লাজে মোরা ম'রে যাই!
পাখীটি মারিলে কাঁদিয়া খুন,
না জানি কে তোরে করিল গুণ,
হেন কভু দেখি নাই! ২৬০ ॥

(দস্যুগণের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

হাম্বির।

বাল্মীকি।—জীবনের কিছু হ'ল না, হায়!—
হল'না গো হ'ল না হায়, হায়,

গহনে গহনে কত আর ভ্রমিব নিরাশার

এ আঁধারে ?

শূন্য হৃদয় আর বহিতে যে পারি না,

পারিনা গো পারিনা আর।

কি ল’য়ে এখন ধরিব জীবন, দিবস রজনী চলিয়া

যায়,

দিবস রজনী চলিয়া যায়,

কতকি করিব বলি কত উঠে বাসনা,

কি করিব জানি না গো!

সহচর ছিল যারা ত্যেজিয়া গেল তারা ; ধনুর্ব্বাণ

ত্যেজেছি ;

কোন আর নাহি কাজ!

কি করি কি করি বলি হাহা করি ভ্রমি গো,

কি করিব জানি না যে! ২৬১ ॥

ব্যাধগণের প্রবেশ।

মিশ্র পূরবী।

প্রথম। দেখ্ দেখ্ ছুটো পাখী বসেছে গাছে।
দ্বিতীয়। আয় দেখি চুপি চুপি আয়রে কাছে!
প্রথম। আরে ঝট্ করে এইবারে ছেড়ে দেরে বাণ।
দ্বিতীয়। রোস্ রোস্ আগে আমি করিরে সন্ধান!

॥ ২৬২ ॥

সিন্ধু ভৈরবী।

বাল্মীকি।

থাম্ থাম্ কি করিবি বধি পাখীটির প্রাণ।
ছুটিতে র'য়েছে সুখে, মনের উলাসে গাহি-
তেছে গান!

১ম ব্যাধ। রাখ' মিছে ওসব কথা,
কাছে মোদের এসনাক হেথা,

চাইনে ওসব শাস্তর কথা, সময় ব'হে যায় যে।

বাল্মীকি। শোন শোন মিছে রোষ কোর না!

ব্যাধ। থাম থাম ঠাকুর এই ছাড়ি বাণ!

(একটি ক্রৌঞ্চকে বধ)

বাল্মীকি।

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ,

যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং।

॥ ২৬৩ ॥

বাহার।

কি বলিনু আমি!—এ কি সুললিত বাণী রে!

কিছু না জানি কেমনে যে আমি প্রকাশিনু দেবভাষা,

এমন কথা কেমনে শিখিনু রে।

পুলকে পূরিল মনপ্রাণ, মধু বরষিল শ্রবণে,

এ কি!—হৃদয়ে এ কি এ দেখি!—
ঘোর অন্ধকার মাঝে এ কি জ্যোতি ভায়
অবাক্!—করুণা এ কার? ২৬৪ ॥

(সরস্বতীর আবির্ভাব।)

ভূপালী।

বাল্মীকি। এ কি এ, একি এ, স্থির চপলা!
কিরণে কিরণে হ'ল সব দিক উজলা।
কি প্রতিমা দেখি এ,
জোছনা মাখিয়ে
কে রেখেছে আঁকিয়ে,
আ মরি কমল পুতলা! ২৬৫ ॥
(ব্যাধগণের প্রস্থান)

বনদেবীগণের প্রবেশ।

বনদেবী। নমি নমি ভারতী তব কমল চরণে,
পুণ্য হল বনভূমি ধন্য হল প্রাণ।
বাল্মীকি। পূর্ণ হল বাসনা, দেবী কমলাসনা,
ধন্য হল দস্যুপতি গলিল পাষাণ।
বনদেবী। কঠিন ধরাভূমি এ, কমলালয়া তুমি যে,
হৃদয় কমলে চরণ কমল কর দান!
বাল্মীকি। তব কমল পরিমলে রাখ হৃদি ভরিয়ে
চির দিবস করিব তব চরণ-সুধা পান।

॥ ২৬৬ ॥

দেবীগণের অন্তর্ধান।

বাল্মীকি কালী প্রতিমার প্রতি।

রামপ্রসাদী সুর।

শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা!

পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না বুঝে মা বলেছি মা !
এত দিন কি ছল করে তুই পাষাণ করে রেখেছিলি !
(আজ) আপন মায়ের দেখা পেয়ে নয়ন জলে
গলেছি মা !
কালো দেখে ভুলিনে আর, আলো দেখে ভুলেছে
মন,
আমায় তুমি ছলেছিলে,(এবার) আমি তোমায়
ছলেছি মা।
মায়ার মায়া কাটিয়ে এবার মায়ের কোলে চলেছি
মা। ২৬৭॥

ষষ্ঠ দৃশ্য।

টোড়ী।

বাল্মীকি।—কোথা লুকাইলে ?
। সব আশা নিভিল, দশদিশি অন্ধকার

সবে গেছে চ'লে ত্যেজিয়ে আমারে,
তুমিও কি তেয়াগিলে ? ২৬৮ ॥

(লক্ষ্মীর আবির্ভাব)

সিন্ধু।

লক্ষ্মী।—

কেন গো আপন মনে, ভ্রমিছ বনে বনে, সলিল
দুনয়নে
কিসের দুখে ?
কমলা দিতেছে আসি, রতন রাশি রাশি, ফুটুক
তবে হাসি
মলিন মুখে।
কমলা যারে চায়, বল সে কি না পায়, দুখের
এ ধরায়
থাকে সে সুখে।

ত্যজিয়া কমলাসনে, এসেছি ঘোর বনে, আমারে শুভক্ষণে

হের গো চোখে। ২৬৯ ॥

টৌড়ী।

বাল্মীকি।—

(আমার) কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা!

তুমিত নহো সে দেবী, কমলাসনা,

কোরোনা আমারে ছলনা!

কি এনেছ ধন্ মান! তাহা যে চাহেনা প্রাণ;

দেবি গো, চাহিনা চাহিনা, মণিময় ধূলিরাশি চাহি না,

তাহা লোয়ে সুখী যারা হয় হোক্—হয় হোক্—

আমি, দেবি, সে সুখ চাহি না।

যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,

এ বনে এসনা এসনা,

এসনা এ দীন জন কুটীরে!
যে বীণা শুনেছি কানে, মনপ্রাণ আছে ভোর,
আর কিছু চাহিনা চাহিনা! ২৭০ ॥
(লক্ষ্মীর অন্তর্ধান বাল্মীকির প্রস্থান।)

(বনদেবীগণের প্রবেশ।)

ভৈরোঁ।

বাণী বীণাপাণি করুণাময়ী।
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে,
দরশ দিয়ে লুকালে কোথা দেবি অয়ি!
স্বপন সম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা,
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরম বেদনা,
তোমারে চাহি ফিরিছে হের কাননে কাননে ওই!
॥ ২৭১ ॥

(বনদেবীগণের প্রস্থান। বাল্মীকির প্রবেশ। সরস্বতীর আবির্ভাব)

বাহার।

বাল্মীকি। এই যে হেরি গো দেবী আমারি।
সব কবিতাময় জগত চরাচর,
সব শোভাময় নেহারি।
ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনক রবি উদিছে,
ছন্দে জগ-মণ্ডল চলিছে,
জ্বলন্ত কবিতা তারকা সবে;
এ কবিতার মাঝারে তুমি কেগো দেবি
আলোকে আলো আঁধারি!
আজি মলয় আকুল, বনে বনে এ কি এ গীত
গাহিছে,

ফুল কহিছে প্রাণের কাহিনী,
সব রাগ রাগিণী উছাসিছে,
এ আনন্দে আজ গীত গাহে মোর হৃদয় সব অবারি
তুমিই কি দেবী ভারতী, কৃপাগুণে অন্ধ আঁখি
ফুটালে,
ঊষা আনিলে প্রাণের আঁধারে,
প্রকৃতির রাগিণী শিখাইলে ?
তুমি ধন্য গো,
রব' চিরকাল চরণ ধরি তোমারি ।২৭২॥

গৌড় মল্লার।

হৃদয়ে রাখ' গো দেবি, চরণ তোমার ।
এস, মা করুণারাণী, ও বিধু-বদন খানি
হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরিব আবার ।
এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার ।

মৃদু মৃদু হাসি হাসি, বিলাও অমৃত রাশি,
আলোয় ক'রেছ আলো, জ্যোতি-প্রতিমা,
তুমি গো লাবণ্য-লতা, মূর্ত্তি মধুরিমা।
বসন্তের বনবালা, অতুল রূপের ডালা,
মায়ার মোহিনী মেয়ে ভাবের আধার,
ঘুচাও মনের মোর সকল আঁধার।
অদর্শন হ'লে তুমি ত্যেজি লোকালয় ভূমি
অভাগা বেড়াবে কেঁদে গহনে গহনে,
হেরে মোরে তরুলতা, বিষাদে কবে না কথা
বিষণ্ণ কুসুমকুল বনফুল-বনে।
"হা দেবী, হা দেবী" বলি, গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি;
ঝরিবে ফুলের চোখে শিশির-আসার,
হেরিব জগত শুধু আঁধার—আঁধার।
সরস্বতী। দীনহীন বালিকার সাজে,
এসেছিনু এ ঘোর বনমাঝে,

গলাতে পাষাণ তোর মন,
কেন, বৎস, শোন্ তাহা, শোন্!
আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান।
তোর গানে গো'লে যাবে সহস্র পাষাণ-প্রাণ।
যে রাগিণী শুনে তোর গ'লেছে কঠোর মন,
সে রাগিণী তোরি কণ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষণ।
অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণ-তলে,
চারি দিকে দিক-বধু আকুল নয়ন-জলে।
মাথার উপরে তোর কাঁদিবে সহস্র তারা,
অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রুর ধারা।
যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়,
শত-স্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগতময়।
যেথায় হিমাদ্রি আছে সেথা তোর নাম র'বে,
যেথায় জাহ্নবী বহে তোর কাব্য-স্রোত ব'বে!

সে জাহ্নবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া,
শ্মশান পবিত্র করি মরুভূমি উর্ব্বরিয়া !
শুনিতে শুনিতে বৎস, তোর সে অমর গীত,
জগতের শেষ দিনে রবি হবে অস্তমিত।
যতদিন আছে শশি, যতদিন আছে রবি,
তুই বাজাইবি বীণা তুই আদি, মহা কবি।
মোর পদ্মাসন তলে রহিবে আসন তোর।
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর।
বসি তোর পদতলে কবি বালকেরা যত
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত।
এই নে আমার বীণা, দিনু তোরে উপহার !
যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার॥ ২৭৩ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি,
দিবস কাটে বৃথায় হে—
আমি যেতে চাই তব পথ পানে
কত বাধা পায় পায় হে।
চারিদিকে হের ঘিরেছে কা'রা
শত বাঁধনে জড়ায় হে,
আমি, ছাড়াতে চাহি, ছাড়ে না কেন গো
ডুবায়ে রাখে মায়ায় হে।
দাও ভেঙ্গে দাও এ ভবের সুখ,
কাজ নেই এ খেলায় হে,
আমি ভুলে থাকি যত অবোধের মত
বেলা বহে তত যায় হে।
হান তব বাজ হৃদয়-গহনে,
দুখানল জ্বাল' তায় হে,

নয়নের জলে ভাসায়ে আমারে

সে জল দাও মুছায়ে হে।

শূন্য করে দাও হৃদয় আমার

আসন পাত' সেথায় হে,

তুমি এস এস নাথ হ'য়ে বস,

ভুলো না আর আমায় হে। ২৮৫ ॥

কীর্ত্তনের সুর।

(আমার) হৃদয় সমুদ্র তীরে কে তুমি দাঁড়ায়ে!

কাতর পরাণ ধায় বাহু বাড়ায়ে।

(হৃদয়ে) উথলে তরঙ্গ চরণ পরশের তরে

(তারা) চরণ কিরণ লয়ে কাড়াকাড়ি করে।

মেতেছে হৃদয় আমার ধৈরজ না মানে,

তোমারে ঘেরিতে চায় নাচে সঘনে।

(সখা) ঐ খেনেতে থাক তুমি যেয়োনা চলে

(আজি) হৃদয় সাগরের বাঁধ ভাঙ্গি সবলে!

কোথা হতে আজি প্রেমের পবন ছুটেছে
(আমার) হৃদয়ে তরঙ্গ কত নেচে উঠেছে!
তুমি দাঁড়াও তুমি যেয়োনা—
(আমার) হৃদয়ে তরঙ্গ আজি নেচে উঠেছে ॥২৮৬॥

রাগিণী মিশ্র—তাল ঝাঁপতাল।

এ কি সুগন্ধ-হিল্লোল বহিল
আজি প্রভাতে, জগত মাতিল তায়।
হৃদয়-মধুকর ধাইছে দিশি দিশি
পাগল প্রায়!
বরণ বরণ পুষ্প রাজি, হৃদয় খুলিয়াছে আজি,
সেই সুরভি-সুধা করিছে পান,
পূরিয়া প্রাণ, সে সুধা করিছে দান,
সে সুধা অনিলে উথলি যায়। ২৮৭ ॥

রাগিণী প্রভাতী—তাল একতালা।

এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি,
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি,
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে
কে তারে উদ্ধার করিবে।
চারিদিকে চাই নাহি হেরি গতি,
নাহি যে আশ্রয় অসহায় অতি,
আজি এ আঁধারে বিপদ পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে!
তুমি চাও পিতা ঘুচাও এ দুখ,
অভাগা দেশেরে হয়োনা বিমুখ,
নহিলে আঁধারে বিপদ পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে।
দেখ চেয়ে তব সহস্র সন্তান
লাজে নতশির, ভয়ে কম্পমান,

কাঁদিছে সহিছে শত অপমান
লাজমান আর থাকে না !
হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া
তোমারেও তাই গিয়েছে ভুলিয়া,
দয়াময় বলে আকুল হৃদয়ে
তোমারেও তারা ডাকে না।
তুমি চাও পিতা তুমি চাও চাও,
এ পাপ, হীনতা, এ দুঃখ ঘুচাও,
ললাটের কলঙ্ক মুছাও মুছাও
নহিলে এ দেশ থাকে না।
তুমি যবে ছিলে এ পুণ্য ভবনে,
কি সৌরভ সুধা বহিত পবনে,
কি আনন্দ গান উঠিত গগনে,
কি প্রতিভা জ্যোতি জ্বলিত !

ভারত অরণ্যে ঋষিদের গান
অনন্ত সদনে করিতে প্রয়াণ
তোমারে চাহিয়া পুণ্যপথ দিয়া
সকলে মিলিয়া চলিত !
আজ কি হয়েছে চাও পিতা চাও,
এ তাপ, এ পাপ, এ দুখ ঘুচাও,
মোরা ত তোমারি রয়েছি সন্তান
যদিও আমরা পতিত। ২৮৮ ॥

রাগিণী আসাবরি—তাল চৌতাল।

এখনো আঁধার রয়েছে, হে নাথ,
এ প্রাণ দীন মলিন, চিত অধীর,
সব শূন্যময়।
চারিদিকে চাহি পথ নাহি নাহি,
শান্তি কোথা, কোথা আলয়।

কোথা তাপহারী পিপাসার বারি
হৃদয়ের চির আশ্রয়। ২৮৯ ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

এ পরবাসে রবে কে হায়!
কে রবে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে।
হেথা কে রাখিবে দুখ ভয় সঙ্কটে
তেমন আপন কেহ নাহি এ প্রান্তরে, হায়রে।
॥ ২৯০ ॥

রাগিণী ইমন—তাল আড়াঠেকা।

এ মোহ আবরণ খুলে দাও দাও হে।
সুন্দর মুখ তব দেখি নয়ন ভরি,
চাও হৃদয় মাঝে চাও হে। ২৯১ ॥

রাগিণী হাম্বীর—তাল চৌতাল।

এসেছে সকলে কত আশে, দেখ চেয়ে
হে প্রাণেশ, ডাকে সবে ঐ তোমারে।
এস হে মাঝে এস কাছে এস,
তোমায় ঘিরিব চারি ধারে।
উৎসবে মাতিব হে তোমায় লয়ে
ডুবিব আনন্দ পারাবারে। ২৯২ ॥

রাগিণী বিভাস—তাল চৌতাল।

ওঠ ওঠরে—বিফলে প্রভাত বহে যায় যে,
মেল আঁখি, জাগ জাগো, থেকনারে অচেতন।
সকলেই তাঁর কাজে ধাইল জগত মাঝে,
জাগিল প্রভাত বায়ু, ভানু ধাইল আকাশ পথে।
একে একে নাম ধরে ডাকিছেন বুঝি প্রভু—
একে একে ফুলগুলি তাই ফুটিয়া উঠিছে বনে।

শুন সে আহ্বান বাণী—চাহ সেই মুখপানে—
তাঁহার আশীষ লয়ে, চলরে যাই সবে তাঁর
কাজে। ২৯৩॥

রাগিণী মিশ্র বেলাবতী—তাল কাওয়ালি।

ওহে দয়াময় নিখিল আশ্রয়
এ ধরা পানে চাও।
পতিত যে জন করিছে রোদন,
পতিত পাবন তাহারে উঠাও।
মরণে যে জন করেছে বরণ
তাহারে বাঁচাও ॥
কত দুখ শোক, কাঁদে কত লোক,
নয়ন মুছাও।
ভাঙ্গিয়া আলয় হেরে শূন্যময়
কোথায় আশ্রয়,
(তারে) ঘরে ডেকে নাও।

প্রেমের তৃষায় হৃদয় শুকায়
দাও প্রেম সুধা দাও ॥
হের কোথা যায় কার পানে চায়
নয়নে আঁধার
নাহি হেরে দিক আকুল পথিক
চাহে চারি ধার।
সে ঘোর গহনে অন্ধ সে নয়নে
তোমার কিরণে আঁধার ঘুচাও।
সঙ্গহারা জনে রাখিয়া চরণে
বাসনা পূরাও ॥
কলঙ্কের রেখা প্রাণে দেয় দেখা
প্রতিদিন হায়।
হৃদয় কঠিন হল দিন দিন
লজ্জা দূরে যায়।

দেহগো বেদনা করাও চেতনা,
রেখনা রেখনা এপাপ তাড়াও।
সংসারের রণে পরাজিত জনে
দাও নববল দাও ॥ ২৯৪ ॥

ভজন—তাল ঠুংরি।

কি করিলি মোহের ছলনে।
গৃহ তেয়াগিয়া প্রবাসে ভ্রমিলি
পথ হারাইলি গহনে।
(ঐ) সময় চলে গেল আঁধার হয়ে এল
মেঘ ছাইল গগনে।
শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাহেনা
বিঁধিছে কণ্টক চরণে।
গৃহে ফিরে যেতে প্রাণ কাঁদিছে
এখন ফিরিব কেমনে,

পথ বলে দাও পথ বলে দাও

কে জানে কারে ডাকি সঘনে।

বন্ধু যাহারা ছিল সকলে চলে গেল

কে আর রহিল এ বনে।

(ওরে) জগত-সখা আছে, যা'রে তাঁর কাছে,

বেলা যে যায় মিছে রোদনে।

দাঁড়ায়ে গৃহ-দ্বারে জননী ডাকিছে

আয়রে ধরি তাঁর চরণে,

পথের ধূলি লেগে অন্ধ আঁখি মোর

মায়েরে দেখেও দেখিলিনে!

কোথাগো কোথা তুমি, জননি, কোথা তুমি,

ডাকিছ কোথা হতে এ জনে,

হাতে ধরিয়ে সাথে লয়ে চল

তোমার অমৃত-ভবনে। ২৯৫ ॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল ধামার।

কেরে ওই ডাকিছে,
স্নেহের রব উঠিছে জগতে জগতে,
তোরা আয়, আয়, আয়, আয়!
তাই আনন্দে বিহঙ্গ গান গাহে,
প্রভাতে, সে সুধাস্বর প্রচারে।
বিষাদ তবে কেন, অশ্রু বহে চোখে
শোককাতর আকুল কেন আজি!
কেন নিরানন্দ, চল সবে যাই—
পূর্ণ হবে আশা! ২৯৬ ॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

চলিয়াছি গৃহপানে, খেলাধূলা অবসান।
ডেকে লও, ডেকে লও; বড় শ্রান্ত মন প্রাণ।

ধূলায় মলিন বাস, আঁধারে পেয়েছি ত্রাস,
মিটাতে প্রাণের তৃষা বিষাদ করেছি পান ॥
খেলি[illegible] সংসারের খেলা কাতরে কেঁদেছি হায়,
হারায়ে আশার ধন অশ্রুবারি ব'হে যায় ;
ধূলাঘর গড়ি যত ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে তত,
চলেছি নিরাশ মনে, সান্ত্বনা কর গো দান। ২৯৭॥

রাগিণী মিশ্র মল্লার—তাল রূপক।

চলেছে তরণী প্রসাদ পবনে,
কে যাবে এসহে শান্তি ভবনে।
এ ভব সংসারে ঘিরেছে আঁধারে,
কেনরে ব'সে হেথা ম্লান মুখ !
প্রাণের বাসনা হেথায় পূরে না,
হেথায় কোথা প্রেম কোথা সুখ !

এ ভব কোলাহল, এ পাপ হলাহল,
এ দুখ শোকানল দূরে যাক,
সমুখে চাহিয়ে পুলকে গাহিয়ে
চলরে শুনে চলি তাঁর ডাক,
বিষয় ভাবনা লইয়া যাব না,
তুচ্ছ সুখ দুখ পড়ে থাক্।
ভবের নিশীথিনী ঘিরিবে ঘনঘোরে
তখন্ কার মুখ চাহিবে!
সাধের ধনজন দিয়ে বিসর্জ্জন,
কিসের আশে প্রাণ রাখিবে। ২৯৮ ॥

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল।

ডাকি তোমারে কাতরে, দয়া কর দীনে,
রাখহে রাখহে অভয় চরণে।

ধন জন তুচ্ছ সকলি, সকলি মোহমায়া,

বৃথা বৃথা জানিছে, প্রাণ চাহে যে তোমা পানে।

॥ ২৯৯ ॥

রাগিণী ললিত—তাল চৌতাল।

ডুবি অমৃত পাথারে,—

যাই ভূলে চরাচর,

মিলায় রবি শশি।

নাহি দেশ, নাহি কাল,

নাহি হেরি সীমা,

প্রেমমূরতি হৃদয়ে জাগে

আনন্দ নাহি ধরে। ৩০০ ॥

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল।

ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে !

ডাকিতে এসেছি তাই, চল' ত্বরা করে।

তাপিত-হৃদয় যারা মুছিবি নয়ন ধারা,

ঘুচিবে বিরহ তাপ কতদিন পরে।

আজি এ আকাশ মাঝে কি অমৃত বীণা বাজে !

পুলকে জগৎ আজি কি মধু শোভায় সাজে।

আজি এ মধুর ভবে, মধুর মিলন হবে,

তাঁহার সে প্রেম মুখ জেগেছে অন্তরে। ৩০১ ॥

রাগিণী দেশী টোড়ি—তাল ঢিমা তেতালা।

তবে কি ফিরিব ম্লান মুখে সখা,

জর জর প্রাণ কি জুড়াবে না।

আঁধার সংসারে আবার ফিরে যাব ?

হৃদয়ের আশা পূরাবে না ? ৩০২ ॥

রাগিণী কেদারা—তাল ঝাঁপতাল।

তুমি ধন্য ধন্যহে, ধন্য তব প্রেম,

ধন্য তোমার জগত রচনা।

এ কি অমৃতরসে চন্দ্র বিকাশিলে,
এ সমীরণ পূরিলে প্রাণ-হিল্লোলে।
এ কি প্রেমে তুমি ফুল ফুটাইলে,
কুসুমবন ছাইলে শ্যাম পল্লবে।
এ কি গভীর বাণী শিখালে সাগরে,
কি মধুগীতি তুলিলে নদী কল্লোলে।
এ কি ঢালিছ সুধা মানব হৃদয়ে,
তাই হৃদয় গাইছে প্রেম-উল্লাসে। ৩০৩ ॥

রাগিণী দেশ—তাল একতালা।

তুমি ছেড়ে ছিলে ভুলে ছিলে বলে
হের গো কি দশা হয়েছে।
মলিন বদন মলিন হৃদয়
শোকে প্রাণ ডুবে রয়েছে।

বিরহীর বেশে এসেছি হেথায়
জানাতে বিরহ-বেদনা।
দরশন নেব তবে চলে যাব
অনেক দিনের বাসনা।
নাথ নাথ বলে ডাকিব তোমারে
চাহিব হৃদয়ে রাখিতে,
কাতর প্রাণের রোদন শুনিলে
আর কি পারিবে থাকিতে।
ও অমৃতরূপ দেখিব যখন
মুছিব নয়ন বারি হে।
আর উঠিব না, পড়িয়া রহিব
চরণ তলে তোমারি হে। ৩০৪ ॥

ভজন—তাল ছেপ্‌কা।

তোমারেই প্রাণের আশা কহিব।

সুখে দুখে শোকে আঁধারে আলোকে
চরণে চাহিয়া রহিব !
কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে
তুমিই জান তা' প্রভুগো !
তোমারি আদেশে রহিব এ দেশে
সুখ দুখ যাহা দিবে সহিব ।
যদি বনে কভু পথ হারাই প্রভু
তোমারি নাম লয়ে ডাকিব,
বড়ই প্রাণ যবে আকুল হইবে
চরণ হৃদয়ে লইব,
তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব,
তোমারি কার্য্য যা সাধিব,
শেষ হয়ে গেলে ডেকে নিয়ো কোলে
বিরাম আর কোথা পাইব ! ৩০৫ ॥

রাগিণী দেশ খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল।

তোমায়, যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে।
প্রেম কুসুমের মধু সৌরভে
নাথ তোমারে ভুলাব হে।
তোমার প্রেমে সখা সাজিব সুন্দর,
হৃদয়হারী, তোমারি পথ রহিব চেয়ে।
আপনি আসিবে, কেমনে ছাড়িবে আর ?
মধুর হাসি বিকাশি রবে হৃদয়াকাশে। ৩০৬॥

রাগিণী বড় হংস সারঙ্গ—তাল চৌতাল।

(তাঁহারে) আরতি করে চন্দ্র তপন,
দেবমানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্ব-শরণ
তাঁর জগত-মন্দিরে।

অনাদি কাল অনন্ত গগন
সেই অসীম মহিমা মগন,
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন
আনন্দ নন্দ নন্দ রে।
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি,
পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি,
কতই বরণ কতই গন্ধ
কত গীত কত ছন্দ রে।
বিহগগীত গগন ছায়,
জলদ গায়, জলধি গায়,
মহা পবন হরষে ধায়
গাহে গিরিকন্দরে।
কত কত শত ভকত প্রাণ
হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান,

পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম
টুটিছে মোহ বন্ধ রে। ৩০৭ ॥

রাগ ভৈরোঁ—তাল একতালা।

তাঁহার প্রেমে কে ডুবে আছে ?
চাহে না সে তুচ্ছ সুখ ধন মান।
বিরহ নাহি তার নাহিরে দুখ তাপ
সে প্রেমের নাহি অবসান। ৩০৮ ॥

*

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে, এস সবে নরনারী আপন হৃদয় লয়ে।

সে আনন্দে উপবন, বিকসিত অনুক্ষণ, সে আনন্দে ধায় নদী আনন্দ বারতা কয়ে।

সে পুণ্য নির্ঝর স্রোতে বিশ্ব করিতেছে স্নান,
রাখ সে অমৃত ধারা পূরিয়া হৃদয় প্রাণ।

তোমরা এসেছ তীরে, শূন্য কি যাইবে ফিরে,
শেষে কি নয়ন নীরে ডুবিবে তৃষিত হ'য়ে,

চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়, চির-
দিন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয়।
সে আনন্দরস পানে চিরপ্রেম জাগে প্রাণে,
দহেনা সংসার তাপ সংসার মাঝারে র'য়ে। ৩০৯ ॥

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালি।

দাও হে হৃদয় ভরে দাও।
তরঙ্গ উঠে উথলিয়া সুধাসাগরে
সুধারসে মাতোয়ারা করে দাও।
যেই সুধারস পানে ত্রিভুবন মাতে
তাহা মোরে দাও। ৩১০ ॥

রাগিণী আসাবরি টোড়ি—তাল তেওট।

দিন ত চলি গেল প্রভু বৃথা,
কাতরে কাঁদে হিয়া।

জীবন অহরহ হতেছে ক্ষীণ,
কি হল এ শূন্য জীবনে।
দেখাব কেমনে এই ম্লান মুখ
কাছে যাব কি লইয়া।
প্রভু হে যাইবে ভয়, পাব ভরসা,
তুমি যদি ডাক এ অধমে। ৩১১ ॥

রাগিণী টোড়ি—তাল ঝাঁপতাল

দুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই
কেন গো একেলা ফেলে রাখ!
ডেকে নিলে, ছিল যারা কাছে,
তুমি তবে কাছে কাছে থাক'!
প্রাণ কারো সাড়া নাহি পায়,
রবি শশি দেখা নাহি যায়,
এ পথে চলে যে অসহায়
তারে তুমি ডাক, প্রভু ডাক।

সংসারের আলো নিভাইলে,
বিষাদের আঁধার ঘনায়,
দেখাও তোমার বাতায়নে
চির-আলো জ্বলিছে কোথায় !
শুষ্ক নির্ঝরের ধারে রই,
পিপাসিত প্রাণ কাঁদে ওই,
অসীম প্রেমের উৎস কই,
আমারে তৃষিত রেখনাক !
কে আমার আত্মীয় স্বজন
আজ আসে, কাল চলে যায় !
চরাচর ঘুরিছে কেবল
জগতের বিশ্রাম কোথায় !
সবাই আপনা নিয়ে রয়,
কে কাহারে দিবে গো আশ্রয়,

সংসারের নিরাশ্রয় জনে

তোমার স্নেহেতে, নাথ ঢাক' ॥ ৩১২ ॥

রাগিণী কামোদ—তাল ধামার।

দুয়ারে বসে আছি প্রভু সারা বেলা,

নয়নে বহে অশ্রুবারি।

সংসারে কি আছে হে হৃদয় না পূরে ;

প্রাণের বাসনা প্রাণে লয়ে,

ফিরেছি হেথা দ্বারে দ্বারে।

সকল ফেলি আমি এসেছি এখানে

বিমুখ হোয়ো না দীন হীনে

যা' ক'র হে রব পড়ে। ৩১৩ ॥

রাগিণী রামকেলী—তাল ঝাঁপতাল।

দুখ দূর করিলে, দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ !

সপ্ত লোক ভুলে শোক তোমারে চাহিয়ে
কোথায় আছি আমি দীন অতি দীন। ৩১৪ ॥

রাগ ভয়রোঁ—তাল ঝাঁপতাল।

দেখ্ চেয়ে দেখ্ তোরা জগতের উৎসব,
শোন্‌রে, অনন্তকাল উঠে জয় জয় রব।
জগতের যত কবি, গ্রহতারা শশি রবি, অনন্ত
আকাশে ফিরি গান গাহে নব নব।
কি সৌন্দর্য্য অনুপম না জানি দেখেছে তারা,
না জানি করেছে পান কি মহা অমৃতধারা।
না জানি কাহার কাছে, ছুটে তারা চলিয়াছে,
আনন্দে ব্যাকুল যেন হয়েছে নিখিল ভব।
দেখ্‌রে আকাশে চেয়ে—কিরণে কিরণময়,
দেখ্‌রে জগতে চেয়ে—সৌন্দর্য্য-প্রবাহ বয়।

আঁখি মোর কার দিকে চেয়ে আছে অনিমিখে ;
কি কথা জাগিছে প্রাণে কেমনে প্রকাশি কব।
॥ ৩১৫ ॥

রাগিণী বেলাবলী—তাল কাওয়ালি।

দেখা যদি দিলে ছেড়োনা আর,
আমি অতি দীন হীন।
নাহি কি হেথা পাপ মোহ
বিপদ রাশি ?
তোমা বিনা একেলা
নাহি ভরসা। ৩১৬॥

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে
ভুলে যাও অভিমান।
এস ভাই এস প্রাণে প্রাণে আজি
রেখোনারে ব্যবধান।

সংসারের ধূলা ধূয়ে ফেলে এস
মুখে লয়ে এস হাসি,
হৃদয়ের থালে লয়ে এস ভাই
প্রেম ফুল রাশি রাশি।
নীরস হৃদয়ে আপনা লইয়ে
রহিলে তাঁহারে ভুলে,
অনাথ জনের মুখপানে আহা
চাহিলে না মুখ তুলে
কঠোর আঘাতে ব্যথা পেলে কত
ব্যথিলে পরের প্রাণ।
তুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে
দিবা হল অবসান।
তাঁর কাছে এসে তবুও কি আজি
আপনারে ভুলিবে না।

হৃদয় মাঝারে ডেকে নিতে তাঁরে
  হৃদয় কি খুলিবে না।
লইব বাঁটিয়া সকলে মিলিয়া
  প্রেমের অমৃত তাঁরি,
পিতার অসীম ধন রতনের
  সকলেই অধিকারী। ৩১৭ ॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়াঠেকা।

প্রভু এলেম কোথায়!
কখন্ বরষ গেল, জীবন বহে গেল,
  কখন কি যে হল জানিনে হায়!
আসিলাম কোথা হতে, যেতেছি কোন্ পথে,
  ভাসি যে কাল স্রোতে তৃণের প্রায়!
মরণ-সাগর পানে চলেছি প্রতিক্ষণ,
  তবুও দিবানিশি মোহেতে অচেতন!

এ জীবন অবহেলে আঁধারে দিনু ঢেলে,
কত কি গেল চলে, কত কি যায়।
শোকে তাপে জরজর অসহ যাতনায়,
শুকায়ে গেছে প্রেম, হৃদয় মরু প্রায়—
কাঁদিয়া হলেম সারা, হয়েছি দিশাহারা,
কোথাগো ধ্রুব তারা, কোথাগো হায়।৩১৮

রাগিণী আশা ভৈরবী—তাল ঠুংরি।

বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি।
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে
ঊর্দ্ধমুখে নরনারী।
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ,
না থাকে শোক পরিতাপ।
হৃদয় বিমল হোক্, প্রাণ সবল হোক্,
বিঘ্ন দাও অপসারি।

কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ,
কেন এ মান অভিমান!
বিতর বিতর প্রেম পাষাণ হৃদয়ে
জয় জয় হোক্ তোমারি! ৩১৯ ॥

রাগিণী পূরবী—তাল আড়াঠেকা।

বর্ষ ওই গেল চলে।
কত দোষ করেছি যে, ক্ষমা কর, লহ কোলে।
শুধু আপনারে ল'য়ে সময় গিয়েছে ব'য়ে,
চাহিনি তোমার পানে, ডাকি নাই পিতা বোলে!
অসীম তোমার দয়া, তুমি সদা আছ কাছে
অনিমেষ আঁখি তব মুখপানে চেয়ে আছে;
স্মরিয়ে তোমার স্নেহ, পুলকে পূরিছে দেহ,
প্রভুগো তোমারে কভু আর না রহিব ভুলে।৩২০॥

রাগিণী কর্ণাটী ঝিঁঝিট্—তাল কাওয়ালি।

বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও,

ফিরায়ো না জননি।

দীনহীনে কেহ চাহে না,

তুমি তারে রাখিবে, জানি গো,

আর আমি যে কিছু চাহিনে

চরণ-তলে বসে থাকিব,

আর আমি যে কিছু চাহিনে

জননী ব'লে শুধু ডাকিব।

তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথা,

কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াব।

ঐ যে হেরি তমস-ঘন-ঘোরা গহন রজনী। ৩২১ ॥

রাগিণী কাফি কানাড়া—তাল ঢিমাতেতালা।

বেঁধেছ প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময়!

তব প্রেম লাগি দিবানিশি জাগি, ব্যাকুল হৃদয়।

তব প্রেমে কুসুম হাসে,
তব প্রেমে চাঁদ বিকাশে,
প্রেম হাসি তব উষা নব নব,
প্রেমে নিমগন নিখিল নীরব,
তব প্রেম তরে ফিরে হা হা ক'রে উদাসী মলয়।
আকুল প্রাণ মম ফিরিবে না সংসারে,
ভুলেছে তোমার রূপে নয়ন আমারি।
জলে স্থলে গগন তলে,
তব সুধা বাণী সতত উথলে,
শুনিয়া পরাণ শান্তি না মানে,
ছুটে যেতে চায় অনন্তেরি পানে,
আকুল হৃদয় খোঁজে বিশ্বময়, ও প্রেম আলয়।৩২২

রাগিণী দরবারি টোড়ি—তাল ঢিমাতেতালা।

ভব কোলাহল ছাড়িয়ে বিরলে এসেছি হে।

জুড়াব হিয়া তোমায় দেখি,
সুধা রসে মগন হব হে। ৩২৩ ॥

রাগিণী কাফি—তাল একতালা ॥

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই,
চির দিন কেন পাই না !
কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে
তোমারে দেখিতে দেয় না !
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে
তোমায় যবে পাই দেখিতে,
হারাই হারাই সদা হয় ভয়
হারাইয়া ফেলি চকিতে।
কি করিলে বল পাইব তোমারে,
রাখিব আঁখিতে আঁখিতে,

এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে।
আর কারো পানে চাহিব না আর
করিব হে আমি প্রাণপণ,
তুমি যদি বল এখনি করিব
বিষয় বাসনা বিসর্জ্জন! ৩২৪ ॥

রাগিণী বিভাষ—তাল ঝাঁপতাল।

রজনী পোহাইল, চলেছে যাত্রীদল
আকাশ পূরিল কলরবে,
সবাই যেতেছে মহোৎসবে।
কুসুম ফুটেছে বনে, গাহিছে পাখীগণে,
এমন প্রভাত কি আর হবে!
নিদ্রা আর নাই চোখে, বিমল অরুণালোকে
জাগিয়া উঠেছে আজি সবে।

চল গো পিতার ঘরে সারাবৎসরের তরে
প্রসাদ-অমৃত ভিক্ষা লবে।
ওই হের তাঁর দ্বার, জগতের পরিবার
হোথায় মিলেছে আজি সবে।
ভাই বন্ধু সবে মিলি, করিতেছে কোলাকুলি
মাতিয়াছে প্রেমের উৎসবে।
যত চায় তত পায়, হৃদয় পুরিয়া যায়
গৃহে ফিরে জয় জয় রবে,
সবার মিটেছে সাধ, লভিয়াছে আশীর্ব্বাদ
সম্বৎসর আনন্দে কাটিবে। ৩২৫ ॥

মিশ্র দেশ খাম্বাজ। ঝাঁপতাল।

শোন শোন আমাদের ব্যথা
দেব দেব প্রভু দয়াময়,

আমাদের ঝরিছে নয়ন,
আমাদের ফাটিছে হৃদয় !
চিরদিন আঁধার না রয়
রবি উঠে নিশি দূর হয়,
এ দেশের মাথার উপরে
এ নিশীথ হবে না কি ক্ষয় !
চিরদিন ঝরিবে নয়ন ?
চিরদিন ফাটিবে হৃদয় ?
মরমে লুকান' কত দুখ,
ঢাকিয়া রয়েছি ম্লান মুখ,
কাঁদিবার নাই অবসর
কথা নাই শুধু ফাটে বুক !
সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ প্রাণ
দশদিশি বিভীষিকাময়,

হেন হীন দীনহীন দেশে
বুঝি তব হবে না আলয়।
চিরদিন ঝরিবে নয়ন
চিরদিন ফাটিবে হৃদয়!
কোন কালে তুলিব কি মাথা?
জাগিবে কি অচেতন প্রাণ?
ভারতের প্রভাত গগনে
উঠিবে কি তব জয় গান?
আশ্বাস বচন কোন ঠাঁই
কোন দিন শুনিতে না পাই,
শুনিতে তোমার বাণী তাই
মোরা সবে রয়েছি চাহিয়া!
বল প্রভু মুছিবে এ আঁখি
চিরদিন ফাটিবে না হিয়া! ৩২৬॥

রাগ ভৈরব—তাল আড়া চৌতাল।

শুভ্র আসনে বিরাজ অরুণ ছটামাঝে,
নীলাম্বরে, ধরণী পরে
কিবা মহিমা তব বিকাশিল।
দীপ্ত সূর্য্য তব মুকুটোপরি,
চরণে কোটি তারা মিলাইল,
আলোকে প্রেমে আনন্দে
সকল জগত বিভাসিল। ৩২৭ ॥

রাগ ভৈরব—তাল ঝাঁপতাল।

সকলেরে কাছে ডাকি, আনন্দ-আলয়ে থাকি
অমৃত করিছ বিতরণ,
পাইয়া অনন্ত প্রাণ জগত গাহিছে গান
গগনে করিয়া বিচরণ।

সূর্য্য শূন্ত পথে ধায়, বিশ্রাম সে নাহি চায়
সঙ্গে ধায় গ্রহ পরিজন,
লভিয়া অসীম বল, ছুটিছে নক্ষত্র দল
চারিদিকে চলেছে কিরণ।
পাইয়া অমৃতধারা নব নব গ্রহ তারা
বিকশিয়া উঠে অনুক্ষণ,
জাগে নব নব প্রাণ, চির জীবনের গান
পূরিতেছে অনন্ত গগন।
পূর্ণ লোক লোকান্তর, প্রাণে মগ্ন চরাচর,
প্রাণের সাগরে সন্তরণ,
জগতে যে দিকে চাই, বিনাশ বিরাম নাই,
অহরহ চলে যাত্রীগণ।
মোরা সবে কীটবৎ, সম্মুখে অনন্ত পথ
কি করিয়া করিব ভ্রমণ!

অমৃতের কণা তব পাথেয় দিয়েছ প্রভো,
ক্ষুদ্র প্রাণে অনন্ত জীবন। ৩২৮ ॥

দক্ষিণী সুর—তাল একতালা।

সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে
শোন শোন পিতা।
কহ কানে কানে শুনাও প্রাণে প্রাণে
মঙ্গল বারতা।
ক্ষুদ্র আশা নিয়ে, রয়েছে বাঁচিয়ে,
সদাই ভাবনা—
যা কিছু পায় হারায়ে যায়,
না মানে সান্ত্বনা।
সুখ আশে দিশে দিশে
বেড়ায় কাতরে—

মরীচিকা ধরিতে চায়
এ মরু প্রান্তরে।
ফুরায় বেলা, ফুরায় খেলা
সন্ধ্যা হয়ে আসে,
কাঁদে তখন আকুল মন
কাঁপে তরাসে।
কি হবে গতি, বিশ্ব পতি,
শান্তি কোথা আছে।
তোমারে দাও, আশা পূরাও
তুমি এস কাছে। ৩২৯ ॥

রাগিণী টোড়ী—তাল একতালা।

সখা, তুমি আছ কোথা,
সারা বরষের পরে জানাতে এসেছি ব্যথা !

কত মোহ, কত পাপ, কত শোক, কত তাপ,
কত যে সহেছি আমি, তোমারে কব সে কথা !
যে শুভ্র জীবন তুমি মোরে দিয়েছিলে সখা,
দেখ আজি কত তাহে পড়েছে কলঙ্ক-রেখা !
এনেছি তোমারি কাছে, দাও তাহা, দাও মুছে,
নয়নে ঝরিছে বারি, সভয়ে এসেছি পিতা !
দেখ, দেব, চেয়ে দেখ, হৃদয়েতে নাহি বল,
সংসারের বায়ুবেগে করিতেছে টলমল,
লহ সে হৃদয় তুলে, রাখ' তব পদমূলে,
সারাটি বরষ যেন নির্ভয়ে সে রহে সেথা ! ৩৩০ ॥

রাগিণী দেশ সিন্ধু—তাল ঠুংরি ।

সংশয় তিমির মাঝে না হেরি গতি হে ।
প্রেম আলোকে প্রকাশ' জগপতি হে।

বিপদে সম্পদে থেকো না দূরে
সতত বিরাজ হৃদয় পুরে—
তোমাবিনে অনাথ আমি অতি হে।
মিছে আশা লয়ে সতত ভ্রান্ত,
তাই প্রতিদিন হতেছি শ্রান্ত,
তবু চঞ্চল বিষয়ে মতি হে—
নিবার' নিবার' প্রাণের ক্রন্দন
কাট হে কাট হে এ মায়া বন্ধন,
রাখ রাখ চরণে এ মিনতি হে। ৩৩১ ॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়াঠেকা।

সংসারেতে চারিধার করিয়াছে অন্ধকার,
নয়নে তোমার জ্যোতি অধিক ফুটেছে তাই।
চৌদিকে বিষাদ ঘোরে ঘেরিয়া ফেলেছে মোরে
তোমার আনন্দ মুখ হৃদয়ে দেখিতে পাই।

ফেলিয়া শোকের ছায়া মৃত্যু ফিরে পায় পায়,
যতনের ধন যত কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায়।
তবু সে মৃত্যুর মাঝে অমৃত মূরতি রাজে
মৃত্যুশোক পরিহরি ওই মুখ পানে চাই।
তোমার আশ্বাস বাণী শুনিতে পেয়েছি প্রভু
মিছে ভয় মিছে শোক আর করিব না কভু।
হৃদয়ের ব্যথা কব, অমৃত যাচিয়া লব,
তোমার অভয় কোলে পেয়েছি পেয়েছি ঠাঁই।৩৩২

রাগিণী মিশ্র—তাল ঝাঁপতাল।

হাতে লয়ে দীপ অগণন
চরাচর কার্ সিংহাসন
নীরবে করিছে প্রদক্ষিণ?
চারি দিকে কোটি কোটি লোক,
লয়ে নিজ সুখ দুঃখ শোক
চরণে চাহিয়া চিরদিন।

সূর্য্য তাঁরে কহে অনিবার
"মুখ পানে চাহ একবার,
ধরণীরে আলো দিব আমি।"
চন্দ্র কহিতেছে গান গেয়ে,
"হাস প্রভু মোর পানে চেয়ে
জ্যোৎস্নাসুধা বিতরিব স্বামি!"
মেঘ গাহে চরণে তাঁহার
"দেহ প্রভু করুণা তোমার,
ছায়া দিব, দিব বৃষ্টি জল!"
বসন্ত গাহিছে অনুক্ষণ
"কহ তুমি আশ্বাস বচন
শুষ্ক শাখে দিব ফুল ফল!"
করযোড়ে কহে নর নারী
"হৃদয়ে দেহ গো প্রেম-বারি,
জগতে বিলাব ভালবাসা!"

"পূরাও পূরাও মনস্কাম"—
কাহারে ডাকিছে অবিশ্রাম
জগতের ভাষাহীন ভাষা। ৩৩৩ ॥

রাগিণী আসাবরি—তাল কাওয়ালি।

অনেক দিয়েছ নাথ, আমার বাসনা তবু
পূরিল না।
দীন দশা ঘুচিল না অশ্রুবারি মুছিল না,
গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না মিটিল না।
দিয়েছ জীবন মন প্রাণপ্রিয় পরিজন
সুধাস্নিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর
শ্যাম শোভা ধরণী।
এত যদি দিলে সখা আরো দিতে হবে হে,
তোমারে না পেলে আমি ফিরিব না ফিরিব না।

॥ ৩৩৪ ॥

রাগিণী ধুন—তাল ঠুংরি ।

অন্ধ জনে দেহ আলো

মৃত জনে দেহ প্রাণ।

তুমি করুণামৃত সিন্ধু

কর করুণা-কণা দান।

শুষ্ক হৃদয় মম, কঠিন পাষাণসম,

প্রেম সলিল ধারে

সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান।

যে তোমারে ডাকে না হে

তারে তুমি ডাক ডাক।

তোমা হতে দূরে যে যায়

তারে তুমি রাখ' রাখ'।

তৃষিত যে জন ফিরে

তব সুধাসাগর তীরে,

জুড়াও তাহারে স্নেহ-নীরে
স্থধা করাও হে পান !
তোমারে পেয়েছিনু যে
কখন্ হারানু অবহেলে,
কখন্ ঘুমাইনু হে
আঁধার হেরি আঁখি মেলে।
বিরহ জানাইব কায়,
সান্ত্বনা কে দিবে হায়,
বরষ বরষ চলে যায়
হেরিনি প্রেম বয়ান,—
দরশন দাও হে দাও হে দাও
কাঁদে হৃদয় ম্রিয়মাণ। ৩৩৫ ॥

রাগিণীকেদারা—তাল আড়াঠেকা।

আইল আজি প্রাণসখা, দেখরে নিখিল জন।

আসন বিছাইল নিশীথিনী গগন তলে,
গ্রহতারা সভা ঘেরিয়া দাঁড়াইল।
নীরবে বনগিরি আকাশে রহিল চাহিয়া,
থামাইল ধরা দিবস কোলাহল। ৩৩৬ ॥

রাগিণী সাহানা—তাল কাওয়ালি।

আজ বুঝি আইল প্রিয়তম,
চরণে সকলে আকুল ধাইল।
কত দিন পরে মন মাতিল গানে
পূর্ণ আনন্দ জাগিল প্রাণে,
ভাই বলে ডাকি সবারে,
ভুবন সুমধুর প্রেমে ছাইল। ৩৩৭ ॥

রাগিণী বাহার—তাল তেওরা।

আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ
তোমারি সুগন্ধ হে ॥

কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান
চাহে তোমারি পানে আনন্দে হে ॥
জ্বলে তোমার আলোক দ্যুলোক ভূলোকে
গগন উৎসব-প্রাঙ্গনে—
চির-জ্যোতি পাইছে চন্দ্র তারা
আঁখি পাইছে অন্ধ হে ॥
তব মধুর মুখ-ভাতি-বিহসিত
প্রেম-বিকশিত অন্তরে—
কত ভকত ডাকিছে "নাথ যাচি
দিবস রজনী তব সঙ্গ হে।"
উঠে সজনে প্রান্তরে লোক লোকান্তরে
যশোগাথা কত ছন্দে হে।
ঐ ভবশরণ প্রভু অভয়পদ তব
সুর মানব মুনি বন্দে হে ॥ ৩৩৮ ॥

রাগিণী হাম্বীর—তাল চৌতাল।

আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার
তুমি সদা নিকটে আছ বলে।
স্তব্ধ অবাক নীলাম্বরে রবি শশি তারা
গাঁথিছে হে শুভ্র কিরণ মালা।
বিশ্ব পরিবার তোমার ফেরে সুখে আকাশে,
তোমার ক্রোড় প্রসারিত ব্যোমে ব্যোমে।
আমি দীন সন্তান আছি সেই তব আশ্রয়ে,
তব স্নেহ মুখ পানে চাহি চিরদিন। ৩৩৯ ॥

রাগিণী দেশ সিন্ধু—তাল একতালা।

আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারিনি
তোমারে নাথ।
আমার লাজভয় আমার মান অপমান
সুখ দুখ ভাবনা।

মাঝে রয়েছে আবরণ কত শত কত মত
তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে না পাই,
মনে থেকে যায় তাইহে মনের বেদনা।
যাহা রেখেছি তাহে কি সুখ, তাহে কেঁদে মরি
তাহে ভেবে মরি!
তাই দিয়ে যদি তোমারে পাই (জানি না)
কেন তা দিতে পারি না,
আমার জগতের সব তোমারে দেব,
দিয়ে তোমায় নেব বাসনা॥ ৩৪০॥

রামপ্রসাদী সুর।

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে!
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে
আয় বলে ওই ডেকেছে কে!

সেই গভীর স্বরে উদাস করে
আর কে কারে ধরে রাখে!
যেথায় থাকি যে যেখানে,
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
সেই প্রাণের টানে টেনে আনে
সেই প্রাণের বেদন জানে না কে!
মান অপমান গেছে ঘুচে,
নয়নের জল গেছে মুছে,
নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে।
কত দিনের সাধন ফলে
মিলেছি আজ দলে দলে,
আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয় রে মাকে! ৩৪১ ॥

রাগিণী ভৈরোঁ—তাল ঝাঁপতাল।

আমারেও কর মার্জ্জনা।
আমারেও দেহ নাথ অমৃতের কণা।
গৃহ ছেড়ে পথে এসে, বসে আছি ম্লান বেশে;
আমারো হৃদয়ে কর আসন রচনা।
জানি আমি, আমি তব মলিন সন্তান,
আমারেও দিতে হবে পদতলে স্থান।
আপনি ডুবেছি পাপে কাঁদিতেছি মনস্তাপে
শুনগো আমারো এই মরম-বেদনা। ৩৪২ ॥

রাগিণী রামকিরি—তাল ঝাঁপতাল।

আমি দীন অতি দীন—
কেমনে শুধিব নাথ হে তব করুণা-ঋণ।
তব স্নেহ শত ধারে ডুবাইছে সংসারে
তাপিত হৃদি মাঝে ঝরিছে নিশি দিন।

হৃদয়ে যা আছে, দিব তব কাছে,
তোমারি এ প্রেম দিব তোমারে—
চিরদিন তব কাজে, রহিব জগত মাঝে
জীবন করেছি তোমার চরণতলে লীন। ৩৪৩ ॥

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে
পদে পদে পথ ভূলি হে।
নানা কথার ছলে নানান্ মুনি বলে
সংশয়ে তাই ছুলি হে!
তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ
শত লোকের শত বুলি হে।

কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি
আড়াল করে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধূলো তাই নিয়ে আছি
পাইনে চরণ ধূলি হে।
শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়
আপনা আপনি বিবাদ বাধায়,
কারে সামালিব, এ কি হল দায়,
একা যে অনেক গুলি হে!
আমায় এক কর তোমার প্রেমে বেঁধে
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে,
ধাঁদার মাঝে পড়ে কত মরি কেঁদে
চরণেতে লহ তুলি হে। ৩৪৪ ॥

ঝিঁঝিট। একতালা।

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্,
জগত জনের শ্রবণ জড়াক্,

হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক্,
মুখ তুলে আজি চাহরে।
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক্ বিজুলি,
প্রভাত গগনে কোটি শির তুলি
নির্ভয়ে আজি গাহরে।
বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে
দশদিক্ সুখে হাসিবে।
সে দিন প্রভাতে নূতন তপন
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন
আসিবে সে দিন আসিবে।

আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে,
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে
পুণ্য প্রেমের বাতাসে।
সেথায় বিরাজে দেব আশীর্ব্বাদ
না থাকে কলহ না থাকে বিবাদ,
ঘুঁচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা বিকাশে ॥ ৩৪৫ ॥

রাগিণী বাহার—তাল ধামার।

এত আনন্দ ধ্বনি উঠিল কোথায় !
জগতপুরবাসী সবে কোথায় ধায় !
কোন্ অমৃত ধনের পেয়েছে সন্ধান !
কোন সুধা করে পান !
কোন্ আলোকে আঁধার দূরে যায় ! ৩৪৬ ॥

রাগিণী মিশ্র বিভাস—তাল আড়াঠেকা।

এবার বুঝেছি সখা এ খেলা কেবলি খেলা।
মানব জীবন লয়ে এ কেবলি অবহেলা।
তোমারে নহিলে আর ঘুচিবেনা হাহাকার
কি দিয়ে ভুলায়ে রাখ কি দিয়ে কাটাও বেলা।
বৃথা হাসে রবি শশি বৃথা আসে দিবানিশি,
সহসা পরাণ কাঁদে শূন্য হেরি দিশিদিশি!
তোমারে খুঁজিতে এসে কি লয়ে রয়েছি শেষে,
ফিরিগো কিসের লাগি এ অসীম মহামেলা! ৩৪৭॥

রাগিণী শঙ্কর—তাল ঝাঁপতাল।

কি ভয় অভয় ধামে, তুমি মহারাজা,
ভয় যায় তব নামে।
নির্ভয়ে অযুত সহস্র লোক ধায়হে
গগনে গগনে সেই অভয় নাম গায় হে।

তব বলে কর বলী যারে কৃপাময়
লোকভয় বিপদ মৃত্যু ভয় দূর হয় তার,
আশা বিকাশে সব বন্ধন ঘুচে,
নিত্য অমৃতরস পায় হে। ৩৪৮॥

রাগিণী ভৈরোঁ—তাল ঝাঁপতাল।

কেন বাণী তব নাহি শুনি নাথ হে।
অন্ধ জনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে,
বিরহে তব কাটে দিন রাত হে।
স্বপন সম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা,
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরম বেদনা,
আপনাপানে চাহি শুধু নয়ন জল পাত হে।
পরশে তব জীবন নব সহসা যদি জাগিল,
কেন জীবন বিফল কর মরণ শরঘাত হে।
অহঙ্কার চূর্ণ কর প্রেমে মন পূর্ণ কর
হৃদয় মন হরণ করি রাখ তব সাথ হে। ৩৪৯॥

* রাগিণী বেহাগ—তাল যৎ।

কেন জাগে না জাগে মা অবশ পরাণ।
নিশিদিন অচেতন ধূলি-শয়ান।
জাগিছে তারা নিশীথ আকাশে
জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান।
বিহগ গাহে বনে ফুটে ফুলরাশি,
চন্দ্রমা হাসে সুধাময় হাসি।
তব মাধুরী কেন জাগেনা প্রাণে
কেন হেরি না তব প্রেম-বয়ান!
পাই জননীর অযাচিত স্নেহ
ভাই ভগিনী মিলি মধুময় গেহ।
কত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে
কেন করি তোমা হতে দূরে প্রয়াণ। ৩৫০ ॥

রাগিণী টোড়ি—তাল একতালা।

গাও বীণা, বীণা গাওরে।

অমৃত-মধুর তাঁর প্রেম গান

মানব সবে শুনাওরে।

মধুর তানে নীরস প্রাণে

মধুর প্রেম জাগাওরে।

ব্যথা দিওনা কাহারে, ব্যথিতের তরে

পাষাণ প্রাণ কাঁদাওরে!

নিরাশেরে কহ আশার কাহিনী

প্রাণে নববল দাওরে!

আনন্দময়ের আনন্দ আলয়

নব নব তানে ছাওরে,

পড়ে থাক সদা বিভুর চরণে,

আপনারে ভুলে যাওরে। ৩৫১ ॥

রাগিণী কানেড়া—তাল কাওয়ালি।

ঘোরা রজনী এ, মোহ ঘনঘটা

কোথা গৃহ হায়, পথে বসে।

সারা দিন করি খেলা খেলা যে ফুরাইল,
গৃহ চাহিয়া প্রাণ কাঁদে। ৩৫২ ॥

রাগিণী মিশ্র ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।

চাহিনা সুখে থাকিতে হে।
হের কত দীন জন কাঁদিছে।
কত শোকের ক্রন্দন গগনে উঠিছে,
জীবন বন্ধন নিমেষে টুটিছে;
কত ধূলিশায়ী জন মলিন জীবন
সরমে চাহে ঢাকিতে হে।
শোকে হাহাকারে বধির শ্রবণ
শুনিতে না পাই তোমার বচন,
হৃদয় বেদন করিতে মোচন
কারে ডাকি কারে ডাকিতে হে।

আশার অমৃত ঢালি দাও প্রাণে,
আশীর্ব্বাদ কর আতুর সন্তানে,
পথহারা জনে ডাকি গৃহ পানে
চরণে হবে রাখিতে হে।
প্রেম দাও, শোকে করিতে সান্ত্বনা,
ব্যথিত জনের ঘুচাতে যন্ত্রণা,
তোমার কিরণ করহ প্রেরণ
অশ্রু আকুল আঁখিতে হে। ৩৫৩॥

রাগিণী নট্ মল্লার—তাল চৌতাল।

চির দিবস নব মাধুরী নব শোভা তব বিশ্বে
নব কুসুম পল্লব নব গীত নব আনন্দ।
নব জ্যোতি বিভাসিত, নব প্রাণ বিকাশিত,
নব প্রীতি প্রবাহ হিল্লোলে।
চারিদিকে চিরদিন নবীন লাবণ্য
তব প্রেম নয়ন ছটা।

হৃদয় স্বামী তুমি চির প্রবীন,

তুমি চির নবীন, চির মঙ্গল চির সুন্দর।৩৫৪॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধামার।

ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে

তাপ হরণ স্নেহ কোলে।

নয়ন সলিলে ফুটেছে হাসি

ডাক শুনে সবে ছুটে চলে

তাপ হরণ স্নেহ কোলে॥

ফিরিছে যারা পথে পথে,

ভিক্ষা মাগিছে দ্বারে দ্বারে,

শুনেছে তাহারা তব করুণা,

দুখি জনে তুমি নেবে তুলে

তাপ হরণ স্নেহ কোলে। ৩৫৫॥

মিশ্র ললিত—তাল একতালা।

ডাকিছ শুনি জাগিনু প্রভু

আসিনু তব পাশে।

আঁখি ফুটিল চাহি উঠিল

চরণ-দরশ আশে।

খুলিল দ্বার, তিমির ভার

দূর হইল ত্রাসে।

হেরিল পথ বিশ্ব জগত

ধাইল নিজ বাসে।

বিমল-কিরণ প্রেম আঁখি

সুন্দর পরকাশে।

নিখিল তায় অভয় পায়

সকল জগত হাসে।

কানন সব ফুল্ল আজি

সৌরভ তব ভাসে।

মুগ্ধ-হৃদয় মত্ত মধুপ

প্রেম-কুসুম-বাসে।

উজ্জ্বল যত ভকত হৃদয়

মোহ তিমির নাশে।

দাও নাথ প্রেম-অমৃত

বঞ্চিত তব দাসে। ৩৫৬।

রাগিণী পরজ—তাল কাওয়ালি।

তব প্রেম সুধারসে মেতেছি,

ডুবেছে মন ডুবেছে।

কোথা কে আছে নাহি জানি,

তোমার মাধুরী পানে মেতেছি

ডুবেছে মন ডুবেছে। ৩৫৭ ॥

রাগিণী গৌড়—তাল চৌতাল।

তুমি জাগিছ কে !

তব আঁখি জ্যোতি ভেদ করে সঘন গহন
তিমির রাতি!
চাহিছ হৃদয়ে অনিমেষ নয়নে,
সংশয়-চপল প্রাণ কম্পিত ত্রাসে।
কোথা লুকাব তোমা হতে স্বামি,
এ কলঙ্কিত জীবন তুমি দেখিছ জানিছ,
প্রভু ক্ষমা কর হে!
তব পদ প্রান্তে বসি একান্তে দাও কাঁদিতে
আমায় আর কোথা যাই! ৩৫৮॥

রাগিণী মিশ্র জয়জয়ন্তী—তাল একতালা।
তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার,
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত পাথার।
তুমিইত আনন্দ লোক জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক,
তাপ হরণ তোমার চরণ অসীম শরণ দীন জনার।
॥ ৩৫৯ ॥

রাগিণী পূরবী—তাল চৌতাল।

তোমা লাগি নাথ জাগি জাগিহে
সুখ নাই জীবনে তোমা বিনা।
সকলে চলে যায় ফেলে চির শরণ হে,
তুমি কাছে থাক সুখে দুখে নাথ
পাপে তাপে আর কেহ নাহি। ৩৬০ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

তোমারে জানিনে হে তবু মন তোমাতে ধায়।
তোমারে না জেনে বিশ্ব তবু তোমাতে বিরাম
পায়।
অসীম সৌন্দর্য্য তব কে করেছে অনুভব হে,
সে মাধুরী চির নব,
আমি না জেনে প্রাণ সঁপেছি তোমায়।

তুমি জ্যোতির জ্যোতি আমি অন্ধ আঁধারে,
তুমি মুক্ত মহীয়ান্ আমি মগ্ন পাথারে,
তুমি অন্তহীন আমি ক্ষুদ্র দীন,
কি অপূর্ব্ব মিলন তোমায় আমায়। ৩৬১ ॥

রাগিণী ইমন ভূপালি—তাল একতালা।

তোমার কথা হেথা কেহত বলে না,
করে শুধু মিছে কোলাহল।
সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া
পান করে শুধু হলাহল।
আপনি কেটেছে আপনার মূল,
না জানে সাঁতার নাহি পায় কূল,
স্রোতে যায় ভেসে, ডোবে বুঝি শেষে,
করে দিবানিশি টলমল।

আমি কোথা যাব কাহারে শুধাব,
নিয়ে যায় সবে টানিয়া,
একেলা আমারে ফেলে যাবে শেষে
অকূল পাথারে আনিয়া।
সুহৃদের তরে চাই চারিধারে,
আঁখি করিতেছে ছলছল্।
আপনার ভারে মরি যে আপনি
কাঁপিছে হৃদয় হীনবল। ৩৬২॥

রাগিণী গৌড় মল্লার—তাল কাওয়ালি।

তোমার দেখা পাব বলে এসেছি যে সখা
শুন প্রিয়তম হে, কোথা আছ লুকাইয়ে,
তব গোপন বিজন গৃহে লয়ে যাও।
দেহগো সরায়ে তপন তারকা,
আবরণ সব দূর কর হে,

মোচন কর তিমির,
জগত আড়ালে থেক না বিরলে
লুকায়োনা আপনারি মহিমা মাঝে,
তোমার গৃহের দ্বার খুলে দাও। ৩৬৩॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল চৌতাল।

তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন,
মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত মোহিত মন।
তরুণ অরুণ নবীন ভাতি,
পূর্ণিমা প্রসন্ন রাতি,
রূপ-রাশি-বিকশিত-তনু কুসুম বন।
তোমা পানে চাহি সকলে সুন্দর,
রূপ হেরি আকুল অন্তর,
তোমারে ঘেরিয়া ফিরে নিরন্তর তোমার প্রেম চাহি।

উঠে সঙ্গীত তোমার পানে,
গগন পূর্ণ প্রেম গানে,
তোমার চরণ করেছে বরণ নিখিল জন। ৩৬৪॥

রাগিণী কাফি—তাল যৎ।

তার' তার' হরি দীন জনে।
ডাক তোমার পথে করুণাময়
পূজন সাধন-হীন জনে।
অকূল সাগরে না হেরি ত্রাণ,
পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ,
মরণ মাঝারে শরণ দাওহে
রাখ এ দুর্ব্বল ক্ষীণ জনে।
ঘেরিল যামিনী নিভিল আলো,
বৃথা কাজে মম দিন ফুরালো,
পথ নাহি প্রভু পাথেয় নাহি,
ডাকি তোমারে প্রাণপণে।

দিক্‌হারা সদা মরি যে ঘুরে
যাই তোমা হতে দূর সুদূরে,
পথ হারাই রসাতল পুরে
অন্ধ এ লোচন মোহ ঘনে।৩৬৫ ॥

রাগিণী আসাবরি—তাল ঝাঁপতাল।

দীর্ঘ জীবন পথ,
কত দুঃখ তাপ,
কত শোক দহন—
গেয়ে চলি তবু তাঁর করুণার গান।
খুলে রেখেছেন তাঁর
অমৃত ভবন দ্বার
শ্রান্তি ঘুচিবে অশ্রু মুছিবে
এ পথের হবে অবসান।

অনন্তের পানে চাহি
আনন্দের গান গাহি
ক্ষুদ্র শোক তাপ নাহি নাহি রে—
অনন্ত আলয় যার
কিসের ভাবনা তার
নমেষের তুচ্ছ ভারে হব নারে ম্রিয়মাণ। ৩৬৬ ॥

গৌড়সারং—তাল একতালা।

দুখের কথা তোমায় বলিব না, দুখ
ভুলেছি ও কর-পরশে।
যা-কিছু দিয়েছ তাই পেয়ে নাথ,
সুখে আছি আছি হরষে।
আনন্দ-আলয় এ মধুর ভব,
হেথা আমি আছি, এ কি স্নেহ তব,

তোমার চন্দ্রমা তোমার তপন
মধুর কিরণ বরষে।
কত নব হাসি ফুটে ফুল বনে
প্রতিদিন নব প্রভাতে,
প্রতি নিশি কত গ্রহ কত তারা
তোমার নীরব সভাতে।
জননীর স্নেহ সুহৃদের প্রীতি
শতধারে সুধা ঢালে নিতিনিতি,
জগতের প্রেম, মধুর মাধুরী,
ডুবায় অমৃত-সরসে।
ক্ষুদ্র মোরা তবু না জানি মরণ,
দিয়েছ তোমার অভয় শরণ,
শোক তাপ সব হয় হে হরণ
তোমার চরণ দরশে।

প্রতি দিন যেন বাড়ে ভালবাসা,
প্রতিদিন মিটে প্রাণের পিপাসা,
পাই নব প্রাণ, জাগে নব আশা
নব নব নব-বরষে। ৩৬৭ ॥

রাগিণী দেওগিরি—তাল সুরফাঁকতাল।

দেবাধিদেব মহাদেব।
অসীম সম্পদ অসীম মহিমা।
মহাসভা তব অনন্ত আকাশে
কোটি কণ্ঠ গাহে জয় জয় জয় হে। ৩৬৮ ॥

যোগিয়া বিভাস—একতাল।

নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে
হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।

বাসনার বশে মন অবিরত
ধায় দশদিশে পাগলের মত,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত
জাগিছ শয়নে স্বপনে।
সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ,
তুমি আছ তার আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ,
সেও আছে তব ভবনে!
তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাই আর
সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার,
কাল পারাবার করিতেছ পার,
কেহ নাহি জানে কেমনে।
জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি,
তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি,

যত পাই তোমায় আরো তত যাচি,
যত জানি তত জানিনে।
জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর,
লোক লোকান্তরে যুগ যুগান্তর,
তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই,
কোন বাধা নাই ভুবনে। ৩৬৯ ॥

যোগিয়া—তাল কাওয়ালি।

নিশি দিন চাহরে তাঁর পানে।
বিকশিবে প্রাণ তাঁর গুণ গানে।
হেররে অন্তরে সে মুখ সুন্দর
ভোল দুখ তাঁর প্রেম মধু পানে। ৩৭০ ॥

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালি।

নিকটে দেখিব তোমারে করেছি বাসনা মনে।
চাহিব নাহে চাহিব নাহে দূর দূরান্তর গগনে।

দেখিব তোমারে গৃহ মাঝারে, জননী স্নেহে
ভ্রাতৃ প্রেমে, শত সহস্র মঙ্গল বন্ধনে।
হেরিব উৎসব মাঝে, মঙ্গল কাজে,
প্রতিদিন হেরিব জীবনে।
হেরিব উজ্জ্বল বিমল মূর্ত্তি তব
শোকে দুঃখে মরণে,
হেরিব সজনে নরনারী মুখে হেরিব বিজনে
বিরলে হে গভীর অন্তরে আসনে। ৩৭১ ॥

গৌড়সারং—তাল চৌতাল।

পেয়েছি সন্ধান তব অন্তর্যামী,
অন্তরে দেখেছি তোমারে।
চকিতে চপল আলোকে হৃদয় শতদল মাঝে
হেরিনু এ কি অপরূপ রূপ।
কোথা ফিরিতেছিলাম পথে পথে দ্বারে দ্বারে,
মাতিয়া কলরবে।

সহসা কোলাহল মাঝে শুনেছি তব আহ্বান,

নিভৃত হৃদয় মাঝে

মধুর গভীর শান্তবাণী। ৩৭২ ॥

রাগিণী খট্—তাল ঝাঁপতাল।

পেয়েছি অভয়পদ আর ভয় কারে।

আনন্দে চলেছি ভবপারাবার পারে।

মধুর শীতল ছায়, শোক তাপ দূরে যায়,

করুণা কিরণ তাঁর অরুণ বিকাশে।

জীবনে মরণে আর কভু না ছাড়িব তাঁরে।৩৭৩

গুর্জ্জরী তোড়ি—তাল চৌতাল।

প্রভাতে বিমল আনন্দে বিকশিত কুসুমগন্ধে

বিহঙ্গম গীত ছন্দে তোমার আভাস পাই।

জাগে বিশ্ব তব ভবনে প্রতি দিন নব জীবনে,

অগাধ শূন্য পূরে কিরণে,
খচিত নিখিল বিচিত্র বরণে,
বিমল আসনে বসি তুমি সব দেখিছ চাহি।
চারি দিকে করে খেলা, বরণ কিরণ জীবন মেলা,
কোথা তুমি অন্তরালে,
অন্ত কোথায়, অন্ত কোথায়,
অন্ত তোমার নাহি নাহি। ৩৭৪ ॥

রাগিণী টোড়ি ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

ফিরোনা ফিরোনা আজি, এসেছ দুয়ারে,
শূন্য হাতে কোথা যাও শূন্য সংসারে।
আজ তাঁরে যাও দেখে, হৃদয়ে আনগো ডেকে,
অমৃত ভরিয়া লও মরম মাঝারে।
শুষ্ক প্রাণ শুষ্ক রেখে কার পানে চাও—
শূন্য দুটো কথা শুনে কোথা চলে যাও।

তোমার কথা তাঁরে কয়ে তাঁর কথা যাও লয়ে,
চলে যাও তাঁর কাছে রেখে আপনারে। ৩৭৫ ॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

বসে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী।
কবে বাহির হইব জগতে মম জীবন ধন্য মানি।
কবে প্রাণ জাগিবে তব প্রেম গাহিবে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি সবার হৃদয় চাহিবে,
নর নারী মন করিয়া হরণ চরণে দিবে আনি।
কেহ শুনে না গান জাগে না প্রাণ
বিফলে গীত অবসান,
তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নাহি।
তুমি না কহিলে কেমনে কব,
প্রবল অজেয় বাণী তব,
তুমি যা বলিবে তাই বলিব,
আমি কিছুই না জানি,

তব নামে আমি সবারে ডাকিব
হৃদয়ে লইব টানি। ৩৭৬॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

বর্ষ গেল, বৃথা গেল, কিছুই করিনি হায়,
আপন শূন্যতা লয়ে, জীবন বহিয়া যায়।
তবুত আমার কাছে, নব রবি উদিয়াছে,
তবুত জীবন ঢালি বহিছে নবীন বায়।
বহিছে বিমল উষা তোমার আশীষ বাণী,
তোমার করুণা-সুধা হৃদয়ে দিতেছে আনি।
রেখেছ জগত-পুরে, মোরেত ফেলনি দূরে,
অসীম আশ্বাসে তাই পুলকে শিহরে কায়।৩৭৭॥

রাগিণী ভৈরোঁ—তাল একতালা।

ভয় হয় পাছে তব নামে আমি
আমারে করি প্রচার হে।

(৩৭৪)

মোহবশে পাছে ঘিরে আমায়, তব
নাম-গান-অহঙ্কার হে।
তোমার কাছে কিছু নাহিত লুকানো,
অন্তরের কথা তুমি সব জানো,
আমি কত দীন, আমি কত হীন,
কেহ নাহি জানে আর হে।
ক্ষুদ্র কণ্ঠে যবে উঠে তব নাম,
বিশ্ব শুনে তোমায় করে গো প্রণাম,
তাই আমার পাছে জাগে অভিমান,
গ্রাসে আমায় আঁধার হে।
পাছে প্রতারণা করি আপনারে,
তোমার আসনে বসাই আমারে,
রাখ মোহ হতে রাখ তম হতে
রাখ রাখ বার বার হে। ৩৭৮ ॥

আসা ভৈরবী—তাল ঠুংরি।

মিটিল সব ক্ষুধা, তাঁহার প্রেম-সুধা
চলরে ঘরে লয়ে যাই।
সেথা যে কত লোক, পেয়েছে কত শোক
তৃষিত আছে কত ভাই।
ডাকরে তাঁর নামে সবারে নিজধামে
সকলে তাঁর গুণ গাই।
দুখি কাতর জনে রেখোরে রেখো মনে
হৃদয়ে সবে দেহ ঠাঁই।
সতত চাহি তাঁরে ভোলরে আপনারে
সবারে কররে আপন।
শান্তি আহরণে শান্তি বিতরণে
জীবন কররে যাপন।
এত যে সুখ আছে কে তাহা শুনিয়াছে
চলরে সবারে শুনাই—

বলরে ডেকে বল "পিতার ঘরে চল
হেথায় শোক তাপ নাই।" ৩৭৯

রাগিণী মিশ্র কেদারা—তাল একতালা।

যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি
তারা ত চাহে না আমারে।
তারা আসে তারা চলে যায় দূরে
ফেলে যায় মরু মাঝারে।
দুদিনের হাসি দুদিনে ফুরায়
দীপ নিভে যায় আঁধারে।
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন
ডেকে ডেকে মরি কাহারে।
যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই
আপনার মন ভুলাতে,
শেষে দেখি হায় সব ভেঙ্গে যায়
ধূলা হয়ে যায় ধূলাতে ;—

সুখের আশায় মরি পিপাসায়
ডুবে মরি দুখ পাথারে,
রবি শশি তারা কোথা হয় হারা
দেখিতে না পাই তোমারে। ৩৮০ ॥

রাগিণী টোড়ি—তাল ঢিমা তেতালা।

শান্তি সমুদ্র তুমি গভীর
অতি অগাধ আনন্দ রাশি।
তোমাতে সব দুঃখ জ্বালা করিব নির্ব্বাণ,
ভুলিব সংসার—
অসীম সুখ সাগরে ডুবে যাব। ৩৮১ ॥

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল।

শোন তাঁর সুধাবাণী শুভ মুহূর্ত্তে শান্ত প্রাণে,
ছাড় ছাড় কোলাহল, ছাড়রে আপন কথা।

আকাশে দিবানিশি উথলে সঙ্গীত ধ্বনি তাঁহার
কে শুনে সে মধুবীণারব—
অধীর বিশ্ব শূন্য পথে হল বাহির। ৩৮২ ॥

রাগিণী মিশ্র বেলাওল—তাল ঝাপতাল।

শুনেছে তোমার নাম, অনাথ আতুর জন,
এসেছে তোমার দ্বারে, শূন্য ফেরে না যেন।
কাঁদে যারা নিরাশায়, আঁখি যেন মুছে যায়,
যেন গো অভয় পায় ত্রাসে কম্পিত মন।
কত শত আছে দীন, অভাগা আলয় হীন
শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন।
পাপে যারা ডুবিয়াছে, যাবে তারা কার কাছে
কোথা হায় পথ আছে, দাও তারে দরশন। ৩৮৩ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

সখা মোদের বেঁধে রাখ প্রেম ডোরে।

আমাদের ডেকে নিয়ে চরণ তলে রাখ' ধরে।
বাঁধ হে প্রেম-ডোরে।
কঠোর পরাণে কুটিল বয়ানে
তোমার এ প্রেমের রাজ্য রেখেছি আঁধার করে।
আপনার অভিমানে দুয়ার দিয়ে প্রাণে
গরবে আছি বসে চাহি আপনা পানে।
বুঝি এমনি করে হারাব তোমারে
ধূলিতে লুটাইব আপনার পাষাণভারে।
তখন কারে ডেকে কাঁদিব কাতর স্বরে। ৩৮৪ ॥

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল তেওরা।

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি
ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে,
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজো
দুখ জ্বালা সেই পাশরে,

সব দুখ জ্বালা সেই পাশরে।
তোমার জ্ঞানে তোমারে ধ্যানে
তব নামে কত মাধুরী
যেই ভকত সেই জানে,
তুমি জানাও যারে সেই জানে
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে। ৩৮৫॥

হেমখেম—তাল চৌতাল।

সবে মিলি গাওরে, মিলি মঙ্গলাচরো,
ডাকি লহ হৃদয়ে প্রিয়তমে।
মঙ্গল গাও আনন্দ মনে,
মঙ্গল প্রচারো বিশ্ব মাঝে। ৩৮৬॥

রাগিণী শঙ্করাভরণ—তাল আড়াঠেকা।

সুমধুর শুনি আজি প্রভু তোমার নাম।

প্রেমসুধা পানে প্রাণ বিহ্বল প্রায়
রসনা অলস অবশ অনুরাগে। ৩৮৭ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল।

স্বামী তুমি এস আজ, অন্ধকার হৃদয় মাঝ,
পাপে ম্লান পাই লাজ, ডাকি হে তোমারে!
ক্রন্দন উঠিছে প্রাণে, মন শান্তি নাহি মানে,
পথ তবু নাহি জানে আপন আঁধারে।
ধিক ধিক জনম মম, বিফল বিষয় শ্রম,
বিফল ক্ষণিক প্রেম টুটিয়া যায় বারবার।
সন্তাপে হৃদয় দহে নয়নে অশ্রুবারি বহে,
বাড়িছে বিষয় পিপাসা বিষম বিষ বিকারে।৩৮৮॥

রাগিণী দেশ—তাল কাওয়ালি।

হায় কে দিবে আর সান্ত্বনা,
সকলে গিয়েছে হে তুমি যেওনা,

চাহ প্রসন্ন নয়নে প্রভু দীন অধীন জনে।
চারি দিকে চাই হেরি না কাহারে,
কেন গেলে ফেলে একেলা আঁধারে,
হের হে, শূন্য ভবন মম। ৩৮৯ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

হেরি তব বিমল মুখভাতি
দূর হল গহন দুখ-রাতি।
ফুটিল মন প্রাণ মম তব চরণ-লালসে
দিনু হৃদয় কমল দল পাতি।
তব নয়ন-জ্যোতিকণ লাগি,
তরুণ রবি-কিরণ উঠে জাগি।
নয়ন খুলি বিশ্বজন বদন তুলি চাহিল,
তব দরশ পরশ সুখ মাগি।
গগন-তল মগন হল শুভ্র তব হাসিতে

উঠিল ফুটি কত কুসুম পাঁতি,
হেরি তব বিমল মুখ ভাতি।
ধ্বনিত বন বিহগ কল তানে,
গীত সব ধায় তব পানে।
পূর্ব্ব গগনে জগত জাগি উঠি গাহিল
পূর্ণ সব তব রচিত গানে।
প্রেম-রস পান করি গান করি কাননে,
উঠিল মনপ্রাণ মম মাতি—
হেরি তব বিমল মুখ ভাতি। ৩৯০ ॥

ভৈরোঁ।—কাওয়ালি।

তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুধা পরশে,
হৃদয়নাথ, তিমির রজনী অবসানে হেরি তোমারে।
ধীরে ধীরে বিকাশো হৃদয় গগনে
বিমল তব মুখভাতি। ৩৯১ ॥

নাচারী তোড়ি—ধামার।

নূতন প্রাণ দাও প্রাণসখা, আজি সুপ্রভাতে।
বিষাদ সব কর দূর নবীন আনন্দে,
প্রাচীন রজনী নাশো নূতন উষালোকে। ৩৯২ ॥

বিভাস চৌতাল।

জাগ্রত বিশ্ব-কোলাহলমাঝে
তুমি গম্ভীর, স্তব্ধ, শান্ত, নির্ব্বিকার,
পরিপূর্ণ মহাজ্ঞান।
তোমাপানে ধায় প্রাণ
সব কোলাহল ছাড়ি,
চঞ্চল নদী যেমন ধায় সাগরে।৩৯৩।

ভৈরবী—চৌতাল।

কেমনে ফিরিয়া যাও না দেখি তাঁহারে।
কেমনে জীবন কাটে চির অন্ধকারে।

মহান্ জগতে থাকি বিস্ময়বিহীন আঁখি,
বারেক না দেখ তাঁরে এ বিশ্ব মাঝারে !
যতনে জাগায়ে জ্যোতি ফিরে কোটি সূর্য্যলোক,
তুমি কেন নিভায়েছ আত্মার আলোক !
তাঁহার আহ্বান রবে আনন্দে চলিছে সবে,
তুমি কেন বসে আছ ক্ষুদ্র এ সংসারে। ৩৯৪ ॥

দেওগিরি বেলাবলী—আড়া চৌতাল।

সবে আনন্দ করো
প্রিয়তম নাথে লয়ে যতনে হৃদয়ধামে।
সঙ্গীতধ্বনি জাগাও জগতে প্রভাতে
স্তব্ধ গগন পূর্ণ কর ব্রহ্ম নামে। ৩৯৫ ॥

বেলাবলী। রূপক।

হে মন তাঁরে দেখ আঁখি খুলিয়ে
যিনি আছেন সদা অন্তরে।

সবারে ছাড়ি প্রভু কর তাঁরে,
দেহ মন ধন যৌবন রাখ তাঁর অধীনে।৩৯৬।

বেলাবলী। চৌতাল।

আজি হেরি সংসার অমৃতময়,
মধুর পবন, বিমল কিরণ, ফুল্লবন,
মধুর বিহগকলধ্বনি।
কোথা হতে বহিল সহসা
প্রাণভরা প্রেম হিল্লোল, আহা,
হৃদয়কুসুম উঠিল ফুটি পুলকভরে।
অতি আশ্চর্য্য দেখ সবে
দীনহীন ক্ষুদ্র হৃদয়মাঝে
অসীম জগতস্বামী বিরাজে
সুন্দর শোভন।
ধন্য এই মানব জীবন,

ধন্য বিশ্ব জগত,

ধন্য তাঁর প্রেম

তিনি ধন্য ধন্য। ৩৯৭ ॥

ভৈরবী। একতালা।

তোমারি ইচ্ছা হোক পূর্ণ

করুণাময় স্বামী।

তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি

চরণে রাখি আশা,

দাও দুঃখ, দাও তাপ,

সকলি সহিব আমি।

তব প্রেম আঁখি সতত জাগে

জেনেও জানিনা,

ঐ, মঙ্গল রূপ ভুলি তাই

শোক সাগরে নামি।

আনন্দময় তোমার বিশ্ব
শোভাসুখ পূর্ণ,
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই
বাসনা অনুগামী।
মোহ বন্ধ ছিন্ন কর
কঠিন আঘাতে,
অশ্রুসলিলধৌত হৃদয়ে
থাক দিবস-যামী। ৩৯৮॥

রাগিণী টৌড়ি—তাল কাওয়ালি।

নব আনন্দে জাগো আজি; নবরবিকিরণে,
শুভ্র সুন্দর প্রীতি উজ্জ্বল নির্ম্মল জীবনে।
উৎসারিত নবজীবননির্ঝর, উচ্ছ্বাসিত আশা-গীতি, অমৃত পুষ্প গন্ধ বহে আজি এই শান্তি পবনে। ৩৯৯।

রাগিণী আলাইয়া—তাল কাওয়ালি।

ঐ পোহাইল তিমির রাতি; পূর্ব্বগগনে দেখা দিল নব প্রভাতছটা,

জীবনে, যৌবনে, হৃদয়ে বাহিরে প্রকাশিল অতি অপরূপ মধুর ভাতি।

কে পাঠালে এ শুভদিন নিদ্রা মাঝে, মহা মহোল্লাসে জাগাইলে চরাচর, সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ বরষিলে করি প্রচার সুখ বারতা তুমি চির সাথের সাথী। ৪০০॥

পূরবী—কাওয়ালি।

শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ, পথপ্রান্তে বসে এ কি খেলা!
আজি বহে অমৃত সমীরণ চল চল এই বেলা।
তাঁর দ্বারে হের ত্রিভুবন দাঁড়ায়ে,
সেথা অনন্ত উৎসব জাগে,
সকল শোভা গন্ধ সঙ্গীত আনন্দের মেলা। ৪০১॥

কল্যাণ—চৌতাল।

পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এস, এস মনোরঞ্জন।

আলোকে আঁধার হৌক চূর্ণ, অমৃতে মৃত্যু কর পূর্ণ, কর গভীর দারিদ্র্য ভঞ্জন।

সকল সংসার দাঁড়াবে সরিয়া, তুমি হৃদয়ে আসিছ দেখি ;

জ্যোতির্ম্ময় তোমার প্রকাশে, শশি তপন পায় লাজ,

সকলের তুমি গর্ব্বগঞ্জন। ৪০২ ॥

মারু কেদারা—চৌতাল।

অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ, কত গ্রহ উপগ্রহ,
কত চন্দ্র তপন ফিরিছে বিচিত্র আলোক জ্বালায়ে,
তুমি কোথায় তুমি কোথায়!

হায় সকলি অন্ধকার চন্দ্র, সূর্য্য, সকল কিরণ,
আঁধার নিখিল বিশ্বজগত,
তোমার প্রকাশ হৃদয় মাঝে সুন্দর মোর নাথ,
মধুর প্রেম আলোকে,
তোমারি মাধুরী তোমারে প্রকাশে। ৪০৩ ॥

কাফি—চৌতাল।

আছ অন্তরে চিরদিন, তবু কেন কাঁদি !
তবু কেন হেরি না তোমার জ্যোতি,
কেন দিশাহারা অন্ধকারে !
অকূলের কূল তুমি আমার,
তবু কেন ভেসে যাই মরণের পারাবারে !
আনন্দঘন বিভু; তুমি যার স্বামী,
সে কেন ফিরে পথে দ্বারে দ্বারে ! ৪০৪ ॥

কানাড়া—চৌতাল।

জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ,
হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ হৃদয়হরণরূপ।
নীলাম্বর জ্যোতিখচিত চরণপ্রান্তে প্রসারিত,
ফিরে সভয়ে নিয়মপথে অনন্ত লোক।
নিভৃত হৃদয় মাঝে কিবা প্রসন্ন মুখচ্ছবি
প্রেমপরিপূর্ণ মধুর ভাতি।
ভকত হৃদয়ে তব করুণারস সতত বহে,
দীনজনে সতত কর অভয় দান। ৪০৫ ॥

শঙ্করা—চৌতাল।

জাগিতে হবে রে!
মোহ নিদ্রা কভু না রবে চিরদিন,
ত্যজিতে হইবে সুখ শয়ন অশনি ঘোষণে।

জাগে তাঁর ন্যায়দণ্ড সর্ব্বভুবনে।
ফিরে তাঁর কালচক্র অসীম গগনে;
জ্বলে তাঁর রুদ্র-নেত্র পাপ তিমিরে। ৪০৬ ॥

সুহাকানাড়া—কাওয়ালি।

নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙ্গিয়া দাও।
মাঝে কিছু রেখোনা রেখোনা,
থেকোনা থেকোনা দূরে।
নির্জ্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে,
নিত্য তোমারে হেরিব। ৪০৭ ॥

সিন্ধু—ঠুংরি।

হৃদয় বেদনা বহিয়া
প্রভু, এসেছি তব দ্বারে।
তুমি অন্তর্য্যামী হৃদয়স্বামী
সকলি জানিছ হে,

যত দুঃখ লাজ দারিদ্র্য সঙ্কট
আর জানাইব কারে।
অপরাধ কত করেছি নাথ,
মোহ পাশে পড়ে,
তুমি ছাড়া, প্রভু, মার্জ্জনা, কেহ
করিবে না সংসারে।
সব বাসনা দিব বিসর্জ্জন,
তোমার প্রেম পাথারে,
সব বিরহ বিচ্ছেদ ভুলিব,
তব মিলন অমৃত ধারে।
আর আপন ভাবনা পারিনা ভাবিতে
তুমি লহ মোর ভার,
পরিশ্রান্ত জনে প্রভু লয়ে যাও
সংসার সাগর পারে। ৪০৮॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।

শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা প্রাণেশ্বর, দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু,
প্রেম বিন্দু কাতরে কর দান।
কোরোনা সখা কোরোনা
চির-নিস্ফল এই জীবন,
প্রভু জনমে মরণে তুমি গতি,
চরণে দাও স্থান। ৪০৯॥

রাগিণী ভূপালী—তাল তালফেরতা।

জয় রাজরাজেশ্বর!
জয় অরূপ সুন্দর।
জয় প্রেম সাগর, জয় ক্ষেম আকর,
তিমির তিরস্কর হৃদয়-গগন-ভাস্কর! ৪১০॥

রাগিণী মহিশূরী খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

চির বন্ধু, চির নির্ভর, চিরশান্তি
তুমি হে প্রভু!

তুমি চিরমঙ্গল সখা হে (তোমার জগতে)
চিরসঙ্গী চির জীবনে।
চির প্রীতিসুধানির্ঝর তুমি হে হৃদয়েশ !
তব জয় সঙ্গীত ধ্বনিছে (তোমার জগতে)
চির দিবা চিররজনী। ৪১২ ॥

রাগিণী পূর্ণ ষড়জ—তাল একতালা।

(একি) লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে!
(আনন্দ বসন্ত সমাগমে)
বিকশিত প্রীতি কুসুম হে
(আনন্দ বসন্ত সমাগমে)
পুলকিত চিত কাননে।
জীবনলতা অবনতা তব চরণে।
হরষ গীত উচ্ছ্বসিত হে
(আনন্দ বসন্ত সমাগমে)
কিরণ মগন গগনে। ৪১৩ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

হৃদয় মন্দিরে, প্রাণাধীশ, আছ গোপনে !
অমৃত সৌরভে আকুল প্রাণ (হায়)
ভ্রমিয়া জগতে না পায় সন্ধান,
কে পারে পশিতে আনন্দ ভবনে
তোমার করুণা-কিরণ বিহনে। ৪১৪ ॥

মহিশূরী ভজন।

আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে
বিরাজ সত্য সুন্দর।
মহিমা তব উদ্ভাসিত
মহাগগন মাঝে।
বিশ্বজগত মণিভূষণ
বেষ্টিত চরণে।

গ্রহতারক চন্দ্রতপন
ব্যাকুল দ্রুতবেগে
করিছে পান করিছে স্নান
অক্ষয় কিরণে।
ধরণী পর ঝরে নির্ঝর
মোহন মধু শোভা,
ফুল পল্লব গীত গন্ধ
সুন্দর বরণে।
বহে জীবন রজনী দিন
চিরনূতন ধারা
করুণা তব অবিশ্রাম
জনমে মরণে।
স্নেহ প্রেম দয়াভক্তি
কোমল করে প্রাণ ;

কত সান্ত্বন কর বর্ষণ
সন্তাপ হরণে।
জগতে তব কি মহোৎসব
বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ
নির্ভয় শরণে। ৪১৫ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

জগতের পুরোহিত তুমি,
তোমার এ জগৎ মাঝারে
এক চায় একেরে পাইতে,
দুই চায় এক হইবারে।
ফুলে ফুলে করে কোলাকুলি,
গলাগলি অরুণে উষায়,
মেঘ দেখে মেঘ ছুটে আসে,

তারাটি তারার পানে চায়।
পূর্ণ হল তোমার নিয়ম,
প্রভু হে ! তোমারি হল জয়,
তোমার কৃপায় এক হল,
আজি এই যুগল হৃদয়।
যে হাতে দিয়েছ তুমি বেঁধে,
শশধরে ধরার প্রণয়ে,
সেই হাতে বাঁধিয়াছ তুমি,
এই দুটি হৃদয়ে হৃদয়ে।
জগত গাহিছে জয় জয়,
উঠেছে হরষ কোলাহল,
প্রেমের বাতাস বহিতেছে,
ছুটিতেছে প্রেম পরিমল।
পাখীরা গাও গো সবে গান,
কহ বায়ু চরাচর ময়

মহেশের প্রেমের জগতে,
প্রেমের হইল আজি জয় ॥ ৪১৬॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

তুমি হে প্রেমের রবি আলো করি চরাচর।
যত কর বিতরণ অক্ষয় তোমার কর।
দু'জনের আঁখি পরে, তুমি থাক আলো করে,
তা'হলে আঁধারে আর বলহে কিসের ডর !
তোমারে হারায় যদি, দু'জনে হারা'বে দোঁহে,
দু'জনে কাঁদিবে বসি অন্ধ হয়ে ঘন মোহে।
এমনি আঁধার হবে, পাশাপাশি বসে র'বে
তবুও দোঁহার মুখ চিনিবেনা পরস্পর।
দে'খো প্রভু চিরদিন, আঁখি পরে থেকো জেগে,
তোমারে ঢাকেনা যেন সংসারের ঘনমেঘে।

তোমারি আলোকে বসি উজ্জ্বল আনন-শশী
উভয়ে উভয়ে হেরে পুলকিত কলেবর ॥ ৪১৭ ॥

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল।

দুই হৃদয়ের নদী, একত্র মিলিল যদি
বল দেব ! কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়।
সম্মুখে রয়েছ তার, তুমি প্রেম পারাবার,
তোমারি অনন্ত হৃদে ছুটিতে মিলিতে চায়।
সেই এক আশা করি দুইজনে মিলিয়াছে,
সেই এক লক্ষ্য ধরি দুইজনে চলিয়াছে,
পথে বাধা শত শত, পাষাণ পর্ব্বত কত,
দুই বলে এক হয়ে, ভাঙ্গিয়া ফেলিবে তায়।
অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে,
তোমারি স্নেহের কোলে যেনগো আশ্রয় মিলে।

দুটি হৃদয়ের সুখ, দুটি হৃদয়ের দুখ,
দুটি হৃদয়ের আশা, মিশায় তোমার পায় ॥৪১৮

মিশ্র ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

দুটি প্রাণ এক ঠাঁই তুমিত এনেছ ডাকি,
শুভকার্য্যে জাগিতেছে তোমার প্রসন্ন আঁখি।
এ জগত চরাচরে বেঁধেছ যে প্রেমডোরে
সে প্রেমে বাঁধিয়া দোঁহে স্নেহছায়ে রাখ ঢাকি।
তোমারি আদেশ লয়ে সংসারে পশিবে দোঁহে,
তোমারি আশীষ বলে এড়াইবে মায়া মোহে।
সাধিতে তোমার কাজ দুজনে চলিবে আজ,
হৃদয়ে মিলাবে হৃদি তোমারে হৃদয়ে রাখি।৪১৯॥

প্রভাতী—ঝাঁপতাল।

যাওরে অনন্ত ধামে মোহ মায়া পাসরি
দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি।

জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে,
কেবলি আনন্দ স্রোত চলেছে প্রবাহি ॥
যাওরে অনন্ত ধামে, অমৃত নিকেতনে,
অমরগণ লইবে তোমা উদার প্রাণে।
দেবঋষি, রাজঋষি, ব্রহ্মঋষি যে লোকে
ধ্যানভরে গান করে একতানে।
যাওরে অনন্তধামে জ্যোতির্ম্ময় আলয়ে
শুভ্র সেই চির বিমল পুণ্যকিরণে
যায় যেথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান,
যাও বৎস, যাও সেই দেব সদনে। ৪২০ ॥

বেহাগ।

শুভদিনে এসেছে দোঁহে চরণে তোমার,
শিখাও প্রেমের শিক্ষা, কোথা যাবে আর।
যে প্রেম সুখেতে কভু, মলিন না হয় প্রভু,

যে প্রেম দুঃখেতে ধরে উজ্জ্বল আকার।
যে প্রেম সমান ভাবে রবে চিরদিন,
নিমেষে নিমেষে যাহা হইবে নবীন,
যে প্রেমের শুভ্র হাসি, প্রভাত কিরণ রাশি,
যে প্রেমের অশ্রুজল শিশির উষার।
যে প্রেমের পথ গেছে অমৃত সদনে,
সে প্রেম দেখায়ে দাও পথিক দুজনে,
যদি কভু শ্রান্ত হয়, কোলে নিয়ো দয়াময়,
যদি কভু পথ ভোলে দেখায়ো আবার। ৪২১॥

রাগিণী সাহানা—তাল ঝং।

শুভদিনে শুভক্ষণে, পৃথিবী আনন্দ মনে,
দুটি হৃদয়ের ফুল উপহার দিল আজ।
ওই চরণের কাছে, দেখগো পড়িয়া আছে,
তোমার দক্ষিণ-হস্তে তুলে লও রাজ-রাজ।